দারসুল কুরআন

(১ম খণ্ড)

দারসুল কুরআন

এজিএম বদরুদ্দোজা

দারসুল কুরআন

(প্রথম খণ্ড)

(আল কুরআনের বাছাইকৃত বিশেষ ১৫টি অংশের দারস)

এজিএম বদরুদ্দোজা

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স

মগবাজার, ঢাকা

ফোন: ০১৭১১ ১২৮৫৮৬, ০১৫৫২৩৫৪৫১৯

www.icsbook.info

দারসুল কুরআন (প্রথম খণ্ড)

এজিএম বদরুদ্দোজা

প্রকাশক

এ এম আমিনুল ইসলাম
প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট, মগবাজার, ঢাকা।
ফোন: ০১৭১১ ১২৮৫৮৬

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ: জুন'১৯৯০ঈশায়ী
দ্বিতীয় প্রকাশ: নভেম্বর'১৯৯৩ঈশায়ী
তৃতীয় প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী'১৯৯৯ঈশায়ী
চতুর্থ প্রকাশ: মার্চ' ২০০৩ঈশায়ী
পঞ্চম প্রকাশ: ডিসেম্বর' ২০০৪ঈশায়ী
ষষ্ঠ প্রকাশ: জুন'২০০৫ঈশায়ী
সপ্তম প্রকাশ: এপ্রিল'২০০৭ঈশায়ী
অষ্টম প্রকাশ: জুলাই'২০০৯ঈশায়ী
নবম প্রকাশ: মে' ২০১১ঈশায়ী

কম্পোজ ও ডিজাইন

প্রফেসর'স কম্পিউটার
মগবাজার, ঢাকা

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

মুদ্রণ:

ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা

PPBN- 019/2
ISBN-984-31-1426-0

মূল্য : ৮০.০০ টাকা মাত্র।

DARSUL QURAN VOLUME-01. WRITTEN BY AGM BADRUD SOZA. PUBLISHED BY PROFESSOR'S PUBLICATIONS. BORO MOGHBAZAR. DHAKA-1217. PRICE TK. EIGHTY ONLY.

www.icsbook.info

উৎসর্গ

যুগে যুগে যে সব মর্দে মুমিন
আপন কুরআনের বিধান বাস্তবায়নে
আত্মনিয়োগ করেছেন সে সব
মহান ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে.....

www.icsbook.info

অভিমত

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি তারাই যারা কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়।" রাসূল (সা.) এর উক্ত হাদীসের আলোকে মুসলিম জাতির অনেকেই কুরআন অধ্যয়ন, চর্চা, গবেষণা ও অন্যকে শেখানোর মূল্যবান কাজটি করে যাচ্ছেন। মাওলানা আবু জাকের মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা লিখিত দারসুল কুরআন-১ ও দারসুল কুরআন-২ সিরিজগুলো এমনি ধরনের একটি প্রচেষ্টার ফল।

বাংলা ভাষাভাষী সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্যে কোরআনকে বুঝবার এবং অন্যকে বুঝানোর কাজটা তেমন সহজ নয়। এ পর্যায়ে লিখক সহজভাবে দারসুল কুরআন বই লিখার ব্যাপারে আলোচনা করলে আমি তাকে উৎসাহীত করি। বই এর মূল পান্ডুলিপি আমাকে দেখানোর বার বার চেষ্টা করা হলেও সময়ের অভাবে সম্পূর্ণ লিখাটি দেখা সম্ভব হয়নি। অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও যতটুকু দেখা সম্ভব হয়েছে তাতে দারসের বিষয়গুলোর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। বইগুলোতে আলোচ্য বিষয়, অলোচনার ধরন ও দারসের নিয়ম পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ ও সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়েছে। যা পাঠকদের দারস শিক্ষায় অনুপ্রানিত করবে। তারপরও আমি দু'একটি বিষয়ের সংশোধন ও পরামর্শ দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করায় তা করে দিয়েছি।

পরিশেষে রব্বুল আলামিনের নিকট দোয়া করছি, তিনি যেন আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষিত ভাই ও বোনদের আল কুরআনের দারস শিখা ও শিখানোর প্রচেষ্টাকে সহজ করে দেন। সাথে সাথে লিখকের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ও উদ্যোগকে আল্লাহ যেন কবুল করেন, আমীন, ছুম্মা আমীন।

(মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী)
২০ জুন'১৯৯০
ঢাকা।

www.icsbook.info

ভূমিকা

মহান রব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন ও খিলাফতের দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত রাখার জন্য যুগে যুগে আম্বিয়া কিরাম আ. দের মাধ্যমে আসমানি কিতাব পাঠিয়েছেন। কেননা হযরত আদম আ. কে দুনিয়ায় প্রেরণ করে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছিলেন-

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ (البقرة-٣٨)

অর্থ- "যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট হেদায়াত বা নীতিমালা বা বিধিবিধান পৌছবে, পরে যারা আমার এই বিধিবিধানকে অনুসরণ করবে, তাদের জন্য কোন ভয়-ভীতি ও চিন্তা-ভাবনা থাকবেনা।" (সূরা বাকারা- ৩৮আয়াত)

অতএব, আমাদের দায়িত্ব হল সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব আল কোরআনকে গ্রহণ করা, বুঝা এবং সে অনুযায়ী যাবতীয় কাজ পরিচালনা করা। কিন্তু, দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা এ ব্যাপারে যথেষ্ঠ উদাসীন ও গাফলতির মধ্যে লিপ্ত। আমরা বিষয়টিকে আওতার বা দায়িত্বের বাইরে মনে করি এবং অনেকে এ কাজটিকে অসম্ভব ও জটিল মনে করে চিন্তারও বাইরে রাখি। অথচ মহান রব্বুল আলামিন আল কোরআনের গুরুত্ব ও মহত্ব বুঝানোর জন্য সুরা হাসরে উল্লেখ করেছেন-

لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○

অর্থ:-"আমি যদি এ কোরআন কোন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম তাহলে তুমি দেখতে উহা আল্লাহর ভয়ে ধ্বসে যেতো কিংবা দীর্ণ-বিদীণ হয়ে যেতো, এই দৃষ্টান্তগুলি মানুষের সামনে উপস্থাপন করছি যেন তারা অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে।" (সূরা হাশর-২১আয়াত)

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় বাংলা ভাষায় লিখিত কোরআনের পরিচিতির উপর ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি পুস্তিকা আমাদের হাতে এসেছে। এর মধ্যে 'মহাগ্রন্থ আল কোরআন কি ও কেন?''আল কোরআন আত-তাফসীর' কোরআনের পরিচয়' 'আল কোরআনের মর্মকথা' উল্লেখযোগ্য। সর্বশেষ কুরআন বুঝা আমাদের জন্য অত্যন্ত সহজ এবং খুবই জরুরী এই বিষয়ের উপর বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মুহতারাম অধ্যাপক গোলাম আজম লিখিত 'কোরআন বুঝা সহজ 'বইটি আমাদের মনের অন্ধকার দুর করে কোরআনকে শেখার ও বুঝার

www.icsbook.info

সুযোগ করে দিয়েছেন। আল্লাহ এ সকল মহাপুরুষদেরকে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ দান করুন। স্কুল, কলেজ, ভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ শিক্ষিত লোকজন পবিত্র কোরআনকে বুঝে তা সমাজে প্রচার ও যথাযথভাবে উপস্থাপন করা অত্যন্ত কঠিন বলে মনে করেন। আমার অনেক ছাত্র (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার) অনুরোধ করেছে কোরআনের দারস দেয়ার উপযোগী নির্ধারিত ও অতি প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ অংশের সহজ আলোচনার উপর লিখিত বই এর প্রয়োজন।

আমাদের দেশের অনেক যুবক রয়েছেন যারা কোরআনের আইন প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, এমনকি এর অবমাননার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজেদের তাজা রক্ত ঢেলে দিচ্ছেন। কিন্তু যে মহাগ্রন্থের আইন প্রতিষ্ঠার জন্য তারা অবিরাম চেষ্টা সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছেন, সেই মহাগ্রন্থ কোরআনকে ভালোভাবে বুঝে তা উপস্থাপন করতে সহযোগীতামূলক কিতাবের অভাব বিদ্যমান। তাছাড়া পুরুষের সমান সংখ্যক মহিলা যাদেরকে দ্বীনি জ্ঞান বাধ্যতামূলক অর্জন করতে হয়। এই ধরনের সাধারণ শিক্ষিতা বা স্বল্প শিক্ষিতা মহিলা এবং ছাত্রীরা ইক্বামাতে দ্বীনের কাজে এসে কোরআন বুঝা ও অন্যদেরকে বুঝানোর ব্যাপারে একান্ত আগ্রহ থাকার পরও দারস দেয়ার উপযোগী তাফসীর না পাওয়ায় এ কাজে দ্রুত অগ্রসর হতে বিলম্ব হচ্ছে। দীর্ঘদিন থেকে উল্লেখিত দু'ধরনের লোকদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে একটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত 'দারসুল কোরআন' নামক বই লেখার চিন্তা-ভাবনা করে আসছি। ভাবছিলাম হয়তো বা কোন বিজ্ঞ আলেমে দ্বীন এ অভাব পূরণে এগিয়ে আসবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার যথাযথ বাস্তবায়ন হয়নি।

অবশেষে সাধারণ মুসলিম পুরুষ, মহিলা, স্বল্প শিক্ষিত (সাধারণ শিক্ষায়) এবং স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কথা চিন্তা করে 'দারসুল কোরআন-১' শিরোনামে নির্বাচিত কিছু অংশের দারস উপযোগী কিতাবটি লেখায় হাত দিয়েছি। অবশ্য বইটির প্রথমাংশে আল কোরআনের পরিচিতির উপর তথ্যভিত্তিক ও বিবরণমূলক বেশ কিছু আলোচনাও সংযোজন করা হয়েছে, যাতে করে পাঠক-পাঠিকাদের কোরআনের উপর প্রাথমিক ধারণা ও পরিচিতি লাভ করতে বেগ পেতে না হয়। রব্বুল আলামিনের রহমতে এবং আমার উস্তাদ ও মুরুব্বীয়ানদের দোয়া পেলে ইনশাআল্লাহ এ কাজ আনজাম দেয়া সম্ভব হবে। আমার বই যদিও দেশের ওলামায়ে কিরাম ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের উপযোগী লেখা নয় তারপরও এ ধরনের মহান ব্যক্তিদের চোখে যদি কোন ভুল ত্রুটি ও দুর্বলতা ধরা পড়ে তবে তা শুধরিয়ে দিলে উপকৃত হবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো। সার্বিক পরামর্শ, সংশোধন ও সংযোজন এর বাস্তবায়ন ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে করা হবে।

আবু জাকের মুহাম্মদ বদরুদ্দজা

১লা রমযান-১৪১০হিজরী

www.icsbook.info

তৃতীয় সংস্করণে প্রকাশকের কথা

"আল্লাহর আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই।" আজকের বিশ্বজুড়ে অশান্তির মহাপ্রলয় থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র শ্লোগান। আল্লাহর আইন তথা আল কোরআনকে বুঝা ও অন্যকে বুঝানোর এবং এর আলোকে নিজেকে ও অপরকে সৎলোক অর্থাৎ আল্লাহ্‌র গোলাম হিসেবে তৈরী করার দায়িত্ব প্রত্যেকটি মানুষের জন্যই অপরিহার্য। বস্তুতঃ আমরা যারা কালেমা পড়েছি তারাতো এই দায়িত্ব পালনের শপথ করেছি। এ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই প্রনীত হয়েছে বহু তাফসীর গ্রন্থ যা বিভিন্ন মহান ব্যক্তিত্বের বহুদিনের চিন্তা ও গবেষণার ফসল।

এসব গ্রন্থ অধ্যয়ন অত্যন্ত জরুরী হওয়া শর্তেও ব্যক্তিগতভাবে যোগাড় করে অধ্যয়ন আমাদের মত গরীব দেশে সম্ভব হয় না। অপরদিকে এগুলো সংগ্রহের মত ব্যাপক সংখ্যক লাইব্রেরীও নেই।

তাই বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় বাছাইকৃত কয়েকটি অংশের দারস তৈরী করে ব্যাপক হারে জনগণের হাতে পৌঁছে দিয়ে আল কোরআনের শিক্ষা ও প্রয়োগকে গনমুখী করার উদ্দেশ্যই হল এ পুস্তকটি লেখা।

লেখক জনাব আবু জাকের মুহাম্মদ বদরুদ্দুজা আল-জামেয়াতুল ফালাহীয়া, ফেনীর ভাইস প্রিন্সিপাল থাকা অবস্থাতেই আমার সাথে পরিচয় হয়। এর পূর্বে তার লিখা 'যাকাতের ব্যবহারিক বিধান' বইটিও বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তিনি ব্যক্তিগত পর্যায়েও কুরআন বুঝা ও প্রয়োগের আন্দোলনে জীবন উৎসর্গ করে এগিয়ে যাচ্ছেন।

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে প্রথম প্রকাশের পর পর সম্মানিত পাঠক পাঠিকাদের পক্ষ হতে মৌখিক ও লিখিতভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব, পরামর্শ, সংশোধন ও সংযোজনের দাবি আসে। সে মতে দ্বিতীয় সংস্করণেও বইটিকে সংশোধন ও সংযোজন করা হয়। বর্তমান সংস্করণেও আমরা বইটির সংশোধন, সংযোজন এবং অলংকরণ করি। বইটির চাহিদার কথা স্মরণ রেখে প্রথম খণ্ড এবং দ্বিতীয় খণ্ড আলাদাভাবে কোরআনী জ্ঞান পিপাসু পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছি।

কিন্তু, বিপুল সংখ্যক পাঠকদের পরামর্শে প্রথম এবং দ্বিতীয় খন্ড একত্রে বাধাই করে সংরক্ষণের সুবিধার্থে বাজারজাত করছি। আমার বিশ্বাস বইটি পাঠক পাঠিকাদের আশা পূরণে সফল হবে ইন্‌শাআল্লাহ। বইটির তৃতীয় ও চতুর্থ খন্ড পাঠকদের হাতে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি।

আশা করি সাধারণ ও স্বল্পশিক্ষিত ভাই-বোনদের জন্য এই পুস্তকটি অত্যন্ত উপকারী হবে। যদি কিছু ভাই-বোনও এই বইয়ের মাধ্যমে কুরআন বুঝে ও বুঝিয়ে নিজেকে ও অপরকে সৎলোক তৈরীর প্রচেষ্টায় উৎসাহী হন তবেই আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে পরকালীন নাযাতের ওয়াসিলা মনে করব। আল্লাহ আমাদের সকলকে উত্তম যাযা দান করুন। আমিন। চুম্মা আমিন।।

www.icsbook.info

লেখকের কথা

রব্বুল আলামিনের দরবারে লাখ লাখ শুকরিয়া, যিনি বইটি লিখে সমাপ্ত করার তৌফিক দিয়েছেন। দারসুল কোরআনের উপর সরাসরি এ ধরনের লেখা সম্ভবত: এটাই প্রথম। আল কোরআনের প্রসিদ্ধ ও বড় বড় তাফসীর হতে দারস উপযোগী করে তা অধ্যয়ন ও উপস্থাপন করা সকল পাঠকের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে; মনে করে এ কাজে হাত দিয়েছি। বিশেষভাবে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মুহতারাম মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সাহেব এক দিন আমাকে এ ধরনের লেখার প্রয়োজনীয়তা ও সময় থাকলে তা তৈরী করতে বলায় আমি অত্যন্ত উৎসাহ পেয়ে শাবান মাসেই এ কাজে হাত দেই।

বিভিন্ন সময় জামে মসজিদে, বড় বড় ইসলামী জলসায়, বিষয় ভিত্তিক কোরআনের তাফসীর ও প্রশিক্ষনমূলক বৈঠকাদিতে (যেমন- শিক্ষা শিবির, শববেদারী, শিক্ষা বৈঠক) দারসুল কোরআন পেশ করতে গিয়ে কোরআনের বিভিন্ন সূরা হতে নির্ধারিত বিষয়ের উপর আলোচনাগুলো তৈরী করি। এ সকল আলোচনার একত্রীকরণ বা সংকলনই এই পবিত্র দারসুল কোরআন কিতাবটি। প্রত্যেক অংশে নতুন করে আয়াতের নম্বর দেয়া হয়েছে। নম্বর অনুযায়ী সহজ ও শাব্দিক অনুবাদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। যাতে করে সাধারণ পাঠক পাঠিকা সহজে বুঝতে সক্ষম হয়।

এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ও লেখা হতে কোরআন প্রেমিক পাঠক পাঠিকাগণ সামান্যতম উপকৃত হলেও মনে করবো আল্লাহ এই গুণাহগারের পরিশ্রমটুকু কবুল করেছেন। আমিও দোয়া করবো রব্বুল আলামিন যেন মুমিন পাঠক পাঠিকাদের আন্তরিকতা, অধ্যয়ন ও আগ্রহকে ইবাদাত হিসেবে কবুল করেন এবং মুসলিম মিল্লাতের এই চেতনার সময় কোরআনকে বুঝার তৌফিক দান করেন।

পান্ডুলিপিটি তৈরী করতে আমার কয়েকজন ছাত্র ও ছাত্রী বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। বিশেষভাবে আমার প্রিয় ছাত্র ছানাউল্লাহ সক্রিয়ভাবে আমাকে সহযোগীতা করেছে। আমি তাদের এই আন্তরিক সহযোগীতার জন্য কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদের এর যথার্থ বদলা দান করুন, আমিন।

www.icsbook.info

প্রথম খণ্ডের বিষয় শিরোনাম

ক্রম	আল কুরআন সংক্রান্ত বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
১	আল কুরআনের নামকরণ	১১
২	আল কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১২
৩	আল কুরআনের আলোচ্য বিষয়	১৪
৪	আরবী ভাষায় কুরআন ও ভুল ধারণার অপনোদন	১৫
৫	আল কুরআন অধ্যয়ন ও তেলাওয়াত	১৭
৬	শানে নুযুল	১৯
৭	শানে নুযুলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	১৯
৮	কুরআন বুঝার পূর্বশর্ত	২২
৯	মানব জাতির উপর কুরআনের প্রভাব	২৩
১০	সকল জ্ঞানের উৎস আল কুরআন	২৫
১১	কুরআন ও হাদীসের সম্পর্ক	২৬
১২	কুরআন বুঝার মৌসুম	২৮
১৩	কুরআন অধ্যয়নের পদ্ধতি	২৯
১৪	দারস উপস্থাপনের পদ্ধতি	৩০
১৫	আল কুরআনের বিভিন্ন সূরার বিবরণ	৩১
১৬	কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ের পরিসংখ্যান	৩১
১৭	আল কুরআন সম্পর্কে আরোও কিছু কথা	৩৪
	বাছাইকৃত বিশেষ ১৫টি অংশের দারসসূচী	
১	আল কুরআন থেকে হেদায়াত পাওয়ার শর্ত (সূরা বাকারা: ১৫ আয়াত)	৩৭
২	মুসলিম জাতির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস (সূরা বাকারা: ১২৬-১২৯ আয়াত)	৪৬
৩	একত্ববাদ ও পরকালের অবস্থা (সূরা বাকারা: ২৫৪-২৫৫ আয়াত)	৫২
৪	কিয়ামত ও পরকালের চিত্র (সূরা ইনফিতর: ১-১৯ আয়াত)	৫৮
৫	মানুষের স্বভাব ও মুমিনদের গুণাবলী (সূরা মা'আরেজ: ১৯-৩৫ আয়াত)	৬৭
৬	আল্লাহ্‌র ইবাদত করার আহ্বান (সূরা বাকারা: ২১-২২ আয়াত)	৭৫
৭	জামায়াতী জীবনের প্রয়োজনীয়তা (সূরা ইমরান: ১০২-১০৩আয়াত)	৮৩

www.icsbook.info

৮	দাওয়াতী কাজে বিরোধীতার কারণ ও করণীয় (আনআম: ৩৩-৩৬আয়াত)	৯২
৯	ইসলামী আন্দোলনে পরীক্ষা ও বিরোধীদের প্রতি হুশিয়ারী (আনকাবুত:১-৭আয়াত)	৯৭
১০	ঈমানের পরীক্ষা ও শাহাদাতের মর্যাদা (সূরা বাকারা: ১৫৩-১৫৭ আয়াত)	১০৩
১১	ইসলামী আন্দোলন নাযাতের উপায়(সূরা আসসফ: ১০-১৩আয়াত)	১১২
১২	আল্লাহর পথে বাইয়াত গ্রহণ(সূরা আত তাওবা: ১১১-১১২আয়াত)	১১৮
১৩	দাওয়াতে দ্বীনের পদ্ধতি ও কাজে অটল থাকার সুফল (সূরা হা মীম আস্ সেজদা: ৩০-৩৫আয়াত)	১২৫
১৪	যে কোন অবস্থায় জেহাদ না করার শাস্তি বা পরিনতি (সূরা আত তাওবা: ৩৮-৪১আয়াত)	১৩৫
১৫	গণীমতের হুকুম ও প্রকৃত মুমিনের পরিচয় (সূরা আল আনফাল: ১-৪আয়াত)	১৪২

www.icsbook.info

দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়সূচী

(দ্বিতীয় খণ্ডের ভিতর যা পাওয়া যাবে)

ক্রম.	বিষয়
১	আল্লাহর নিকট আবেদনের নমুনা (সূরা আল ফাতিহা)
২	খিলাফত, পটভূমি, মর্যাদা ও দায়িত্ব (সূরা বাক্বারা:৩০-৩৫)
৩	সাওম (রোজা)-র গুরুত্ব ও নিয়মাবলী (সূরা বাক্বারা:১৮৩-১৮৫)
৪	যাকাতের ইসলামী বিধান (সূরা তাওবা: ৩৪-৩৫)
৫	শরয়ী পর্দার বিধান (সূরা আন নিসা:২৩)
৬	ইসলামে আনুগত্যের নীতিমালা (সূরা আলে ইমরান: ১৪২-১৪৫)
৭	মুনাফিকদের চরম পরিনতির বিবরণ (সূরা আন নিসা:১৪২-১৪৬)
৮	মুসলমানদের পারস্পরিক ও সামাজিক সম্পর্ক (আলহুযরাত: ১০-১২)

www.icsbook.info

www.icsbook.info

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(১) আল-কোরআনের নামকরণ

কোরআন শব্দের বিশ্লেষণ করে ইমাম রাগেব ইস্পাহানী লিখেছেন, قَرْءٌ ধাতু থেকে কোরআন শব্দের উৎপত্তি।' এর আভিধানিক অর্থ একত্র করা, জমা করা। কোন বিষয় অধ্যয়ন ও পাঠ করার জন্য প্রচুর বর্ণ এবং শব্দ সম্ভার একত্র করতে হয়। এই নূন্যতম সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে পরবর্তী পর্যায়ে কোরআন শব্দটি অধ্যয়ন করা বা পাঠ করা উচিত অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে।

আল্লামা যারকানী (র.) লিখেছেন قُرْاٰنٌ শব্দটি আসলে قِرَائَةٌ শব্দের মতই পাঠ করার অর্থে মূল ধাতুর অন্তর্গত একটি রূপ। পবিত্র কোরআনের সূরা কিয়ামায় তা এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন-

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَه وَقُرْاٰنَهٗ فَاِذَا قَرَاْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ○

"নিশ্চয় কোরআন পাঠ করা ও একত্র করার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং আমি যখন যা পাঠ করি আপনি তখন সেই পাঠের অনুসরণ করুন।"(কিয়ামাহ-১৫-১৬)

কি তাৎপর্য ও সাদৃশ্যের ভিত্তিতে পবিত্র এই গ্রন্থের নাম আল কুরআন হয়েছে? মূল গ্রন্থের সাথে এ নামের সামঞ্জস্য কি? এ সম্পর্কে বিভিন্নজনে বিভিন্ন তথ্য ও মত প্রকাশ করেছেন। তন্মধ্যে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত হচ্ছে কুরআন অবতীর্ণ কালে মক্কার অধিবাসীরা পবিত্র গ্রন্থের বাণীসমূহ শ্রবন করতো না। কুরআন তেলাওয়াতের সময় নানারূপ গোলোযোগ করে এতে বাধা সৃষ্টি করতো। আর এই হীন আচরণে অন্যদেরকেও উৎসাহীত করতো। হযরত আব্বাস রা. বলেন, স্বয়ং আবু জেহেল নিজেই লোকদেরকে এই কাজের জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন। সে বলেছিল, 'মুহাম্মদ যখন কুরআন তেলাওয়াত করেন তখন তোমরা তার সম্মূখে হট্টগোল, চিৎকার, গোলোযোগ করো, যাতে তিনি কি পাঠ করছেন লোকেরা তা বুঝতে না পারেন।' ফলে সত্যি সত্যিই তারা এই অদ্ভুত আচরণ করতো। এমন কি নানারূপ অশ্লিল সংগীত ও বিকৃত কবিতা আবৃতি করে কুরআন শ্রবনে বাধা সৃষ্টি করতো। বস্তুত,

www.icsbook.info

তদানিয়ন্তন কাফেরদের এই হীন আচরণ ও অশ্লিল ব্যবহারের জবাবে আল কুরআন নাম রেখে এদিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, এসব কুৎসিত আচরণদ্বারা কুরআনের সুমহান দাওয়াত ও বুলন্দ আওয়াজকে কিছুতে রোধ করা যাবে না। পবিত্র এই গ্রন্থ পঠিত হওয়ার জন্যই নাযিল হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই গ্রন্থ পঠিত হতেই থাকবে। সুতরাং একথা এখন কাফের মুসলিম নির্বিশেষে সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে, সারা বিশ্বে একমাত্র কুরআনই সর্বাপেক্ষা অধিক পঠিত ও পঠিতব্য গ্রন্থ।

(২) আল কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আল্লাহপাক মানব জাতিকে দেহ এবং আত্মার সংমিশ্রনে সৃষ্টি করে একদিকে যেমন তাদের দৈহিক ও বাহ্যিক লালন পালনের জন্য চন্দ্র-সূর্য্য, আকাশ, পৃথিবী, বৃক্ষলতা, শ্যামল বনরাজী, শস্য সমদ্ধির বিপুল প্রান্তর প্রভৃতি সৃষ্টি করে এই সব কিছুকে তাদের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন, অপরদিকে তেমনি যুগে যুগে আম্বিয়া কেরাম ও অসংখ্য আসমানী গ্রন্থ প্রেরণ করে মানবের রূহানী ও আধ্যাত্মিক মননশীলতা, নৈতিকতা, সাংস্কৃতিক চাল-চলন এবং আচার-অচরণগত প্রতিপালনের নিখুঁত ও সুবিশাল ব্যবস্থাপনার আয়োজন করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহপাক শুরুতেই মানবজাতিকে সতর্ক করে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে-

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

"তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে যখন হেদায়াত (ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ খোদায়ী বিধানমালা) পৌঁছবে তখন যারা আমার এই হেদায়েতের অনুসরণ করবে, তাদের উপর না কোন ভয় আসবে, না কোন কারণে তারা চিন্তাগ্রস্থ ও সন্ত্রস্ত হবে।" (বাকারা-৩৮)

আধ্যাত্মিক প্রতিপালনের এই সুমহান ধারার সূচনা হয় দুনিয়ার প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হযরত আদম (আ.) এবং তার প্রতি অবতীর্ণ 'ছুহুফে আদম' থেকেই। অতঃপর হযরত নূহ. হযরত ইবরাহীম. হযরত মূসা এবং হযরত ঈসা (আ.) এর কাল অতিক্রম করে সর্বশেষ এ ধারার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে খাতামুন নাবিয়্যিন হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর পবিত্র

www.icsbook.info

জীবনে এবং তার প্রতি অবতীর্ণ সর্বশেষ আসমানী কিতাবে। বস্তুতঃ আল্লাহর পক্ষ হতে মানব জাতির জন্য অবতীর্ণ সর্বশেষ গ্রন্থই হচ্ছে 'আল কোরআন।

আল-কোরআন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রত্যক্ষ কালাম, সুমহান বাণী গ্রন্থ। এর ভাব এবং বিষয়বস্তু যেমন আল্লাহর নিজস্ব তেমনি সৃষ্টির তুলনায় আল্লাহর অদ্বিতীয় মহিমার মতই বানীর জগতে আল কোরআনও অদ্বিতীয় মহিমায় মর্যাদাবান। রাসূলের বর্ণনায়-

إِنَّ هٰذَاالْقُرْاٰنَ حَبْلُ اللهِ وَهُوَالنُّوْرُالْمُبِيْنُ وَالسَّفَاءُالنَّافِعُ عَقَدَ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهٖ وَنَجَاةَ لِمَنْ تَبِعَهُ ০

'আল কোরআন আল্লাহর রশি; আল্লাহর অতি উজ্জল নূর; অব্যর্থ মহৌষধ। যে ব্যক্তি আদরে সযত্নে কোরআনকে আকড়ে ধরবে সে মুক্তি পাবে এবং হালাক হবে না কখনো।'

তদানীন্তন আরব সাহিত্যের গৌরবময় যুগে অনেকেই বিদ্রুপের সুরে বলতো কোরআন মোহাম্মদের তৈরী; আমরাও এমন একটা তৈরী করতে পারি। তখন আল্লাহতায়ালা চ্যালেঞ্জ করে এরশাদ করেছেন-

قُلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِثْلِهٖ اِنْ كَانُوْاصٰدِقِيْنَ০

"তারা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে, তাহলে কোরআনের সাদৃশ্য কোন রচনা উপস্থিত করুক।' এই চ্যালেঞ্জের পর তাদেরকে বহু সময় ও সুযোগ দেয়া হয়, কিন্তু কারো পক্ষে কোরআনের নজির আনা সম্ভব হয়নি। বিখ্যাত ইরানি সাহিত্যিক ইবনুল মুকাফ্ফা (মৃত্যু-৭২৭খৃঃ) এর ঘটনা আরো আশ্চার্যকর। ঘটনাটি নকল করে জনৈক পাশ্চাত্য পন্ডিত শিকার করেছেন- That Muhammad's (sm) boast as to the litrary excellence of the Quran was not unfounded, is further evidenced by a circumstance which occurred about a century afterer the establishment of Islam.

অর্থাৎ কোরআনের ভাষা ও সাহিত্যের মুজিজা সম্পর্কিত মুহাম্মদ (সা.) এর দাবি যে সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল তা উক্ত ঘটনার দ্বারা প্রমানিত হয়। যা ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভের একশত বৎসর পর সংগঠিত হয়েছে।

www.icsbook.info

ঘটনাটি এই যে, কোরআনের অসাধারণ মোহিনী শক্তির কারণে বিপুল লোকজন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে দেখে, বিরুদ্ধবাদীদের একজন কোরআনের সমকক্ষ একটি গ্রন্থ রচনা করতে মনস্থ করে। এই উদ্দেশ্যে তারা ইবনে মুকাফ্ফার স্মরণাপন্ন হয়। ইবনে মুকাফ্ফা ছিলেন সে যুগের একজন বিখ্যাত বিদ্বান লোক। ব্যক্তিগতভাবে অসাধারণ স্মরণ ও মেধাশক্তির অধিকারি ছিলেন তিনি। ভাষা সাহিত্যে পারদর্শী এই পন্ডিতের নিজের জ্ঞান ও বিদ্যার উপর এমন ভরসা ছিল যে, বিরুদ্ধবাদীদের কথামত কোরআনের সমকক্ষ একটি গ্রন্থ রচনা করতে সম্মত হয়ে যান।

সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে একাগ্রচিত্তে রচনাকার্যে ব্যাপৃত থাকার অনুকূলে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা এবং উপায় উপাদান পরিবেশনের শর্তে এক বৎসরের মধ্যে একটি গ্রন্থ প্রস্তুত করে দিবেন বলে ওয়াদা করেন। দীর্ঘ ছয় মাস পর কতটুকু এগিয়েছে তা জানার জন্য তার সাথীরা এসে দেখতে পায় ইবনে মুকাফ্ফা তার আসনে উপবিষ্ট নিশ্চুপ, হাতে কলম, গভীর চিন্তায় মগ্ন। প্রখ্যাত এই সাহিত্য বিশারদের সামনে একটি কাগজ অসহায় হয়ে পড়ে আছে। আশেপাশে তারই সামনে অগণিত কাগজ ঢের জমা হয়ে আছে। এই অনন্য প্রতিভাধর সাহিত্যসম্রাট তার সারা জীবনের লব্দ সমগ্র জ্ঞান-গরিমা ও যোগ্যতা ব্যয় করে কোরআনের সমকক্ষ একটি গ্রন্থ রচনা করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এহেন মর্মান্তিক ভাবে ব্যর্থ হয়ে সর্বসমক্ষে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন কোরআনের সমকক্ষ মাত্র একটি বাক্য রচনা করতে আমার দীর্ঘ ছয় মাস অতিক্রম হয়ে গেল, তবুও তা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অতঃপর নিরাস, নিরুপায় ও লজ্জিত হয়ে এ কাজ থেকে তিনি নিষ্কৃত প্রার্থনা করেন।

(৩) আল-কোরআনের আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য

আল-কোরআনের মূল আলোচ্য বিষয় মানব জাতি। কিসে তাদের কল্যাণ আর কিসে তাদের অকল্যাণ হয় পবিত্র কোরআনে তারই পরিচয় দান করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক হতে পুরো কোরআনকে যেভাবে ভাগ করা যায় তা নিম্নে দেয়া হলো-

www.icsbook.info

(ক) তাওহীদ বা আল্লাহর পরিচয়। (খ) রিসালাত বা নবী রাসূলদের পরিচয়, মর্যাদা-দায়িত্ব ও কর্তব্য (গ) আখিরাত ও তার পরিচয় (ঘ) কিতাবুল্লাহর গুরুত্ব ও মর্যাদা ইত্যাদি।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রাঃ) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ফওজুল কবিরে কোরআনের আলোচ্য বিষয়গুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন।

(১) ইলমুল আহকাম বা সাংবিধানিক জ্ঞান ঃ ব্যক্তি জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সকল প্রকার বিধি নিষেধ এবং ফরজ, ওয়াজিব, হালাল, হারামসহ যাবতীয় আদেশ- নিষেধ এর আওতাভুক্ত।

(২) ইলমুল মুখাদামা বা ন্যায়শাস্ত্র ঃ ইয়াহুদ নাছারা, মুশরিক ও মুনাফিক এই চার দলের ভ্রান্ত মতবাদ সংক্রান্ত।

(৩) ইলমুত তাযকীর বা স্রষ্টাতত্ব ঃ তাওহীদ বা একত্ববাদের সকল প্রকার আলোচনা।

(৪) ইলমুত তাযকীর বিলআইয়ামিল্লাহ বা সৃষ্টিতত্বঃ আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা।

(৫) ইলমুত তাযকীর বিল মাউত বা পরকাল জ্ঞান ঃ আখেরাত বা পরকাল সংক্রান্ত শাস্তি পুরস্কারসহ সকল আলোচনা।

আল-কোরআনের উদ্দেশ্য হলো– মানব জাতিকে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার প্রতি হিদায়াত দান। যাতে দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় জাহানে তারা শান্তিময় জীবনের অধিকারী হতে পারে।

(৪) আরবী ভাষায় কোরআন ও ভুল ধারণার অপনোদন

আলোচ্য বিষয়টিকে ৩টি অংশে ভাগ করে আলোচনা পেশ করছি–

(ক) কোরআন আরবী ভাষায় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পবিত্র কোরআন থেকেই নিতে পারি। আল্লাতায়ালা কোরআন মজিদে সুরায়ে ইব্রাহীমে ৪ নাম্বার আয়াতে উল্লেখ করেছেন–

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ০ (ابراهيم)

অর্থঃ আর আমরা যখন কোন রাসূল প্রেরণ করেছি তার জাতীয় ভাষাতেই বাণী পৌঁছায়েছি, যেন রাসূল ভালোভাবে তাঁর জতির নিকট পেশ করতে পারেন।

সুরায়ে হামীম আস সেজদার ৪৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

www.icsbook.info

وَلَوْجَعَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُه ءَاَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ 0 (حم السجدة)

অর্থঃ আমরা যদি কোরআনকে আযমী ভাষায় অর্থাৎ অনারবের ভাষায় তাদের নিকট পাঠাতাম, তাহলে তারা অবশ্যই বলতো কোরআনের আয়াত সমুহ কেন প্রকাশ করে বলা হলোনা, আশ্চার্য আরবী শ্রোতাদের জন্য আযমী কোরআন। অতএব উল্লেখিত দুইটি আয়াতের আলোকে কোরআন আরবী ভাষায় নাজিল হওয়াই যুক্তিযুক্ত বরং আরবী ভাষায় না হলে তা হতো অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক।

(খ) আমাদের ভুল ধারণাঃ আমাদের দেশে একটা ভুল ধারণা চালু আছে তা হল আরবী না জানলে কুরআন বুঝা বা আলোচনা করা অসম্ভব, শুধু অসম্ভব নয় কারো মতে ইহা নিষিদ্ধ বা হারাম। এখানে বলতে হয় কোরআন যেহেতু আরবী ভাষায় সেহেতু কোরআনের তাফসীর ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে অবশ্যই আরবী ভাষা ও আরবী ব্যাকরণ জানা থাকতে হবে। কিন্তু কেউ যদি নিজের ভাষায় আল-কোরআন অধ্যয়ন করে তার ভাব ও আলোচ্য বিষয় বুঝে তা নিজে বাস্তবায়ন করে ও অন্যকে পরামর্শ দান করে তাহলে আমাদের আপত্তি কোথায়?

অতএব এ ধরনের ভুল ধারণায় বা মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে আমাদের সাধারণ শিক্ষিত লোকেরা কোরআন থেকে দূরে থাকা কোন অবস্থাতেই সঠিক নয়। অথচ সূরায়ে জুমারের ৯ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ জ্ঞানার্জন সম্পর্কে বলেন–

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُوْلُوالْاَلْبَابِ 0 (الزمر)

অর্থঃ হে নবী আপনি জিজ্ঞাসা করুন জ্ঞানী ও অজ্ঞানী কখানো কি সমান হতে পারে? যারা বুদ্ধিমান তারাইতো নসিহত কবুল করে। সুতরাং যেভাবেই হোক কোরআনী জ্ঞান আমাদের অর্জন করতেই হবে।

এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের দেশের ওলামাদের বিরাট একটি অংশ কোরআন অধ্যয়ন ও কোরআন চর্চা থেকে গাফেল। তাঁরা মনে করেন কোরআন চর্চার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, কারণ আইম্মায়ে মোজতাহেদীন যাঁরা ছিলেন তারা কোরআন রিসার্চ ও চর্চা করে শরয়ী আইন-কানুন লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। আমরা শুধু তা মেনেই যাবো। অতিরিক্ত গবেষণার প্রয়োজন নেই। এর কারণ আমাদের দেশে মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচী এমনভাবে তৈরী যাতে কেউ কোরআন

www.icsbook.info

ও ইসলামের কোন বিষয়ের উপর চর্চা বা গবেষণা করার অনুপ্রেরণা পান না। যার ফলে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ ও ওলামায়ে কিরাম কোরআন চর্চা থেকে দূরে অবস্থান করছেন।

আসুন আমরা উল্লেখিত ভুল ধারণাগুলো পরিহার করে নিজেদের সামর্থ ও জ্ঞানানুযায়ী কোরআন চর্চা শুরু করি এবং আমাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য অনুসরণের রাস্তা খুলে দেই।

(গ) বাস্তব সমাধানঃ আমরা জাতি সারা বিশ্বে বিভিন্ন ধরণের ভাষা চালু আছে। এখন কেউ যদি বলেন, মুসলিম মিল্লাত যে যেখানে থাকুক আরবী ভাষা শিখে তারপর কোরআন বুঝতে হবে। আপনারা তাকে অজ্ঞ ছাড়া আর কিছুই বলবেন না। দুনিয়ার মুসলমান স্ব স্ব মাতৃভাষায় আল্লাহর কালাম বুঝেশুনে নিজেদেরকে যে কোন অঞ্চল থেকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিচ্ছে। আমদের এই উপমাহদেরশের আলেমগণ উর্দু ও ফারসী ভাষায় তাফসীর অধ্যয়ন করে কোরআনের জ্ঞনার্জন করে থাকেন। এ ধরণের ওলামা-ই-কিরামের সংখ্যা অতীতে ছিল ৯০%। বর্তমানে বাংলাদেশের মাতৃভাষা বাংলা হওয়ার কারণে উলামা-ই-কিরামের ৯৫% ভাগ বাংলা ভাষার মাধ্যমে কোরআন বুঝে থাকেন। কেননা মাতৃভাষার মাধ্যমে আল্লাহ যদি সে অঞ্চলের রাসূলের প্রতি ওহী নাজির করতে পারেন। তবে আমরা মাতৃভাষার মাধ্যমেই কোরআন বুঝবো না কেন? সুতরাং এ বিষয়ের উপর আর কোন ভিন্ন ধারণা পোষণ করা যথার্থ হবে না। ঃ

(৫) আল কোরআন অধ্যয়ন ও তিলাওয়াত

মুসলিম মিল্লাত গভীর শ্রদ্ধাভরে আল-কোরআনকে কালামুল্লাহ হিসেবে বিশেষ যত্ন সহকারে তিলাওয়াত করে থাকে। এটা অত্যন্ত নেকও সওয়াবের কাজ। কিন্তু তিলাওয়াতের সাথে সাথে আল কোরআনকে যে বুঝা দরকার বিষয়টা বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলামানদের সাধারন ধারণার বাইরে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে কোন ধরণের শিক্ষিত এমনকি আলেম ব্যক্তিদের মধ্যেও শতকরা ৫ভাগ লোকের অনুভুতি নেই যে, আমাদেরকে কোরআন বুঝাতে হবে।

এমতবস্থায়ও সাধারণ শিক্ষিত কিছুসংখ্যক যুবকসহ কিছু লোক যখন মাতৃভাষায় অনূদিত কোরআনের তাফসীর পড়ে কোরআনকে অধ্যয়ন করতে ও বুঝতে চেষ্টা করে। তখন আমাদের দেশের একশ্রেণীর শ্রদ্ধাভাজন

www.icsbook.info

ওলামা-ই-কিরাম দুঃখজনকভাবে বিরূপ মন্তব্য করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না. এমনকি তাদেরকে 'নতুন মুসলমান, অশিক্ষিত আলেম ও 'গোমরাহ" বলতে দ্বিধাবোধ করেন না।

এহেন পরিস্থিতিতে সে সকল শ্রদ্ধেয় ওলামা-ই-কিরামদের এ জাতীয় আচরণের কোন মন্তব্য না করে আল্লাহর হাতে তাদের ভার ছেড়ে দিতে হয়। সুতারাং আমি এ পর্যায়ে কোরআন শুধু তেলাওয়াত নয়, তাকে অধ্যয়ন করে বুঝে নেয়া আমাদের দায়িত্ব এ সম্পর্কে দু'একটি উদাহরণ পেশ করবো।

সুরায়ে মুহাম্মদ এর ২৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহপাক বলেন–

اَفَلَايَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰي قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا 0 (محمد ٢٤)

'তারা কি কোরআন সম্বন্ধে চিন্তা গবেষণা করেনি না তাদের অন্তকরণে তালা লেগে গিয়েছে।'

সুরায়ে আল ক্বামারের ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০ নাম্বার আয়াতসমুহে বার বার বলেছেন–

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ0

অর্থঃ "আমি তো এই কোরআনকে উপদেশ লাভের জন্য সহজ মাধ্যম করে দিয়েছি তোমাদের মধ্যে বুঝার মত কেউ আছে কি?"

হাদীসে রাসূল (সাঃ) এর মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে –

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ عَلٰي خَمْسَةِ اَوْجُهٍ حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَمُحْكَمٍ وَمُتَشَابِهٍ وَاَمْثَالٍ فَاَحِلُّوا الْحَلَالَ وَحَرِّمُوا الْحَرَامَ وَاعْمَلُوْا بِالْمُحْكَمِ وَاٰمِنُوْا بِالْمُتَشَابِهِ وَاعْتَبِرُوْا بِالْاَمْثَالِ-

অর্থঃ 'হযরত আবু হোরায়রা থেকে বর্নিত, নবী করিম (সাঃ) এরশাদ করেছেন কোরআনে পাঁচটি বিষয় নাজিল করা হয়েছে হালাল, হারাম, মুহকাম, মুতাশাবেহ ও আমসাল'। সুতরাং তোমরা হালালকে হালাল জানবে, হারামকে হারাম মানবে, মুহকাম আয়াতের উপর আমল করবে, মুতাশাবেহ আয়াতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আমসাল (ঘটনা) হতে শিক্ষা গ্রহন করবে। (মিশকাত)

www.icsbook.info

উল্লেখিত আয়াতসমূহেও হাদীসের আলোকে কোরআন বুঝার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আমাদের সামনে সুস্পষ্ট। তাই কোরআন শুধু তিলাওয়াত নয় বরং অধ্যয়ন করে বুঝাই আমাদের মূল লক্ষ্য। অতএব কোরআন অধ্যয়ন ও বুঝার ব্যাপারে বিতর্কের উর্ধ্বে উঠে একমাত্র আল্লাহর কালামকে বুঝার সকল প্রকার চিন্তাভাবনা ও উপায় অবলম্বন করতেই হবে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, বিছারের দিন (হাশর) কুরআন বুঝার ব্যাপারে আল্লাহ যদি প্রশ্ন করেন কিসে তোমাকে এ কাজ থেকে দূরে রেখেছে? আমরা যদি বলি আমার হুজুর বা আমার পীর সাহেব নিষেধ করেছেন। চিন্তা করা উচিত তখন আল্লাহ আমাদের সাথে কেমন আচরন করবেন।

(৬) শানে নুযুল বা ঐতিহাসিক পটভূমি

কোরআনুল করিম এর আয়াতসমূহ বর্ণনার দিক থেকে দু'ধরনের-(ক) এমন কিছু আয়াত যেগুলো কোন উপলক্ষ্য ব্যতীত বর্ণনামূলকভাবে আল্লাহতায়ালা নাযিল করেছেন। যাতে কোন ঘটনা বা প্রেক্ষাপট অথবা কোন প্রশ্নের জবাব দানের জন্য নয়।

(খ) এমন আয়াতসমূহ, যা কোন অবস্থা, প্রেক্ষাপট ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে উদ্ভুত কোন সমস্যাকে সামনে রেখে আল্লাহ তার সমাধানকল্পে নাজিল করেছেন। এ ধরণের অবস্থা প্রেক্ষাপট ও ঘটনাকে ঐ আয়াতের বা অংশের শানে নুজুল বা ঐতিহাসিক পটভুমি বলা হয়।

(৭) শানে নুজুলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

অপরিপক্ক এলেমধারী কিছুসংখ্যক লোক শানে নুজুলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে মন্তব্য করেছেন যে, কোরআনে কারিম স্বয়ং এত স্পষ্ট যে, এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও তাফসীরের জন্য শানে নুজুলের জ্ঞান অর্জন করার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ধারণা নিতান্ত ভুল ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বস্তুতঃ কোরআনুল করিমকে সত্যিকার অর্থে হৃদয়ঙ্গম করে তার সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষন ও তাফসীর প্রদানের জন্য শানে নুজুল সম্পর্কিত পূর্ণজ্ঞান লাভ করা একটি অত্যাবশ্যকীয় ও একটি অপরিহার্য শর্ত। এতদ্ব্যতীত কোরআনের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করার অনুকূলে শানে নুজুলের ভুমিকা অপরিসীম ও গুরুত্বপূর্ণ। সেই সংগে আরো অসংখ্য উপকার এর সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছি। তার কয়েকটি নিম্নে দেয়া হলোঃ-

www.icsbook.info

(১) আল্লামা যরকমী (রাঃ) বলেন, শানে নুজুল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও উপলব্ধি থাকলে সর্বপ্রথম উপকার এই হয় যে, এর দ্বারা অতি সহজে শরীয়তের হুকুম আহকাম ও বিধানসমুহের অন্তর্নিহিত গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। সেই সংগে এ তথ্যও জানা যে আল্লাহতায়ালা কোন হুকুমটি কোন অবস্থার পটভূমিতে, কি পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং কি উদ্দেশ্যে নাজিল করেছেন।

(২) অনেক ক্ষেত্রে শানে নজুল সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাবের দরুন আয়াতের সঠিক মর্মই অনুধাবন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এহেন অবস্থায় অনেকেই আয়াতের ভুল অর্থ গ্রহন করে নেয়। যেমন সূরা বাকারায় আল্লাহ এরশাদ করেন–

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ০

'পূর্ব এবং পশ্চিম একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই। সুতরাং যেদিকে তোমরা মুখ ফিরাওনা কেন সেটা আল্লাহরই দিক। (বাকারা-১১৫)

উক্ত আয়াতের শানে নুজুলের প্রতি লক্ষ্য না থাকলে অন্য দৃষ্টিতে আয়াতের এই অর্থ হয় যে নামাজের জন্য কোন বিশেষ দিকের প্রতি মুখ করার প্রয়োজন নেই। পূর্ব-পশ্চিম সব দিকেই তিনি বিদ্যমান। তাই যে কোন দিকে ফিরে নামাজ পড়লে চলবে। অথচ আয়াতের উক্ত অর্থ করা নিঃসন্দেহে ভুল হবে। কেননা স্বয়ং কোরআনেই অন্যত্র নামাজের জন্য কাবার দিকে মুখ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বস্তুতঃ উক্ত জটিলতার সমাধান শানে নুজুলের সাহায্যেই সম্ভব হতে পারে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন- মুসলমানদের কিবলা বায়তুল মাকাদ্দাসের পরিবর্তে কাবা শরীফ নির্ধারিত হওয়ার পর ইয়াহুদীরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করে প্রশ্ন করেছিল। তাদের এই প্রশ্নের উত্তরেই আল্লাহতায়ালা উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

(৩) কুরআনের অনেক শব্দ এমন ব্যবহৃত হয়েছে যেগুলির শানে নুজুলের সাথে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আয়াতের পটভুমি এবং শানে নুজুল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকলে এই সব শব্দ অনর্থক ও অসামঞ্জস্য বলে অনুমিত হয়। যাতে কোরআনে বাকধারা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে ভাষা ও সাহিত্যে অনেক নিম্ন পর্যায়ে নেমে

www.icsbook.info

আসে। যেমন সূরা তালাকে ইরশাদ হচ্ছে–

وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَالّٰئِىْ لَمْ يَحِضْنَ –

'তোমাদের যে সব স্ত্রীর ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ইদ্দতকাল সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দতকাল তিন মাস হবে। অনুরূপ তাদেরও যাদের মাসিক স্রাব আরম্ভ হয় নাই।' (তালাক -৪)

উক্ত আয়াতে 'তোমাদের সন্দেহ হলে' বাক্যটির বাহ্য দৃষ্টিতে কোন অর্থ করা যায় না, মনে হয় বিনা কারণেই যেন বাক্যটি সংযোজন করা হয়েছে। এমন কি কেউ কেউ উক্ত বাক্যের এই ভুল অর্থ করেছেন যে, বয়ঃবৃদ্ধির কারনে যে মহিলার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে তথা যার ঋতুস্রাব না হওয়ার পর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব নয়। পক্ষান্তরে আয়াতের শানে নুজুল দ্বারা এই শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। সুতরাং হযরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ) বলেন- সূরা নিসায় যখন মহিলাদের ইদ্দত সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয় তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে এমন মহিলাও রয়েছেন যাদের ইদ্দত সম্পর্কে কোরআনের কোন বিধান বর্ণিত হয়নি। যথা (১) অপ্রাপ্ত বয়স্কা মহিলা। (২) যে সব মহিলার বয়ঃবৃদ্ধির কারণে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। (৩) গর্ভবতী মহিলা, মূলতঃ এই প্রশ্নগুলোকে লক্ষ্য করেই উক্ত আয়াতটি নাযিল হয় এবং এতে উল্লেখিত তিন প্রকার মহিলাদের হুকুম বর্ণিত হয়।

(৪) কুরআনুল করিমে অনেক আয়াতে লক্ষ্য করা যায় যে, বিশেষ কোন ঘটনার প্রতি অতি সামান্য ইংগিত করা হয়েছে। এই সব আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি সম্পর্কে যতক্ষণ পর্যন্ত ওয়াকিফহাল না হওয়া যায় ততক্ষন পর্যন্ত সেগুলির প্রকৃত অর্থ ও মর্ম অনুধাবণ করা সম্ভব হয় না। যেমন পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে–

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى –

'এবং যখন আপনি (মাটির মুষ্ঠি) নিক্ষেপ করেছেন তখন সেটা আপনি নিক্ষেপ করছিলেন না; বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করছিলেন।'
(আনফাল-১৭)

www.icsbook.info

উক্ত আয়াতে বদর যুদ্ধের সেই ঘটনাটির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। যাতে উল্লেখ রয়েছে যে, হুজুর (সাঃ) দলবদ্ধ কাফেরদের প্রতি এক মুষ্ঠি মাটি নিক্ষেপ করার ফলে মুহূর্ত্যের মধ্যে তাদের দল ভেংগে যায়। এখানে প্রনিধানযোগ্য যে, আয়াতের এই শানে নুজুলটি জানা না থাকলে উক্ত আয়াতের মর্ম অনুধাবন করা মোটেই সম্ভব ছিল না। ইমাম মাহদী (রঃ) বলেন, কোন আয়াতের প্রকৃত শানে নুজুল অথবা সংশ্লিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে যতক্ষণ পর্যন্ত অবগত না হবে ততক্ষণ সেই আয়াতের প্রকৃত মর্ম উদঘাটন করা সম্ভব নয়।

সুতরাং এ কথা কটু হলেও সত্য যে, যারা পবিত্র কোরআনের তাফসীরের ব্যাপারে শানে নুজুলের অপরিসীম গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করেন, প্রকৃত পক্ষে তারা হয় অজ্ঞ নতুবা এই ধরণের অস্বীকারের মাধ্যমে প্রকারান্তরে কোরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পথ সুগম করতে চান।

(৮) আল-কুরআন বুঝার পূর্বশর্ত

বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কালামকে বুঝতে হলে যেমনি পরিবেশের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন পাঠকের প্রস্তুতির। নিম্নে কোরআন বুঝার প্রাথমিক শর্ত হিসেবে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হচ্ছে।

(১) যিনি কোরআন বুঝার চেষ্টা করবেন তাকে সর্বপ্রথম দুনিয়ার সকল প্রকার চিন্তা মুক্ত হয়ে অল্প সময়ের জন্যে হলেও কোরআনমুখী হতে হবে এবং উদার ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে বসতে হবে।

(২) যার কালাম পড়া হচ্ছে তার সম্পর্কে সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। (আল্লাহর) যেমন (ক) আল্লাহর জাত (খ) তার সিফাত বা গুনাবলী সম্বলিত নামসমুহ ও এর প্রভাব (গ) তাঁর কুদরাত বা ক্ষমতা (ঘ) তাঁর অধিকার (ঙ) বিশ্বজাহানে তাঁর ইখতিয়ার ইত্যাদি আরো অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে। যার ফলে আল্লাহকে জানা সহজ হবে।

(৩) যে মহান ব্যক্তির মাধ্যমে এ পবিত্র কোরআন আমরা পেয়েছি তার যথার্থ পরিচিতি জানতে হবে। প্রথমাংশে জন্ম থেকে নবুওয়াত প্রাপ্তি পর্যন্ত ৪০ বৎসরের জীবন যেমন (ক) শৈশব, কৈশর ও যৌবনকাল (খ) বৈবাহিক জীবন (গ) ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক জীবন (ঘ) তাঁর চরিত্র, আচার-আচরণ, আমানতদারী, বিচার ফয়সালা ইত্যাদি।

www.icsbook.info

দ্বিতীয়াংশে নুবুওয়াত লাভের ২৩ বৎসরের জীবন যেমন (ক) মক্কী জীবনের ১৩ বৎসরের ঘটনাবলী দাওয়াত, জুলুম নির্যাতন, ঠাট্টা বিদ্রূপসহ হিজরত পর্যন্ত (খ) হিজরতের পর মাদানী জিন্দেগীর ১০ বৎসরের যুদ্ধ, সন্ধি, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, চুক্তি, দেশী ও আন্তর্জাতিক নীতি, পারিবারিক জীবন ইত্যাদি।

(৪) যাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল-কোরআন নাজিল হয়েছে তাদের সম্পর্কে অর্থাৎ মানব জাতি সম্পর্কে জানতে হবে। যেমন– (ক) মানুষ কে? (খ) মানুষের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক কি? (গ) মা'বুদ ও গোলাম সম্পর্ক ছাড়াও মানুষকে আরো কি কি কাজ আঞ্জাম দিতে হবে? (ঘ) আল্লাহর নির্দেশ মানা না মানার পরিণতি কি? (ঙ) রাসূলের সাথে মানুষের সম্পর্ক কি? (চ) রাসূলের আনুগত্য হবে কেন? (ছ) মানুষকে 'আশরাফুল মাখলূকাত' কেন ঘোষণা করা হলো? ইত্যকার বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝে শুনে প্রস্তুতি নিতে হবে। এরি সাথে খলিফা ও খেলাফতের দায়িত্ব কর্তব্যও জানতে হবে।

সুতরাং এভাবে যদি আমরা কোরআনকে বুঝার পূর্বে উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহ কোরআন বুঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে।

(৯) মানব জাতির উপর কোরআনের অলৌকিক প্রভাব

মানুষের নিজস্ব বিবেক ও চিন্তাশক্তির অহমিকা এ পবিত্র কালামের প্রভাবে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হয়, এবং মহাসত্যের সন্ধান লাভে সক্ষম হয়। কোরআনের এমন আকর্ষণীয় শক্তি আছে শত্রু-মিত্র, জ্ঞানী-মূর্খ, কবি-সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক, রাজা-বাদশা পর্যন্ত প্রভাবান্বিত হয়েছে এবং স্বেচ্ছায় কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছে। কোরআন পাক মধুর সুরে পাঠ করলে শুধু মানব জাতি কেন পশুপাখি পর্য মোহিত হয়েছে, ইতিহাস তার জলন্ত সাক্ষ্য বহন করছে।

মক্কার কাফির কবি সাহিত্যিক গোষ্ঠী সবসময় ছন্দময় ও মন মাতানো ঝংকারে সাহিত্য চর্চা করে সারা আরব দেশ মোহিত ও প্রভাবান্বিত করে রাখত। সাহিত্য চর্চার জন্য সারা আরববাসী নিজেদের ধনদৌলত, বুদ্ধি বিবেচনা ও চিন্তাশক্তিকে অহরহ কাজে লাগানোর জন্য মোটেও কুণ্ঠাবোধ করতো না। তারা লোকদেরকে নবীজির নিকট যেতে এবং কোরআন শুনতে সর্বপ্রকারে বাঁধা দিতে লাগল। মানুষের মনে কোরআন যে অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম নিম্নে কতিপয় ঐতিহাসিক ঘটনা সংক্ষেপে পাঠক সমাজে পেশ করা হল।

www.icsbook.info

(১) যে মহা মানবকে কেন্দ্র করে সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নাজিল হয়েছিল তিনি এ গ্রন্থ শুনে, পড়ে ও বুঝে যেভাবে প্রভাবান্বিত হতেন তা ভাষায় ব্যক্ত করা সহজ নয়। তবে তিনি কখনো কখনো কোরআন তেলাওয়াত করতঃ আল্লাহর ভয়ে এতো ভীত হতেন যে, তাঁর চেহারা মোবারকের রং বদল হয়ে যেত। চক্ষু হতে অবিরত অশ্রু প্রবাহিত হত। তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন।

(২) কাফিরদের শত বাধা-নিষেধ কোন কাজে আসল না। পবিত্র কোরআনের আয়াত শুনা মাত্র মুগ্ধ হয়ে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহন করতে লাগল। এবার তারা স্থির করল, নবীজি কোরআন তেলাওয়াত করবেন আর তারা সেখানে হৈ চৈ করবে। যেন কোরআন শুনে মানুষ প্রভাবান্বিত না হয়। তাদের ঘৃণ্য চেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল।

(৩) হযরত যুবাইর বিন মুতআম (রাঃ) বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়ে মদীনা শরীফ আসেন। নবীজি তখন নিম্নের আয়াত পাঠ করছিলেন, 'তারা কি নিজেই সৃষ্টি হয়েছে; কিংবা তারাই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা অথবা তারা কি আসমান জমিন তৈরী করছে।' (সুরায়ে ওয়াকেয়া-৫৯ আয়াত)

হযরত জুবাইর বর্ণনা করেন– এ আয়াত শোনার সাথে সাথে আমার মন কোথায় চলে গেছে তা আমার জানা নেই। তাৎক্ষনিক আমি ইসলাম গ্রহন করলাম।

(৪) আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জাশীর দরবারে হযরত জাফর তাইয়্যার (রাঃ) কোরআন পাকের সূরা মারইয়াম পাঠ করছিলেন। এটা বাদশাহর উপর এত বেশী প্রভাব বিস্তার করল যে, তিনি কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন, 'মুহাম্মদ (সাঃ) তো ঐ রাসূল যার সংবাদ হযরত ইসা মসীহ (আঃ) দিয়েছিলেন। আল্লাহ পাকের শোকর যে, আমি তার জামানা পেয়েছি।'

(৫) লবীদ বিন রবীয়ার দেশ ছিল ইয়ামন। তিনি ছিলেন সমসাময়িক কবি সাহিত্যিকদের শিরোমণি। কবিতা রচনার অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় তিনি অপরাপর কবি সাহিত্যিকদের রীতিমত ঘৃণার চোখে দেখতেন। তাঁর মিথ্যা দাবী খন্ডনের জন্য এবং দর্পচূর্ণ করার জন্য কোরআন শরীফের ছোট একটি সূরা কাবাঘরে টাংগানো হল। লবীদ খবর পেয়ে কাবাঘরে হাজির হলেন। কোরআনের আয়াত পড়ে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং সাথে সাথে বিশ্বাস করলেন যে, এ আল্লাহর কালাম। পরিশেষে তিনি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন।

www.icsbook.info

মানব মনে পবিত্র কোনআনের প্রভাব বিস্তারের আর একটা প্রমাণ হলো, জ্ঞানের অভাব কিংবা শয়তানের ধোকায় কোরআন হাদীস ও ইসলামী শরিয়াতের কোন বিষয়ে যদি কারো মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয় তবে মনোযোগ সহকারে কোরাআন শরীফ তিলাওয়াতের পর আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলে উক্ত সন্দেহ দূর হয়ে যায়। এটা অত্যন্ত পরিক্ষিত ব্যাপার।

সারকথা মানব মনে পবিত্র কোরআনের প্রভাব বিস্তারের এরূপ অসংখ্য প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত রয়েছে। এই পরিসরে সংক্ষেপে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

(১০) আল-কোরআন সকল জ্ঞানের উৎস

আল কোরআর নাজিলের সর্ব প্রথম মানব জাতির উদ্দেশ্যে যে নির্দেশ রাব্বুল আলামীন দিয়েছেন তা হচ্ছেঃ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ○ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ○ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ○ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ○ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ○

অর্থঃ পড়, তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জামাট বাঁধা রক্তপিন্ড হতে। পড় এবং তোমার রব বড়ই মর্যাদাবান বা অনুগ্রহশীল। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না। (সুরা আলাক ১-৫ আয়াত)

আলোচ্য আয়াত কয়টি আল কোরআনের সর্বপ্রথম ওহী বা বাণী। প্রথমেই আল্লাহ ঘোষণা করেছেন- 'যেহেতু, তোমাদের সৃষ্টি রক্তপিন্ড হতে সেহেতু এখন তোমাদেরকে আদর্শ জাতি হিসেবে জ্ঞানার্জন করতে হবে। আর আমি আল-কোরআনের মাধ্যমে এমন শিক্ষা দিচ্ছি যা এর আগে মানুষ জানেনি বা জানার সুযোগ পায়নি।' অতএব রাব্বুল আলামীনের এই নির্দেশই আল কোরআন পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ও সকল জ্ঞানের উৎস হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

তারপরও আল কোরআন যে জ্ঞানের একমাত্র উৎস এবং এক অফুরন্ত ভান্ডার তারও কিছু বিবরণ দেয়া হচ্ছে। মানুষের জীবন সংক্ষিপ্ত, তাঁর যোগ্যতাও সামান্য, কাজেই সীমাবদ্ধ এই জীবনে মানুষের জ্ঞানের পরিধি কতটুকুইবা হতে পারে। আল্লাহ পাকের জ্ঞানভান্ডার অসীম, যা আমাদের পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তাই

www.icsbook.info

তিনি মানবজাতির জন্য এমন এক মহাগ্রন্থ পাঠালেন যে গ্রন্থে অফুরন্ত জ্ঞানের খনি বিরাজমান। সর্বযুগের মানুষ এ মহা কিতাব হতে তাদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, ভৌগলিক, ইহলৌকিক ও পরলৌকিক, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল বিষয়ের জ্ঞান লাভ করতে পারে। এসব বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলে, যে যত গবেষণা করবে তার জ্ঞানের পরিধি তত বৃদ্ধি পাবে। মোট কথা মানুষের চিন্তার খোরাক ও গবেষণার বিষয়বস্তু এ অমূল্য কিতাবে বিদ্যমান। শুধু তাই নয় আল কুরআন মানব জাতিকে কুসংস্কারাছন্ন জ্ঞানের বেড়াজাল ধ্বংস করে প্রকৃত জ্ঞানের বলে বলিয়ান হওয়ার ও আহবান জানিয়েছে।

এছাড়াও প্রাকৃতিক সকল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা, মানব জাতির সৃষ্টি কৌশলগত আলোচনা, হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত কোরআনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ, মৃত্যু ও তার পরের জীবন, কিয়ামত, শাস্তি ও পুরস্কার ইত্যাদি নানা মুখী বিষয়ের ব্যাপক আলোচনা কুরআনে পাকে করা হয়েছে। এক কথায় সকল বিষয়ের জ্ঞানের ভান্ডার পবিত্র কোরআনে হাকীম। চৌদ্দশত বৎসর পরেও মানুষ নতুন নতুন জ্ঞানের সন্ধান পাচ্ছে। যেহেতু আল-কোরআন মানব ও বিশ্ব জীবন সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ মহাগ্রন্থ

আল-কোরআন যাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, দেওয়ানী, ফৌজদারী আইন, বিবাহ ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনসহ ভাষাবিদদের শব্দকোষ, ব্যাকরণ বেত্তার জন্য ব্যাকরণ গ্রন্থ আইন প্রণেতার জন্য আইন বই, অর্থনীতিবিদদের জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপত্র, রাজনীতিবিদদের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান। এক কথায় মানব জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী নিয়ে যে কেহ আল-কোরআনকে নিয়ে গবেষণা করেছে সে সফল হয়েছে। অতএব আল-কোরআনই একমাত্র জ্ঞান বা সকল জ্ঞানের উৎস।

(১১) আল-কোরআন ও হাদীসের সম্পর্ক

এ পর্যায়ে সর্ব প্রথম হাদীসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেশ করা প্রয়োজন। সাধারণত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কথা, কাজ ও অনুমোদনকে হাদীস বলে। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের সকল আলোচনা করতে হলে আমাদেরকে হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতা এবং কোরআনের সাথে হাদীসের পার্থক্য আলোচনা করতে হবে। আল্লাহপাক ঘোষণা করছেন-

www.icsbook.info

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ –

অর্থঃ 'তোমাদের জন্য রাসূলের জীবনীতে উত্তম আদর্শ রয়েছে।' আল্লাহ আরো বলেনঃ- مَاآتَكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَانَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا –

অর্থঃ- রাসূল তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা অনুসরণ করো এবং রাসূল তোমাদের যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।' (সূরা হাশর)

উল্লেখিত আলোচনাতে আমরা হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো।

এখন কোরআনের সাথে হাদীসের পার্থক্য বা সম্পর্ক আলোচনা করা হবে।

আল্লাহতায়ালা সরাসরি জিব্রাইল (আঃ) এর মাধ্যমে যে শব্দ বা বাক্য হুবহু তেলাওয়াত করে শুনিয়েছেন তা হল ওহী মাতলু যার সংগঠন হল কুরআন।

আর শব্দ বা বাক্য ঠিক না রেখে শুধু আলোচ্য বিষয় ও ভাব যথাযথ রেখে যে ওহী নাজিল হয়েছে তার নাম ওহী গায়রে মাতলু বা হাদীসে রাসূল। যাতে ভাষাগত পার্থক্য রয়েছে।

আবার ওহীয়ে গাইরে মাতলূ দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথমটির নাম হল হাদীসে কুদসী বা সরাসরি প্রাপ্ত বাণী আর দ্বিতীয়টির নাম হল হাদীসে নববী বা সাধারণ হাদীস।'

পরিশেষে বলতে হয়, আল কোরআন চর্চা, অধ্যয়ন, গবেষণা ও বিশ্লেষণে হাদীসের প্রয়োজন। হাদীস বিষয়কে বাদ দিয়ে সরাসরি কোরআন বুঝা সম্ভব নয় বরং তা হবে অপূর্ণাঙ্গ। এ পর্যায়ে হাদীসকে কোরআনের ব্যাখ্যা ও বাস্তব নমুনাও বলা চলে। তাই রাসূল (সাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছিলেন

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَاتَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهٖ –(الحد يث)

-'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি ঃ যতদিন তোমরা এ দুটি বিষয় অনুসরণ করবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না । তাহলো আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীস।'

www.icsbook.info

(১২) কুরআন বুঝার মৌসুম

এ বিষয়ের উপর চিন্তাভাবনা করার জন্য আল-কোরআন থেকে এমন কয়েকটি কোরআনী আলোচনা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে যাতে করে পাঠক পাঠিকা কোরআন বুঝার মৌসূম কোনটি তা ভালভাবে উপলব্ধি করে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। যেমন সূরায়ে আল ফাতিহা রাব্বুল আলামীনের নিকট আবেদন বা মুনাজাত হিসেবে আমরা প্রত্যেক নামাজে পড়ে থাকি

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ o

'হে রব আমাদেরকে সরল সঠিক অর্থাৎ সিরাতাল মুস্তাকীমের পথে পরিচালিত করুন।' এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ বলে দিচ্ছেন-

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ o

'ইহা এমন একটি কিতাব যার মধ্যে কোন বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই, হেদায়েত দান করবে অর্থাৎ সঠিক পথে পরিচালিত করবে মুত্তাকীদেরকে।'(বাকারা ২)

অতএব বুঝা যাচ্ছে মুত্তাকী বা খোদাভীরু হতে পারলেই আল-কোরআন তাকে হেদায়াত বা সঠিক সন্ধান দেবে।

সুরা বাকারার ১৮৩ নাম্বার আয়াতে ঘোষণা করেন–

يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ o

'হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে যেমনিভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী (উম্মত) দের উপর। আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অর্জন করবে।' এই আয়াতে বুঝা যাচ্ছে রমজানের সিয়াম সাধনার অর্থ হচ্ছে তাকওয়া অর্জন করা।

এর পরেই উক্ত সুরার ১৮৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ আরো বলেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ –

www.icsbook.info

অর্থঃ 'পবিত্র রমযান মাস হচ্ছে সে মাস যে মাসের মধ্যে কুরআন নাজিল করা হয়েছে। মানব জাতির জন্য নির্ভুল হেদায়েত এবং হেদায়েতের বিস্তারিত বিবরণ ও প্রমাণাদীসহ সত্য-মিথ্যা ও হক-বাতিলের পার্থক্যকারী হিসেবে।'

আরো বলা হয়েছে- – اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

(নিশ্চয় আমি কোরআনকে নাজিল করেছি কদরের রাত্রিতে)- (কদর-১)

অতএব বুঝা যাচ্ছে রমযান মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে। আর রমযানের উদ্দেশ্যে বলতে গিয়ে আল্লাহতায়ালা তাকওয়া অর্জনের কথাই বলেছেন। এর পূর্বে বলা হয়েছে মুত্তাকী হতে পারলেই আল-কোরআন সঠিক পথের সন্ধান দিবে অর্থাৎ হেদায়েত দিবে। অতএব উল্লেখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কুরআন বুঝার মৌসুম সহজেই ধরে নিতে পারি। রমযানের দীর্ঘ একমাসের সিয়াম সাধনা আমাদেরকে কুরআন তেলাওয়াত, কুরআন অধ্যয়ন ও কোরআন বুঝার ট্রেনিং দিয়ে থাকে। আর বাকী এগার মাস হলো কোরআনের শিক্ষকে বাস্তবায়নের যথার্থ সময়। তাই এই মৌসুমকে কোরআন বুঝার উপযুক্ত সময় হিসেবে আমরা গ্রহন করতে পারি। অতএব রমজান হচ্ছে কুরআন বুঝার মৌসুম।

(১৩) কোরআন অধ্যয়নের পদ্ধতি

ইতিপূর্বে আল কোরআন বুঝার পূর্বশর্ত–এ বিষয়ে যে উপায়গুলো উল্লেখ করা হলো সেগুলো হুবহু কোরআন অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ সে নিয়ম–নীতি গুলো অধ্যয়নের পূর্বে যথারীতি পড়ে ও মেনে অধ্যয়নে বসতে হবে। তাছাড়া আরো কয়েকটি বিষয়ও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যেমন–

(ক) যদি কেউ কোরআন হতে সাধারণ বা সামান্য জ্ঞান লাভ করতে চায় তাকে ২/১ বার তা পড়ে নিলেই চলবে। কিন্তু যে কোরআনকে বুঝে ভালভাবে তার গভীরে প্রবেশ করতে চায় তাকে অবশ্যই বার বার পড়তে হবে এবং পন্থা অবলম্বন করে চিন্তা করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত পুরো বক্তব্য আয়ত্বে না আসবে ততক্ষণ এভাবে চেষ্টা চালাতে হবে।

(খ) বাস্তব জীবনের কোন সমস্যার কোরআনী সমাধান জানতে হলে পূর্বাহ্নেই তাকে এ ধরনের সমস্যার অতীত ও বর্তমান ইতিহাস এবং সমস্যার বিভিন্নমুখী রূপ ও প্রতিক্রিয়া জানতে হবে। মানুষ সে সমস্যা সম্পর্কে কি চিন্তা করছে এবং

www.icsbook.info

কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তা নিরূপন করতে হবে। মরহুম আবুল আলা মওদুদী (রঃ) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর তাফহীমুল কোরআনের ভূমিকায় লিখেছেন–কোন ব্যক্তি যদি সমস্যার সমাধানকল্পে উক্ত পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করে কোরআন অধ্যয়ন করে, সে অবশ্যই কোরআনের আয়াতের মধ্যেই তার সমাধান খুঁজে পাবে।

(গ) কোরআন তাফসীরের নীতিমালার আলোকে যে বিষয় অধ্যায়ন করা হচ্ছে কোরআনের অন্যত্র সে বিষয়ের সমর্থিত আয়াতসমুহ খুঁজে বের করে তা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। অধ্যয়নের সাথে সাথে সে অংশের বক্তব্যও সামনে রাখতে হবে। (ঘ) রাসূল (সঃ)–এর হাদীস আল-কোরআনের ব্যাখ্যা। তাই কোরআন অধ্যয়ন করার সময় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর হাদীসে রাসূলের সহযোগিতা পেলে বুঝা খুবই সহজ হবে। সংক্ষিপ্তভাবে মাত্র এ কয়েকটি পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

(১৪) দারসে কোরআন উপস্থাপন পদ্ধতি

যিনি দারসে কোরআন পেশ করবেন তাকে অবশ্যই সর্বপ্রথম বিশুদ্ধভাবে তারতীব অনুযায়ী তেলাওয়াতে অভ্যস্ত হতে হবে। অন্ততঃ পক্ষে যে অংশটুকু হতে দারস দেবে সে অংশটুকুর সহী তেলাওয়াত ও প্রাথমিক ভাষাজ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। পরে যখন দারস উপস্থাপন করবেন তখন নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

১। নির্বাচিত অংশ তিলাওয়াত করা।

২। তিলাওয়াতকৃত আয়াতের হুবহু সরল অনুবাদ করা।

৩। সূরা বা আয়াতের নামকরণ (যদি থাকে)।

৪। তিলাওয়াতকৃত অংশের শানে নজুল আলোচনা করা।

৫। যথা সম্ভব সূরা বা আয়াতের আলোচ্য বিষয় বা বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত ভাবে পেশ করা।

৬। আয়াত ও বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা বা তাফসীর উল্লেখ করা।

৭। পরিশেষে পয়েন্ট ভিত্তিক শিক্ষাগুলোর উল্লেখ করা।

৮। তখনকার পটভূমির আলোকে বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে শিক্ষার বাস্তবায়ন পদ্ধতি আলোচনা করা।

www.icsbook.info

(১৫) আল-কোরআনে বিভিন্ন সুরার বিবরণ

মৌলিকভাবে আল-কোরআনের সূরাগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

(১) মক্কী সূরা ঃ– রাসূল (সঃ)-এর হিজরতের পূর্বে যে সমস্ত আয়াত এবং সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোকে মক্কী সূরা বলা হয়। মক্কী সূরার মূল আলোচ্য বিষয়ঃ- ঈমানিয়াত, যেমন তৌহিদ, রিসালাত, কিয়ামত, আখেরাত, বেহেস্ত, দোজখ ইত্যাদি।

(২) মাদানী সূরাঃ– রাসূল (সঃ)-এর হিজরতের পরে যে সকল আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোকে মাদানী সূরা বলে। মাদানী সূরার মূল আলোচ্য বিষয়ঃ- মুসলমানদের সার্বিক জীবন পদ্ধতি, রাষ্টীয় বিধি-বিধান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় পর্যায়ে কোরআনের সূরাগুলোর নামকরণের ব্যাপারে তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়ে থাকে।

প্রথমতঃ আলোচ্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যেমন– সূরাতুল ফাতেহা, ইখলাস।

দ্বিতীয়তঃ সুরার মধ্যস্থিত কোন একটা শব্দ অথবা বিশেষ কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে। যেমন-বাকারা, হুজরাত।

তৃতীয়তঃ সুরার আলোচ্য বিষয়ের পুরো ঘটনাকে কেন্দ্র করে নামকরণ করা হয়। যেমন– সুরাতুল ফীল, লাহাব।

(১৬) কোরআনের বিভিন্ন বিষয়ের পরিসংখ্যান

কোরআনের সর্বমোট একশত চৌদ্দটি সূরা রয়েছে। প্রথম খেলাফত যুগে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) কর্তৃক এ সংখ্যা নির্ণিত হয়। কোন কোন সূরার আয়াত সংখ্যা স্বয়ং হুজুর (সাঃ) থেকে বর্ণিত পাওয়া যায়। যেমন-সূরা ফাতেহা সম্পর্কে হুজুর (সাঃ) সাত আয়াতের কথা উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে সূরা মূলক সম্পর্কে ত্রিশ আয়াতের কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

www.icsbook.info

কোরআনের তারতীব প্রসংগে এই বর্ণনা পাওয়া যায় যে জিব্রাঈল (আঃ) হুজুর (সাঃ) কে বলেছেন যে অমুক আয়াতটি সুরা বাকারায় ২৮০ নম্বর আয়াতের পর লিপিবদ্ধ করুন। অন্য এক রেওয়ায়েতে হুজুর (সাঃ) কে সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত তেলাওয়াত করার ফজিলত বর্ণনা করেছেন। এ ধরণের আরো কিছু রাওয়ায়েত পাওয়া যায় কিন্তু সামগ্রিক ভাবে হুজুর (সাঃ) এর যুগে কোরানের সূরা ও আয়াতের গননা বা সংখ্যা নির্ধারণ সম্পর্কিত কোন রেওয়ায়েত পাওয়া যায় না।

এমনিভাবে হযরত আবু বকর (রাঃ) এর যুগে কোরআানের আয়াতের পরিসংখ্যান হয়েছে এমন কোন রেওয়ায়েত ও পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ আয়াতের পরিসংখ্যার কার্য সর্ব প্রথম হযরত ওমর (রাঃ) এর যুগেই হয়েছে। কেননা এ কথা বিভিন্ন রেওয়ায়েতে পাওয়া যায় যে, হযরত ওমর (রাঃ) তারাবিহর নামাজের প্রতি রাকাতে ত্রিশ আয়াত করে তেলাওয়াত করার হুকুম জারী করেছিলেন। অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) মধ্যে হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আনাস, হযরত আবু দারদা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ও হযরত আয়েশা (রাঃ) কোরআনের আয়াত সংখ্যা নির্ণয় করেছেন। নির্ণিত আয়াতে সংখ্যার মধ্যে বেশ কিছু প্রভেদ দেখতে পাওয়া যায়। এর কারণ হচ্ছে এই যে অনেক আয়াতে হুজুর (সাঃ) কখনও ওয়াকফ করেছেন আবার তেলাওয়াত করেছেন। এমতাবস্থায় কেউ কেউ প্রথম অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে এর সংখ্যা নির্ণয় করেছেন। ফলে মোট সংখ্যায় গিয়ে পার্থক্য দেখা দিয়েছে।

আয়াতের সংখ্যা ঃ–

হযরত আয়েশা (রাঃ) এ গণনায়-	৬৬৬৬ টি
হযরত ওসমান (রাঃ) এর গননায়-	৬২৫০ টি
হযরত আলী (রাঃ) এর গননায়-	৬২৩৬ টি
হযরত মাসউদ (রাঃ) এর গননায়-	৬২১৮ টি
মাক্কী গননা-	৬১১২ টি
বসরা গননা-	৬২২৬ টি
ইরাকী গননা-	৬২১৪ টি
ইসমাইল ইবনে জাফর মদনীর গননা-	৬২১৪ টি

তবে সাধারণ ভাবে কোরআনে সর্বমোট আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬ টিই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

www.icsbook.info

কোরআনের হরফ বা অক্ষর সংখ্যা ঃ

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কোরআনের অক্ষর গনান করেছেন। তাঁর নির্গীত অক্ষর সংখ্যা ৩, ২২, ৬৭১। তাবেয়ীরদের মধ্যে হযরত মুজাহেদ (রাঃ) এর গননা অনুযায়ী কোরআনের অক্ষর সংখ্যা ৩,২১,১২১। তবে সাধারণভাবে ৩২০২৬৭ সংখ্যাটি প্রসিদ্ধ লাভ করেছে।

কোরআনের শব্দ সংখ্যা ঃ

সাহাবায়ে কিরাম সম্ভবতঃ কোরআনের শব্দ সংখ্যা ও নির্ণয় করে থাকবেন। কেননা যেক্ষেত্রে তারা অক্ষর সংখ্যা নির্ণয় করেছেন সেখানে শব্দ সংখ্যা নির্ণয় করা স্বাভাবিক। কিন্তু এ সম্পর্কে সরাসরি সাহাবায়ে কিরামের সাথে সম্পৃক্ত রেওয়ায়েত পাওয়া যায় না। যা কিছু পাওয়া যায় সবই তাবেয়ীনের সাথে সম্পৃক্ত। নিম্নে তাবেয়ীনদের নামসহ কোরআনের শব্দ সংখ্যা উল্লেখ করা হলো।

হুযায়ীদ আ'রাজের গননা অনুযায়ী -	৭৬,৪৩০
আবদুল আজীজ ইবনে আবদুল্লাহর গননা-	৭০,৪৩৯
মুজাহীদের গননা অনুযায়ী -	৭৬,২৫০
সাধারণভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে -	৮৬,৪৩০

কোরআনের যের যবর পেশ ইত্যাদির সংখ্যাঃ

যবর	ঃ	৫৩২২৩
যের	ঃ	৩৯৫৮২
পেশ	ঃ	৮৮০৪
মদ	ঃ	১৭৭১
তাশদীদ	ঃ	১২৭৪
নুকতা	ঃ	১০৫৬৮৪

পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেক হরফের সংখ্যা ঃ

ا– ৪৮৮৭৬	د– ৫৬০২	ض– ১২০৭	ك– ৯৫০০
ب– ১১৪২৮	ذ– ৪৬৭৭	ط–১২৭৭	ل– ৩০৪৩২
ت– ১১০৯৫	ر– ১১৭৯৩	ظ– ৮৪২	م– ৩৬৫৬০
ث– ১২৭৬	ز– ১৫৯০	ع– ৯২২০	ن– ৪৫১৯০
ج– ৩২৭৩	س– ৫৮৯১	غ– ২২০৮	و– ২৫৫৩৬
ح– ৩৭৯৩	ش– ২২৫৩	ف– ৮৪৯৯	هـ– ৯০৭০
خ– ২৪১৬	ص– ২০১২	ق– ৬৮১৩	ى– ৪৫৯১৯

www.icsbook.info

বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে আয়াতের সংখ্যাঃ

ওয়াদার আয়াত	ঃ	১০০০
ভীতি প্রদর্শক আয়াত	ঃ	১০০০
নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত আয়াত	ঃ	১০০০
আদেশ বাচক আয়াত	ঃ	১০০০
উদাহরণ সম্বলিত আয়াত	ঃ	১০০০
ঘটনাবলী সম্বলিত আয়াত	ঃ	১০০০
হালাল সম্বলিত আয়াত	ঃ	২৫০
হারাম সম্বলিত আয়াত	ঃ	২৫০
তাসবীহ্ সম্বলিত আয়াত	ঃ	১০০
বিবিধ আয়াত	ঃ	৬৬
সর্বমোট আয়াত	ঃ	৬৬৬৬

বিঃ দ্রঃ- পরিসংখ্যান অংশটির কুরআন সংকলনের ইতিহাস বই হতে সংকলিত (লেখক)

(১৭) আল কুরআন সম্পর্কে আরো কিছু কথা

আল কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি মূলক বেশ কিছু কথ দারসুল কুরআন ১ম খণ্ডে আলোচিত হয়েছে। এখানে শুধু নুতন দু'একটি কথা যোগ করা হচ্ছে (লিখক)

(১) কুরআন শব্দটি ৬৮ বার পুরো কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

قُرْاٰنٌ বা قِرَاءَةٌ শব্দ হলো قَرَاءَ শব্দের مَصْدَرْ আর قَرَاَ ءَ শব্দের অর্থ হলো পড়েছে।

(ক) যদি মাসদার বা মূল শব্দে নাম দেয়া হয় তখন মুল অর্থের পূর্ণতা বুঝায়। সুতরাং 'কুরআন' অর্থ– যা পড়া উচিৎ, যা সবাই পড়ে, যা সবেচেয়ে বেশী পড়া হয়, যা পড়ার মতো, যা বার বার পড়তে হয়, যা পড়া শেষ হয় না।

(খ) قَرْءٌ শব্দের আর এক অর্থ একত্র করা। অর্থাৎ পূর্বের সব কিতাবের মর্ম এখানে জমা করা হয়েছে।

(গ) فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ যখন পড়ে শুনাই তখন মন দিয়ে শুন। '(কিয়ামাহ) اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ "কুরআন মুখস্ত করানো ও পড়ানো আমার দায়িত্ব"। (কিয়ামাহ্)

www.icsbook.info

(২) অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত কুরআনে মানুষের কোন অবদান নেইঃ

(ক) এর ভাষা যেমন রাসুলের রচনা নয়, তেমনি সুরার ক্রমবিন্যাস ও আয়াতের সুরা ভিত্তিক সাজানো আল্লাহরই নির্দেশে করা হয়েছে। (খ) অবশ্য প্যারা, মানযিল ও রুকুতে বিভক্তি এবং হরকত লাগানো পরবর্তী সময়ে করা হয়েছে।

(৩) কুরআন বুঝবার চেষ্টার রেওয়াজ এদেশে ছিলনা, আলেম সমাজ ও ফিকাকেই যথেষ্ট মনে করতেন। কোরআন শুধু তেলাওয়াতের বিষয় কিতাব বলে গন্য করা হতো। এ কারণেই হাদীস চর্চাও কম ছিল। মাসলা-মাসায়েলের চর্চাই যথেষ্ট মনে করা হতো।

(৪) মাদ্রাসায় হাদীস অধ্যয়ন রেওয়াজ বেড়েছে কিন্তু তাফসীর কমই হচ্ছে। মুহাদ্দীসের সংখ্যা বেশ আছে কিন্তু মুফাসসিবের সংখ্যা খুবই কম।

(৫) কুরআন বুঝার ভুল পদ্ধতিঃ

(ক) রাসূলের ২৩ বছরের জীবনের সাথে না মিলিয়ে বুঝার চেষ্টা।

(খ) ইসলামী আন্দোলনে সক্রীয় না হয়ে অধ্যয়ন করা।

(৬) কুরআন বুঝার সঠিক পদ্ধতি ঃ

(ক) ইসলামী অন্দোলনের গাইড বুক হিসেবে কুরআন অধ্যয়ন করতে পারলে বুঝা সহজ ও সম্ভব হবে।

(খ) রাসুলের আন্দোলন থেকেই কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝা যায়।

(গ) আন্দোলন করার যোগ্যতা ও কলা কৌশল অর্জন করার জন্যই কুরআনকে বুঝতে হবে এবং বুঝা সহজ হবে।

(ঘ) সাহাবা একরাম আন্দোলনে সক্রীয় ছিলেন বলে কুরআন ভালো ও যথাযথ বুঝেছেন।

(৭) কুরআনের প্রাচীন তাফসীরে অন্দোলনের দৃষ্টিভংগি নেই কেনঃ

তখন দ্বীন কায়েম ছিল বলে এর প্রয়োজন ছিল না। ইক্বামাতে দ্বীনের প্রয়োজনেই তাফহীমুল কুরআন আন্দোলনমুখী তাফসীর হিসেবে লিখিত হয়েছে।

(৮) কুরআনই একমাত্র সকল ও সার্বিক জ্ঞানের উৎস ঃ

(ক) সব জ্ঞানকে কুরআনের কষ্টিপাথরে যাচাই করতে হবে। কারণ, নির্ভুলতার নির্ভরযোগ্য মাপকাঠিই একমাত্র কুরআন। জ্ঞান সাধনায় নিশ্চিন্তে এগিয়ে যায় ভুলের আশংকা থাকে না একমাত্র আল-কুরআনে।

(খ) বস্তুগত জ্ঞানের সাধনায়ও কুরআন সহায়ক। কুরআনে বিজ্ঞানের সূত্র পাওয়া যায় যদিও এটা বিজ্ঞানের বই নয়।

www.icsbook.info

(৯) কুরআনের সুরাগুলো নাযিলের তারতীব অনুযায়ী সাজানো হয়নি কেন?ঃ

কারন, কুরআন যাতে কিয়ামত পর্যন্ত আন্দোলনের গাইড বুক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে সে দৃষ্টি ভঙ্গীতেই সাজানো হয়েছে।

(ক) সুরা ফাতিহার সাথে বাকী কুরআনের সম্পর্ক ঃ আল্লাহর নিকট বান্দাহর দোয়া ও আল্লাহর জওয়াব।

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ

(খ) সুরা বাকারার পহেলা ৪ রুকু আন্দেলনের দৃষ্টিতে সাজানো। পয়লা ২ রুকুতে ৩ রকম লোকের বিবরণ, ৩ ও ৪ রুকুতে সিরাতুল মুস্তাকীমের দাওয়াত। পরবর্তীতে এ সক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা।

(১০) যেসব বুনিয়াদী নির্দেশ কুরাআনে দেয়া হয়েছেঃ

(ক) ঈমানিয়াত (খ) বুনিয়াদী ইবাদত (গ) চারিত্রিক ও নৈতিক বিধান এবং গুনাবলী (ঘ) পার্থিব ও পরকালীন সুসংবাদ ও সাবধান বাণী (ঙ) পূর্ববর্তী নবীগনের ইতিহাস থেকে উপদেশ গ্রহনের তাকীদ। (চ) ওয়াজ হিকমত ও জ্ঞানের মূল্যবান কথা (ছ) আইন-কানুন পারিবারিক রাজনৈতিক ফৌজদারী অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক যুদ্ধ ও সন্ধী সম্পর্কিত।

(১১) কুরআনের বৈশিষ্ট্যঃ

(ক) সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

(খ) শেষ ঐশী গ্রন্থ। (কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানব জাতীর জন্য চিরন্তন ও পূর্নাঙ্গ গ্রন্থ)

(গ) মানব জাতীর ইহ ও পরকালীন মুক্তির সনদ।

(ঘ) ভারসাম্য পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।

(ঙ) শাশ্বত আইন। (সকল সমস্যা ও সকল বিষয়ের একমাত্র সমাধান)

(চ) উন্নততম সাহিত্য

(ছ) নির্ভুল ভবিষ্যৎ বানী। (ঝ) রাসুল (সঃ) এর শ্রেষ্ট মু'জিযা।

(ঞ) সার্বিক ও সফল বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মসূচী। (কিয়ামত পর্যন্ত যতই বিজ্ঞানময় হোক না কেন ইহাই চুড়ান্ত কর্মসুচী। তবে তা বের করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে)

www.icsbook.info

কুরআন থেকে হেদায়াত পাওয়ার শর্ত
(আলবাকারাঃ ১-৫)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ o ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ o اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ o وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ o اُوْلٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ o

অনুবাদ ঃ

(১) আলিফ, লাম, মীম

(২) ইহা সেই কিতাব যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই. পথ প্রদর্শনকারী মুত্তাকীদের জন্য।

(৩) যারা অদৃশ্য বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সালাত কায়েম করে আর আমি তাদেরকে যে রিজিক দান করেছি তা থেকে খরচ করে।

(৪) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যা তোমার পূর্ববর্তীদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। (সকল বিষয়ের উপর) এবং তারা আখিরাতের প্রতিও নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে।

(৫) ঐ সকল লোকেরাই সুপথ প্রাপ্ত তাদের রবের পক্ষ থেকে এবং ঐ সকল লোকেরাই মুক্তিপ্রাপ্ত সফলকাম।

www.icsbook.info

নামকরণঃ সূরায়ে বাকারায় অষ্টম রুকুতে বণী ইসরাইলদের প্রতি– إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً – আয়াতে গাভী জবেহ করার নির্দেশ দেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ সূরার নামকরণ করা হয়।

শানে নজুলঃ

১–বিখ্যাত মুফাসসীর ইবনে কায়সান বলেন, আল্লাহতায়ালা এই সূরার পূর্বে কয়েকটি সূরা অবতীর্ণ করেন। যার বিষয়বস্তু ছিল তৌহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের সত্যতা এবং শিরক ও কুফরের অসারতা। যে গুলোকে কাফের ও মুশরিকগণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের উদ্দেশ্যে আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন।

২– এ সূরাটি নাযিল হওয়ার আরো উল্লেখ যোগ্য কারণ হল প্রথমতঃ ইহুদীদের ইতিহাস বর্ণনা করে তাদের সামনে ইসলামের মূলনীতি উপস্থাপন। দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি ঘোষণা। তৃতীয়তঃ কাফেরদের সর্বাত্মক বিরোধীতার মোকাবিলার পদ্ধতি। চতুর্থঃ মুনাফিকদের চরিত্র বিশ্লেষণ।

সূরায়ে ফাতিহার শেষাংশে সিরাতুল মুস্তাকিমের বা সরল সঠিক পথের যে প্রার্থনা করা হয়েছে সমগ্র কুরআনুল করীমে তারই জবাব দেয়া হয়েছে। যদি কেউ সরল সঠিক ও সত্য পথের সন্ধান চায়, তবে পবিত্র কুরআনেই সেই কাংখিত সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে পারে। সে জন্য সূরায়ে ফাতিহার পর সূরায়ে বাকারা সন্নিবেশিত হয়েছে। এবং ذَٰلِكَ الْكِتَابُ দ্বারা সূচনাতেই বলে দেয়া হয়েছে যে তোমরা যে সীরাতুল মুস্তাকিমের সন্ধান করছ তাহচ্ছে এই কিতাব এবং যে ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারীদের সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে যে, এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা ইতোপূর্বে নাযিলকৃত তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিল এ সকল আসমানী কিতাবের বিকৃতি সাধনের ফলে অনেকে কুরআনের ব্যাপারেও এমন সন্দেহে নিপতিত হচ্ছিল। ফলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ এ আয়াত নাজিল করে তাদের এ সকল সন্দেহ সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে দেন।

আলোচ্য বিষয়ঃ আলোচ্যাংশে প্রথমতঃ কুরআনের পরিচয় এবং সন্দেহাতীতভাবে এর অবিকৃত ও নির্ভুল হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। পরে এটাও আলোচনা করা হয়েছে যে, কুরআন থেকে হিদায়াত পাওয়ার জন্য মুত্তাকী হওয়ার শর্ত এবং মুত্তাকীর কতিপয় বিশেষ গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে।

www.icsbook.info

ব্যাখ্যা ঃ الم-ইহা আরবী বর্ণমালার তিনটি অক্ষর। এগুলোকে হরুফে মুকাত্তায়াত বলে (বিচ্ছিন্ন বর্ণ)। তাফসীর কারকগনের অনেকের মতে এগুলো আয়াতে মুতাশাবেহাতের অন্তর্ভুক্ত। এর সঠিক অর্থ একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। পবিত্র কুরআনের আরও অনেক সুরার প্রথমে এ ধরণের বর্ণ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন الم – طـه – يـس ইত্যাদি। আর মূলতঃ-এগুলোর অর্থ না জানাতে কুরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে কোনরূপ জটিল সমস্যা সৃষ্টি হয়না। অতএব এগুলোকে নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে এগুলোর প্রতি ঈমান আনাই প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সূরা আলে ইমরানের ৭ং আয়াতে আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেন–

هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهٰتٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهِ وَمَايَعْلَمُ تَاْوِيْلَهُ اِلَّا اللّٰهُ o

(ال عمران ٧)

অর্থ ঃ 'তিনি সেই সত্তা, যিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, উহার মধ্যে কিছু আয়াত রয়েছে মুহকাম (সুস্পষ্ট) যেগুলো কিতাবের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, আর অপরটি হচ্ছে মুতাশাবেহ (অস্পষ্ট)। অতএব যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুতাশাবেহ আয়াত সমূহ অনুসরণ করতে থাকে, এবং সেগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অনুসন্ধান করে। অথচ উহার প্রকৃত ও সঠিক ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।' (আলে ইমরান-৭)

ذٰلك الكتاب এখানে ذٰلك শব্দের অর্থ ইহা, উহা, এটা ইত্যাদি। আর কিতাব অর্থ লিখিত পুস্তক, অনুজ্ঞা, ফরমান, অবশ্য পালনীয় ব্যবস্থা, অবধারিত বিষয়। এখানে আল-কিতাব বলে কালামুল্লাহ তথা আল্লাহর কুরআন বুঝানো হয়েছে।

هدى এর অর্থ হলো পথ প্রদর্শনকারী, হেদায়াত দানকারী, সঠিক পথের সন্ধানদানকারী, সঠিক পথের দিশারী ইত্যাদি। হেদায়েতের স্তর ৩টি ঃ (১) সাধারণভাবে সমগ্র মানবজাতির জন্য। (২) বিশেষ করে মুসলিম জাতির জন্য। (৩) মুত্তাকী বা খোদাভীরুদের জন্য।

هدى এর এক অর্থ পূর্নাঙ্গ জীবন বিধান –এ অর্থে ইহা দ্বারা ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। যেমন কালামে পাকে ঘোষণা করা হয়েছে–

www.icsbook.info

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ –

আল্লাহর নিকট মনোনীত বিধান হলো ইসলাম। কোন কোন আয়াতে-(হুদান) শব্দ দ্বারা কোরআনকে বুঝানো হয়েছে. (হুদান) শব্দের আরেক অর্থ নাজাতের পথ। যেমন আল্লাহ্ পাক কালামে হাকীমে ঘোষনা করেছেন–

هٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ০

'এ কিতাব হচ্ছে গোটা মানব জাতির জন্য বর্ণনা স্বরূপ, আর মুত্তাকীদের জন্য ইহা হেদায়েত (নাজাতের পথ) ও উত্তম নসীহত স্বরূপ।'

'সূরা আস-সাফে' বলা হয়েছে–

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ –

'তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত এবং সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন তিনি উহাকে সকল মতাদর্শের উপর বিজয়ী করতে পারেন।
(সূরা আসসাফ-৯)

مُتَّقِيْنَ মুত্তাকীন শব্দটি তাকওয়া থেকে নির্গত। কুরআনেপাকে তাকওয়া শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে এর কয়েকটি অর্থ উল্লেখ করছি। তাকওয়ার সাধারণ অর্থ হলো খোদাভীতি, পরহেজগারী। কুরআনে পাকের বিভিন্ন আয়াতের দ্বারা তাকওয়ার আর এক অর্থ দাঁড়ায় বাঁচা, মুক্তি পাওয়া, নিষ্কৃতি পাওয়া, বিজয় লাভ করা, সফলতা বা কামিয়াব হওয়া। আর পরিভাষাগত অর্থে তাকওয়া বলতে বুঝায় আল্লাহকে যতটুকু ভয় করা উচিৎ ততটুকু ভয় করা (সাধ্যানুযায়ী)। আর এ কাজগুলি যারা করে তাদেরকে মুত্তাকী বলে। আলোচ্য অংশে উল্লেখিত যে পাঁচটি গুন তা মুত্তাকীর প্রাথমিক গুন।

তাকওয়ার মূল উৎস হলো আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও আখেরাতের জবাবাদিহির পূর্ন অনুভূতি। এ সম্পর্কে কুরআনে পাকের আরো যেসকল আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি। যেমন- সূরা আল হাশর -১৮ নং আয়াত, সূরা বাক্বারা- ৪৮. ১০৩, ১২৩. ১৩১, ১৩৩, মায়েদা- ৯নং আয়াত . একমাত্র ব্যবহারিক জীবনই তাকওয়ার প্রয়োগক্ষেত্র। এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত আয়াতগুলো উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন- সূরা নিসার ১নং আয়াতে বলা হয়েছে–

www.icsbook.info

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَّاتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ০

হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের সেই রবকে ভয় করো যিনি তোমাদের একটি সত্তা হতে সৃষ্টি করেছেন। এবং তা হতে তার সহধর্মিনীকে (হাওয়া আঃ) সৃষ্টি করেছেন আর তাদের দু'জন থেকে অনেক নারী ও পুরুষ বিস্তার করেছে আর সেই আল্লাহকে ভয় করো যার নামে তোমরা পরস্পরের অধিকার দাবী করো। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছেন। (নিসা-১)

এছাড়াও সূরা হাশর-৭, সূরা আরাফ- ১৭১, হুজুরাত-১০, আহজাব-৩২ নং আয়াতসমূহে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তাকওয়ার ফলাফল– এ বিষয়ের উপর এতক্ষন আলোচনার পর এর ইহকালীন ও পরকালীন সুফল সম্পর্কে কুরআনে পাকের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করে বিষয়টির উপর আলোচনা শেষ করছি।

সূরা আরাফের ৯৬ নং আয়াত, সূরা আনফালের ২৯ নং আয়াত, সূরা আত-তালাক-২, ৩, ৪ সূরা আলে ইমরানের ১২০ ইত্যাদি।

يُؤْمِنُوْنَ ইহা 'ঈমান' শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ হল বিশ্বাস স্থাপন করা। বিশ্বাসের তিনটি দিকঃ (১) তাসদীক বিলযিনান বা অন্তরে বিশ্বাস করা। (২) ইকরার বিললিসান বা মুখে স্বীকার করা। (৩) আমল বিল আরকান বা বাহ্যিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে তার বাস্তবায়ন। 'ঈমান' শব্দটি اَمْنٌ (আমনুন) হতে নির্গত। এর অর্থ হচ্ছে প্রশান্তি, নিরাপত্তা, নিরাপদ। এখান থেকেই নিম্নলিখিত শব্দগুলোর উৎপত্তি হয়। যথা- اَمَانَةٌ (আমানত) اِيْمَانٌ(ঈমান) اَمِيْنٌ(আমীনুন) -مُؤْمِنٌ (মুমিন), ইত্যাদি। اَمْنٌ এর অর্থের ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) এর নিম্নলিখিত হাদীসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

اَلْمُؤْمِنُ مَنْ اَمَنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ-

'আর মুমিন হলো সে ব্যক্তি, যার নিকট লোকেরা তাদর জান ও মাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে।' (তিরমিজি, নাসায়ী)

www.icsbook.info

ঈমানের পারিভাষিক অর্থঃ ঈমানের পারিভাষিক অর্থ বলতে গেলে হাদীসে জিব্রাঈলের নিম্নলিখিত অংশটুকু উল্লেখ করতে হয়। তা হচ্ছে–

قَالَ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ قَالَ صَدَقْتَ –

'জিব্রাঈল (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন (রাসূলকে), বলুন ঈমান কাকে বলে? উত্তরে রাসূল (সাঃ) বললেন, ঈমান হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহকে, তার ফিরিশতা,তার কিতাব, পয়গাম্বর ও পরকালকে 'ডডসত্য বলে বিশ্বাস করবে ও সত্য বলে মানবে। এবং প্রত্যেক ভালোমন্দ সম্পর্কে আল্লাহর নির্ধারণ (তাকবীর) কে সত্য জানবে এবং মানবে। এটা শুনে জিব্রাঈল বললোঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। (মুসলিম, হযরত উমর (রাঃ)।

ঈমানের প্রয়োজনীয়তা ঃ

আদি মানব (আঃ) থেকে আজ পর্যন্ত দুনিয়াতে দু'টোই স্বীকৃত চলার পথ রয়েছে। একটি আল্লাহর নির্ধারিত সঠিক পথ বা 'সিরাতুল মুস্তাকীম'। আর অপরটি ইবলিশের প্রদর্শিত কুফরীর পথ বা সিরাতুদ দালালাহ صِرَاطَ الضَّلَالَةِ। আল্লাহর প্রদর্শিত পথেই রয়েছে শান্তি, নাজাত, পুরস্কার। আর ঈমানই হলো- এ পথে চলার একমাত্র হাতিয়ার বা অবলম্বন। যার কারণে যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরামদেরকে আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে এ পথের দিকে আহবান করার জন্য পাঠিয়েছেন। সূরা আলে ইমরানের ১৯৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا –

'হে আমাদের পালনকর্তা। আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহবানকারীকে ঈমানের দিকে আহবান করতে এই বলে যে, তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনয়ন করো। অতঃপর আমরা ঈমান আনলাম। (আলে ইমরান- ১৯৩)

আলোচ্য আয়াত – اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ এর মধ্যে কুরআন থেকে হেদায়াত লাভের জন্য ঈমানকেই সর্বপ্রথম শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লিখিত আলোচনা থেকে ঈমানের প্রয়োজনীয়ত অতি সহজেই অনুমেয়।

www.icsbook.info

আল-কুরআনের দৃষ্টিতে ঈমানঃ

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِاسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَاانْفِصَامَ لَهَا –

'অতএব যে ব্যক্তি তাগুত অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে এমন এক মজবুত রজ্জু ধারণ করলো যা কক্ষনো বিচ্ছিন্ন হবার নয়। বাক্বারা-২৫৬)

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا –

"নিশ্চয়ই যারা ঘোষণা দিলো যে, আল্লাহই আমাদের একমাত্র রব অতঃপর একথার উপর দৃঢ় অবিচল থাকলো (হামীম-আস্‌সিজদা-৩০)"

اِنَّمَاالْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا –

'নিশ্চয়ই মুমিন তারা যারা (ঘোষণা দিলো যে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর আর কোন প্রকার সন্দেহে পড়ে নাই। (হুজুরাত-১৫)

ঈমানের মৌলিক বিষয়ঃ

ঈমানের মৌলিক বিষয় সাতটি ঃ

(১) ঈমান বিল্লাহ- আল্লাহর প্রতি ঈমান।
(২) ঈমান বিররসূল- রাসূলের প্রতি ঈমান।
(৩) ঈমান বিল মালাইকাহ- ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান।
(৪) ঈমান বিল আখিরাহ- আখিরাতের প্রতি ঈমান।
(৫) ঈমান বিল কুতুব- কিতাবের প্রতি ঈমান।
(৬) ঈমান বিল কাদর- তাকদিরের প্রতি ঈমান।
(৭) ইমাম বিল বায়াচ- পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান।

اَلْغَيْبُ ঃ- "গায়েব" অর্থ অদৃশ্য জিনিস, ইন্দ্রয়ানুভূতির বাইরে, অর্থাৎ– যা দেখা যায় না অনূভবও করা যায় না। এমন বস্তুকে اَلْغَيْبُ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। গায়েব বলতে বুঝায়, আল্লাহর অস্তিত্ব, রাসুলগণ, আসমানী কিতাব সমুহ, কিয়ামত দিবস, বেহেস্ত-দোজখ, হাশর নশর, পুলসিরাত, তাকদীর, ফিরিশতাগন, পূনরুত্থান দিবস, ইত্যাদি। এসমস্ত বিষয়গুলি 'গায়েব' এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন অত্যাবশ্যক।

www.icsbook.info

يُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ ইহা 'ইকামাত' শব্দ হতে এসেছে। অর্থ হল প্রতিষ্ঠা করা, স্থাপন করা, কায়েম করা, যথাযথভাবে আদায় করা। সালাত কায়েম করার অর্থ- নামাজকে সকল দিক দিয়ে অর্থাৎ ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব পরিপূর্ণভাবে আদায় করা। জামায়াতের সহিত পরিবার পরিজনের সকলকে নিয়ে নামাজ আদায় করা। সামাজিকভাবে সকলে জামায়াতের সহিত নামাজ আদায় করা ইত্যাদি হলেই সালাম কায়েম হবে। আমাদের সমাজের লোকদের মাঝে একটা ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আসছে যে, তারা নিজেরা একাকি নামাজ পড়ে ও মনে করে যে, নামাজ কায়েম করে ফেলেছে যদিও পরিবার ও সমাজের অন্যান্যদের মাঝে তার বাস্তবায়ন নেই। অথচ এ ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম হল নামাজ কায়েম হবেপরিবার ও সমাজের সবাইকে সাথে নিয়ে জামায়েতের সাথে আদায়ের মাধ্যমে।

رِزْقٌ রিজক সাধরণতঃ আমাদের সমাজের রিজক বলতে খাদ্য সামগ্রী বুঝায়। কিন্তু আসলে কুরআনে পাকের বিভিন্ন জায়গায় وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ যতবারই উল্লেখ করা হয়েছে সবখানেই রিজক বলতে আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়ায় চলার জন্য যা কিছু দান করেছেন সব কিছু রিজকের অন্তর্ভুক্ত। যেমন ধণ-সম্পদ, অর্থ সম্পদ, স্বাস্থ্য সম্পদ, জ্ঞানের সম্পদ, জীবন সম্পদ, মৌলিক মানবীয় গুণাবলী, মেধা শক্তি, চিন্তা শক্তি ও বৈষয়িক যোগ্যতা ইত্যাদি সব কিছুই আল্লাহর দেযা রিজক।

يُنْفِقُوْنَ অর্থ ব্যয় করা, খরচ করা, স্বার্থ ত্যাগ করে দেয়া। এখানে يُنْفِقُوْنَ বলতে يُنْفِقُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ বা আল্লাহর রাস্তার খরচ করার কথা বলা হয়েছে।

اٰخِرَةٌ ঃ-আখেরাত হল পরকাল, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন। হিসাব, নিকাশ ও শাস্তি, পুরস্কারের দিন। এক কথায় মানুষের কবরের জীবন থেকে শুরু করে অসীম জীবনকে আখিরাত বলে।

يُوْقِنُوْنَ ঃ ইয়াকীন করা, বিশ্বাস করা, অন্তরের চক্ষু দিয়ে দেখা, অনুভূতিতে জাগ্রত রাখা, নিশ্চিত সত্য জানা ও বুঝা।

مُفْلِحُوْنَ ঃ মুক্তি পাওয়া, সাফল্য লাভ করা, নাজাত পাওয়া, বিজয় লাভ করা, কল্যান প্রাপ্ত হওয়া। এক কথায় মানুষের সার্বিক জীবনের চূড়ান্ত সফলতাকে বুঝানো হয়েছে।

শিক্ষা ঃ উল্লেখিত অংশের শিক্ষাগুলো নীচে দেয়া হলো

(১) অন্যান্য কিতাবগুলোতে যেমনি পরিবর্তন পরিবর্ধন এসেছে, আল কুরআনে তেমনি কোন সন্দেহ নেই এবং ভবিষ্যতেও আল কুরআন সন্দেহের উর্ধ্বে, অপরিবর্তনীয়।

www.icsbook.info

(২) আল কুরআন থেকে সঠিক পথ বা হেদায়াত পেতে হলে প্রাথমিকভবে ৫টি গুন অর্জন করতে হবে।

(ক) গায়েবের প্রতি বিশ্বাস বা ঈমান (খ) সালাত কায়েম (গ) আল্লাহর দেয়া রিজিক হতে আল্লাহর নির্ধারিত পথে ব্যয় করা (ঘ) রাসূল (সাঃ) ও তাঁর পূর্বে অবতীর্ণ সকল কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন (ঙ) আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসও ইয়াকীন থাকা।

বাস্তবায়নঃ আল্লাহতায়ালা আম্বীয়া-ই-কিয়ামের মাধ্যমে যে সকল কিতাব দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন সে সকল কিতাবের প্রতি আমাদের বিশ্বাস থাকতে হবে। তবে পরিবর্তনের ব্যাপারে একমাত্র সন্দেহের উর্ধ্বে আল কুরআন, যা আল্লাহ সরাসরি নিজেই ঘোষণা করেছেন।

কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানব জাতির উপর হাজারো সমস্যা ও মতবাদ উপস্থিত হবে। আমাদের দায়িত্ব হলো যদি আমরা যে কোন জাহেলিয়াত থেকে বাঁচতে চাই আল কুরআনকে অনুসরণ করতে হবে। যার ফলে আমরা সমস্যার সমাধান পাবো এবং ভ্রান্ত সকল মতবাদ হতেও নাজাত পাবো।

সর্বাবস্থায় আমাদের তাকওয়া অর্জন করতে হবে। তাকওয়ার গুণাবলী ছাড়াও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, আল্লাহ ভীতি, আল্লাহ প্রেম, আল্লাহর কুদরত এবং একমাত্র আল্লাহর হাতেই পরম শক্তি ও কল্যাণ এবং শান্তি ও অকল্যান রয়েছে। এটাই হবে শান্তি ও আমাদের একমাত্র বিশ্বাস।

www.icsbook.info

মুসলিম জাতির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

(আলবাকারাঃ ১২৬-১২৯)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝ وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ص وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ج اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

www.icsbook.info

অনুবাদঃ

১। এবং যখন ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, হে রব বা পালনকর্তা এই শহরকে তুমি শান্তিময় করো এবং রিজক দান করো এর অধিবাসীদেরকে ফলের সাহায্যে, শুধু যারা তাদের মধ্যে আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করে। বললেন (আল্লাহ) যারা কুফূরী করে, অবিশ্বাস করে, আমি তাদেরও স্বল্প সময় সুযোগ-সুবিধা দেব, পরে তাদেরকে জোরপূর্বক জাহান্নামের আজাবে ঠেলে দেব যা অত্যন্ত নিকৃষ্টি বাসস্থান।

২। (সে সময়ের কথা স্মরণ করো) যখন ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাইল কাবা ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিল, (তখন তারা দোয়া করছিল) হে আমাদের রব! আমাদেরকে (কাজকে) কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞানী। ।

৩। হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের দুজনকে তোমার নিকট আত্মসমর্পনকারী হিসেবে কবুল করো এবং আমাদের বংশধর থেকেও তোমার আত্মসমর্পনকারী একটি দল সৃষ্টি করো এবং আমাদেরকে হজ্বের নিয়ম কানুন দেখিয়ে দাও (বলে দাও) এবং আমাদেরকে ক্ষমা করো। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী অসীম দয়ালু।

৪। হে আমাদের রব! তাদের জন্য প্রেরণ করো তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল (যিনি) তেলাওয়াাত করবেন তাদের নিকট তোমার আয়াতসমুহ এবং তাদেরকে শিক্ষা দেবেন কিতাব (জ্ঞান) হিকমত (বিজ্ঞান), এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়।

শানে নুজুল ঃ সন্তান-সন্ততি প্রতিবেশী এবং আপন মাতৃভূমির প্রতি স্নেহ প্রীতি ও ভালোবাসা শুধু একটি স্বাভাবিক ব্যাপার ও সহজাত প্রবৃত্তিই নয় বরং এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর নির্দেশনামা রয়েছে, উপরোক্ত আয়াতগুলোই তার প্রমাণ পারি। ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর আপন সন্তানদের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্যে আল্লাহর নিকট যে প্রার্থনা করেছিলেন তা এখানে পেশ করা হয়েছে। যাতে করে আমরা তার থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারি। ইব্রাহীম (আঃ) এর সেই প্রার্থনার কথা উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যেই এ আয়াতগুলো নাযিল করা হয়েছে।

www.icsbook.info

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বিভিন্ন ধরণের কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে মুসলিম জাতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে পথভ্রষ্ট ইহুদী, মুশরিক ও বণী ইসরাইলরা নিজেদেরকে ইব্রাহীম এর (আঃ) বংশধর বলে দাবী করত। উল্লেখিত আয়াতগুলোতে মুসলিম জাতির দায়িত্ব পালনে কারা ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশধর তাদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়ঃ প্রথমে ইব্রাহীম (আঃ) জনমানবহীন এলাকায় বসবাসরত পরিবার পরিজনের জন্য মহান প্রভূর নিকট প্রার্থনা জানিয়েছেন। যাতে ঐ এলাকা তাদের জন্য শান্তিময় ও নিরাপদ থাকে এবং জীবন ধারণের যাবতীয় উপায় উপকরণ সহজ হয়। এরপর ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ) কাবা ঘরের ভিত্তি স্থাপন করতঃ হজ্বের নিয়ম-নীতি শিক্ষা দেয়ার জন্য যে প্রার্থণা জানিয়েছেন, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর আপন বংশধরদের মধ্য থেকে এমন একজন পয়গাম্বর প্রেরণ করার জন্য তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছেন যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াত পড়ে শুনাবেন। আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান শিক্ষা দেবেন এবং পরিশুদ্ধ করবেন। আর সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর দোয়ারই ফলশ্রুতি।

ব্যাখ্যা ঃ-

رَبِّ শব্দের অর্থ লালন পালনকারী, মালিক, প্রভু, পালনকর্তা, সৃষ্টিকর্তা, রিজকদাতা, অভিভাবক, এক কথায় এমন এক শক্তি যার কাছে স্বতঃস্ফূর্ত আত্মসমর্পণ করা যায় এবং যিনি অত্যন্ত দরদ ও বুকভরা ভালোবাসা দিয়ে যত্ন সহকারে লালন-পালন করেন।

اِجْعَلْ ঃ বানাও, তৈরীকর, স্থায়িত্ব দাও, অক্ষুন্ন রাখ, পরিবেশ সৃষ্টিকর।

بَلَدًا ঃ শহর, এলাকা, অঞ্চল, জনবসতি, এখানে بَلَدًا বলতে মক্কা নগরীকে বুঝানো হয়েছে।

اٰمِنًا এটা اَمْنٌ হতে এসেছে,এর অর্থ নিরাপদ, নিঃর্ঝঞ্জাট, প্রতিবন্ধকতাহীন প্রশান্তির স্থান, শত্রুমুক্ত, শান্তিময়।

امتعه- -ভোগ করা, সুযোগ দান, উপভোগ করা।

اضطر ঃ-বাধ্য করা, জোর করে নিয়ে যাওয়া, ধাক্কা দেওয়া, হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া।

www.icsbook.info

يرفع ঃ-অর্থ উত্তোলন করা, স্থাপন করা, প্রতিষ্ঠা করা, উঠানো, দাঁড় করানো।

القواعد ঃ- ভিত্তি, কাঠামো, ফাউন্ডেশন, নীতি, আইন কানুন, প্রাচীর এখানে কাবা ঘরের ভিত্তি প্রস্তরকে বুঝানো হয়েছে।

مسلم শব্দটি سلم শব্দ হতে নির্গত। এর অর্থ মান্য করা, মেনে চলা, আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা। মাথানত করা। নিরাপদ, শান্তি–যে ব্যক্তি উল্লেখিত কাজগুলো বুঝে শুনে আল্লাহর নিকট সম্পূর্নরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং রাসুলের আনুগত্যের পন্থা অবলম্বন করে তাকে মুসলিম বলে।

مُسْلِمَيْنِ : অর্থ দুইজন মুসলমান। এখানে ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ) কে বুঝানো হয়েছে। আর এ জাতির নাম হল মুসলিম মিল্লাত বা মুসলিম জাতি। ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশধরগণ মুসলিম নামে পরিচিত।

ذُرِّيَّةً ঃ- সন্তান সন্তুতি, বংশধর, উত্তরাধিকারী।

مناسك ঃ- 'ইহা নুসুক' হতে এসেছে। অর্থ হজ্জের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি। শরিয়তের পরিভাষায় ইহা একটি ইবাদতের নাম। আরাফাত, মুজদালিফা, মিনা ইত্যাদি হজ্জের স্থানসমুহকে বলে। এক কথায় হজ্জের ক্রিয়াকর্ম ও স্থান সমূহকে বলে।

اَلْكِتَابُ ঃ- গ্রন্থ বা বই পুস্তুক, এখানে কিতাব বলতে আল কোরআনকে বুঝানো হয়েছে। আর পরিভাষায় কিতাব হল দ্বীনি ইলম, অহীর জ্ঞান যা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য অবতীর্ণ হয়ে থাকে।

اَلْحِكْمَةَ ঃ-বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান (Science), কলা কৌশল (Tehchnik), প্রজ্ঞা, নুতন নুতন পন্থা, বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি, যুগপযোগী জ্ঞান।

يُزَكِّيْهِمْ ঃ- এর মূল শব্দ زكي অর্থাৎ পবিত্র, পরিশুদ্ধ, আর এখান থেকে এসেছে 'তাজকিয়া' তাজকিয়া হল চিন্তাভাবনা, আবার আচরন, চরিত্র, নৈতিকতা, সমাজ সংস্কৃতি ও রাজনীতি সব কিছুকে পরিশুদ্ধ করা, সুসজ্জিত করা।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ঘটনা।

(১) হযরত নূহ (আঃ) এর পর ইব্রাহীম (আঃ) প্রথম বিশ্বজনীন নবী, ইরাক থেকে মিশর এবং ফিলিস্তিন ও সিরিয়া থেকে আরব পর্যন্ত মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেন।

(২) ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশধর দুটি শাখায় বিভক্ত ছিল–

www.icsbook.info

(ক) ইসমাইলের সন্তান-সন্ততিবর্গ। এরা আরবে বাস করত।

(খ) হযরত ইসহাকের সন্তান-সন্ততি বর্গ, এ শাখায় ইউসুফ (আঃ) মুসা (আঃ), দাউদ (আঃ) ঈসা (আঃ) প্রমুখ অসংখ্য নবী রাসূল জন্মগ্রহণ করেন।

(৩) হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর আসল কাজ ছিল সমগ্র বিশ্ববাসীকে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আহবান জানানো।

(৪) বিশ্বজনীন মানবতার নেতৃত্বে ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার নয়, বরং এটাই ছিল নিস্কলুষ আনুগত্যের ফসল।

(৫) আরবের মুশরিক ও ইসরাইল জাতি নিজেদেরকে ইব্রাহীমের বংশধর বলে দাবী করে গর্ব করে বেড়ায়। অথচ ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ) এর পথের সাথে তাদের সামন্যতম মিলও নেই।

(৬) নেতৃত্বের পরিবর্তনের সাথে সাথে কিবলারও পরিবর্তন ঘোষিত হয়। পূর্বে বাইতুল মাকদাস ছিল বনী ইসরাইলদের কিবলা এবং শেষ নবীর কিবলা ঠিক করা হলো কাবার দিকে।

(৭) উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার নেতৃত্বও কাবার কেন্দ্র হবার কথা ঘোষণার পরই মহান আল্লাহ তাদের জীবন গঠন ও পরিচালনার জন্য বিধান দান করেছেন। (বিস্তারীত দেখুন তাফহীম ১ম–১৩২ টীকা)

শিক্ষা ঃ উল্লেখিত অংশের শিক্ষাগুলো এখানে আলোচনা করা হচ্ছে–

১। মুসলিম জাতির ভিত্তি স্থাপনকারী বা প্রতিষ্ঠাতা হলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। আর এ জাতির আদী পিতা হলেন হযরত আদম (আঃ)।

২। মুসলিম বলতে শুধু তাদেরই বুঝায় যারা পরিপূর্ন ভাবে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূলের (সঃ) আনুগত্যের নীতি অবলম্বন করে।

৩। হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) উত্তরাধীকারী হওয়ার শর্ত হলো তারা দু'জন (ইব্রাহীম ও ইসমাইল) যে ভাবে আল্লাহর আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন তেমনিভাবে তারা আত্মসমর্পণ করবে।

৪। ইব্রাহীম (আঃ) এর দোয়ার আলোকে কাবাকে মুসলিম মিল্লাতের কিবলাও রাসূল (সঃ) কে বিশ্বনেতা হিসেবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছিলেন।

বাস্তবায়ন ঃ সারা বিশ্বের মুসলিম মিল্লাত বিভিন্ন গোত্র, ভাষা, বর্ণ, অঞ্চল ইত্যাদিতে বিভক্ত। আর এ বিভক্তি আল্লাহই পরিচিতির জন্য নির্ধারণ করেছে। কিন্তু তাই বলে তারা এক এক ভিন্ন জাতিতে পরিনত হবে এবং নিজেদের পছন্দ

www.icsbook.info

সই কাউকে জাতির পিতা বানাবে, তা কোন অবস্থাতেই সঠিক নয়। অতএব আমাদেরকে মুসলিম মিল্লাত একটি জাতি ও আমাদের জাতির পিতা হযরত আদম (আঃ) এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে এ জাতিকে ইব্রাহিম (আঃ) প্রতিষ্ঠিত করায় কেউ কেউ ইব্রাহীম (আঃ) কে জাতির পিতা বলে থাকেন। বর্তমানে আধুনিক বিশ্বে জন্মগতভাবে জাতি ও জাতীয়তাবাদ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। আমাদের জাতির পিতা এ ধরণের জাতি ও ভ্রান্ত জাতীয়তাবাদ সমর্থন করেননি। এতএব একমাত্র যারা পরিপূর্নভাবে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করবে এবং রাসুলের (সঃ) অনুগত্যের নীতি গ্রহন করবে শুধু তারাই মুসলিম হিসেবে বিবেচিত হবে।

আমাদের জাতির প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দোয়ার আলোকে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে আল্লাহ আমাদের জন্য একমাত্র আদর্শ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তাই তিনিই হবেন আমাদের সত্যের ও আদর্শের মাপকাঠি।

বিশেষ নোটঃ উল্লেখিত দারসের আলোকে আমাদের একটি বিষয় ভালোভাবে জেনে নিতে হবে যাতে কোন প্রকার সন্দেহ বা প্রশ্ন যেন না থাকে।

যেহেতু দুনিয়ার প্রথম মানুষ হযরত আদম (আঃ) তাই তিনি দুনিয়ার আদী পিতা ও মানব জাতিরও পিতা। আম্বিয়া-ই-কিরামদের দাওয়াতের মিশন হলো ইসলাম। এ দৃষ্টিতে হযরত আদম (আঃ) মানবজাতির পিতা হিসেবে মুসলিম জাতিরও পিতা। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে মানুষ বিভিন্ন জাতিতে পরিনত হওয়ায় এককভাবে তিনি শুধু মুসলিম জাতির পিতা নন।

অন্যদিকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে কোন কোন মুফাসসির জাতির পিতা বলে থাকেন। এর আলোকে মুসলিম জাতির প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতির উপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যে দোয়া করে গেছেন পরবর্তীকালে আল্লাহ তা কবুল করেছেন। সুতারাং হযরত ইব্রাহীম কে মুসলিম জাতির পিতা যারা বলেন তা তেমন অযৌক্তিক নয়। অতএব দু'ধরনের বক্তব্যের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই এবং কোন বিতর্কও নেই।

www.icsbook.info

একাত্ববাদ ও পরকালের অবস্থা

(আলবাকারাঃ ২৫৪-২৫৫)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَابَيْعٌ فِيْهِ وَلَاخُلَّةٌ وَلَاشَفَاعَةٌ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَاتَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَانَوْمٌ لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَابَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَايُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَايَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ۝

www.icsbook.info

অনুবাদঃ

(১) হে ঈমানদারগণ আমি তোমাদেরকে যে রিজক দান করেছি তা থেকে ব্যয় কর, সে দিনটি আসার আগে যে দিন কেনাবেচা চলবেনা, বন্ধুত্ব কাজে লাগবেনা, এবং কারো কোন সুপারিশও কাজে আসবেনা, আর কাফেররাই প্রকৃত পক্ষে জালেম।

(২) আল্লাহ এমন সত্ত্বা তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও চিরন্তন, তাকে তন্দ্রাও স্পর্শ করেনা এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। এমন কে আছে যে, সুপারিশ করতে পারে তার নিকট তার অনুমতি ছাড়া। তিনি জানেন সামনে যা কিছু আছে এবং পিছনে যা আছে তাও (জানেন) তাঁর জ্ঞানের মধ্যে কোন কিছুকেই মানুষ পরিবেষ্টিত করতে পারেনা বরং তিনি নিজে যতটুকু দিতে চান তার ক্ষমতা বা কতৃত্ব আসমান ও জমিনব্যাপী (পরিবেষ্টিত) আর এগুলির রক্ষনাবেক্ষণ করা তাকে পরিশ্রান্ত করেনা এবং তিনিই সর্ব্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা মহান সত্ত্বা।

শানে নুযুলঃ বিভিন্ন মুশরিক ও কাফিরদের কর্তৃক রাসূল (সাঃ) আল্লাহর অস্তিত্ব, তার একত্ববাদ এবং সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। আল্লাহতায়ালা তাদের উত্থাপিত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় এ আয়াত অবতীর্ণ করে এ কথা ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র তিনিই মালিক, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, তন্দ্রা তাকে স্পর্শ করে না। আসমান জমিনের একচ্ছত্র মালিক তিনিই।

আলোচ্য বিষয় ঃ

(১) মৃত্যু আসার পূর্বে আল্লাহর দেয়া রিজিক আল্লাহর পথে ব্যয় করা।

(২) দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহর একত্ববাদ এবং তার সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ–

يَوْمٌ শব্দের অর্থ–দিন, সময়, এখানে- يَوْمٌ অর্থাৎ يَوْمُ الدِّيْنِ সুরা ইনফিতারে আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেন-

يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ –

'প্রতিদান দেবার দিন তারা তাতে ঢুকবে, সেখান থেকে তারা মোটেও অনুপস্থিত থাকতে পারবে না, আর প্রতিদান দেবার দিনটি সম্পর্কে তুমি কি জানো?' (আল ইনফিতার-১৫, ১৬, ১৭ নং আয়াত)

www.icsbook.info

অতএব يَوْمٌ-এর অর্থ দাঁড়ায় বিচারদিন, মানুষের আমলনামা উপস্থিত করার দিন, হাশরের দিন, একত্রিত হওয়ার দিন, পুরস্কার ও শাস্তির দিন যে দিনের মালিক একমাত্র আল্লাহ। কেউ কোন ব্যক্তির জন্য কোন কিছু করার অধিকার থাকবেনা। সূরা-ইনফিতারে এ দিনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে-

يَوْمَ لَاتَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ ○

'এটা সেদিন, যেদিন কেউ কারো জন্য কিছু করতে পারবে না, এবং সেদিন ফায়সালার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতেই থাকবে।' (ইনফিতার শেষ আয়াত) সেদিনের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা সূরায়ে ইয়াসিনের ৬৫ নং আয়াতে এরশাদ করেছেন-

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

'আজ (হাশরের দিন) আমি তাদের মুখের উপর মোহর বা শীল মেরে দেবো, তাদের হাতের সাথে কথা বলব, আর তাদের পাসমূহ সাক্ষ্য দেবে তারা যা কিছু অর্জন করেছে।' (ইয়াসিন- ৬৫)

এছাড়াও ইয়াসিনের ৫৪, ৫৯ ও ৬০ নম্বর আয়াত, সূরায়ে আশশুয়ারা-এর ৮৮, ৮৯ নং আয়াত। সূরা যুমার-এর ৭১, ৭২ ও ৭৩ নং আয়াত। ইনশিক্বাকের ৭-১২ নং আয়াত। উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ ভালভাবে পড়ে আখেরাতের বিস্তারিত বর্ণনা জেনে নিতে হবে।

بَيْعٌ কেনাবেচা, বিনিময়, লেনদেন, চুক্তি خُلَّةٌ-বন্ধুত্ব, ব্যক্তিগত পরিচিতি, পারস্পরিক সম্পর্ক, পারস্পরিক চাওয়া পাওয়া, একান্ত আপন জন ইত্যাদি ।

شَفَاعَةٌ সুপারিশ, মাধ্যম বা উসীলা, একের জন্য অপরের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য কোন আবেদন, সূরায়ে বাকারায় এ ব্যাপারে আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেন-

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَاتَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَايُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَايُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَاهُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

অর্থাৎ- (হে দুনিয়ার মানুষ) তোমরা সেদিনকে ভয় কর (বিচার দিন) যে দিন

www.icsbook.info

এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সামান্যতম কল্যাণও করতে পারবেনা এবং কারো সুপারিশ অন্যের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না এবং কোন বিনিময় নেয়া হবে না এবং কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবেনা। (বাকারা- ৪৮)

اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ -চিরঞ্জীব-চিরস্থায়ী, নিজস্ব শক্তিতে জীবিত, সৃষ্টির আদি ও অন্তে তিনিই একমাত্র চিরস্থায়ী সত্ত্বা। اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ আল্লাহর এমন দুইটি গুন যা শুধু তার জন্যই খাস এবং এর বর্ণনা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

لَاتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَانَوْمٌ এ অংশ থেকে যা বুঝা যায় তা হল এই যে, আল্লাহ এমন এক সত্ত্বা তিনিই একমাত্র আমাদের ইলাহ, প্রভূ, মা'বুদ। যেহেতু একমাত্র তিনিই মালিক আর বিশ্বজাহানের পরিচালনার ভার একমাত্র তারই । তাই তিনি এমন সত্ত্বা এক মুহূর্তের জন্যও অনুপস্থিত থাকলে বা অন্য মনস্ক থাকা, অথবা নীরব থাকা কোনটাই যুক্তিযুক্ত নয়। তাই এখানে একত্ববাদে অবিশ্বাসীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে বলা হচ্ছে আল্লাহর জন্য ঘুম শোভা পায়না শুধু তাই নয়, ঘুমের প্রথম পর্যায়ে তন্দ্রা ও তাকে স্পর্শ করতে পারেনা। সুতরাং যে সত্ত্বাকে তন্দ্রা পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারেনা ঘুমের ব্যাপারে তো কোন প্রশ্নই আসেনা।

لَهُ مَافِي السَّمٰوٰتِ وَمَافِي الْاَرْضِ আসমান এবং যমিনের মাঝে যা কিছু আছে অর্থাৎ বিশ্বজাহানের একমাত্র মালিক তিনিই। কুরআনে পাকের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর এ সার্বভৌমত্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যথা–

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ .....لِلّٰهِ مَافِي السَّمٰوٰتِ وَمَافِي الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ০

অর্থঃ 'বল হে প্রভু! তুমি রাজাধিরাজ, যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর আবার যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে যাও। এবং যাকে ইচ্ছা মর্যাদা দান কর আর যাকে ইচ্ছা তুমি তাকে লাঞ্ছিত কর। কল্যাণ সব তোমারই হাতে। নিশ্চয় তুমি সব জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।' (আলে ইমরান-২৬)

এছাড়া বিশ্বজাহানের মালিক হিসেবে আরো যে সকল গুন থাকার দরকার সে গুলো সুরায়ে এখলাছে বর্ণিত হয়েছে–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ০ اَللّٰهُ الصَّمَدُ০ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ০ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ০ উপরোল্লিখিত আলোচনায় আমরা দেখছি যে, আল্লাহতায়ালা

www.icsbook.info

এমন এক সত্বা যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক তিনিই। তন্দ্রা ও নিদ্রাজনিত যাবতীয় দুর্বলতা মুক্ত, বিশ্বপরিচালনার ক্ষেত্রে তার সাথে আর কারো অংশীদারিত্বও নেই। তিনি অসীম শক্তি ও ক্ষমতা বলে বিশ্বজাহানকে পরিচালনা করছেন। তাঁর জ্ঞান সীমাহীন, তাঁর জ্ঞানের সাথে মানুষের জ্ঞানের কোন তুলনাই চলেনা। আর মানুষ তো নিজের ভালো মন্দ সম্পর্কে ও অবগত নয়। এতএব সে কিভাবে আমার আল্লাহর ইলমকে পরিবেষ্টিত করতে পারে? বরং আসল কথা হলো মানুষ আল্লাহর ইলম হতে শুধু তাই জানে যা তাকে জানানো হয়।

আলোচ্য অংশের ২৫৪ নং আয়াতটিতে তাওহীদের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে আরো জানতে হলে নিম্নলিখিত বিষয় ও বইগুলো পড়তে হবেঃ

বিষয়গুলো হচ্ছে– (ক) তাওহীদের সংজ্ঞা ও পরিধি (খ) তাওহীদের মর্মকথা (গ) তাওহীদে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (ঘ) তাওহীদে বিশ্বাসীদের বাস্তব চিত্র (ঙ) তাওহীদে বিশ্বাস না করার কুফল (চ) তাওহীদে বিশ্বাসের সুফল। বইগুলো হচ্ছে- (ক) ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা (সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী) (খ) তাওহীদ,, রিসালাত, আখেরাত (সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী) (গ) তাওহীদের মর্মকথা (মাওলানা আব্দুর রহীম), (ঘ) আল-কোরআনের আলোকে শিরক ও তাওহীদ (মাওলানা আব্দুর রহীম) (ঙ) হাদীসে রাসূলে তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত (আঃ শহীদ নাসিম) (চ) ঈমানের পরিচয় (আঃ শহীদ নাসিম) (ছ) কুরআনের অধিকাংশ মাক্কী সূরা সমুহ। كُرْسِيُّ রাজত্ব, আসন, এই শব্দটি রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও রাষ্ট্র শক্তি, প্রভূত্ব ও সার্বভৌমত্ব বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলা ভাষায় যাকে আমরা গদী বা সার্বভৌম ক্ষমতা বুঝিয়া থাকি। এই 'কুরসী' শব্দ হতেই এ আয়াতকে 'আয়াতুল কুরসী' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহতায়ালার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেয়া হয়েছে, যার দৃষ্টান্ত বিরল। এই জন্যেই হাদীস শরীফে এ আয়াতকে কোরআনের সর্বোত্তম আয়াত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

শিক্ষা ঃ উল্লেখিত দুটো আয়াতের শিক্ষা নীচে দেয়া হলো–

www.icsbook.info

(১) আল্লাহর দেয়া রিজক (সম্পদ শক্তি জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, স্বাস্থ্য) হতে আগেভাগেই খরচ করতে হবে নতুবা বিচার দিন এর জন্য চরমভাবে শাস্তি পেতে হবে।

(২) হাশরের দিন কোন প্রকার কেনাবেচা, কোন বন্ধুত্ব এবং কারো কোন সুপারিশ গ্রহন যোগ্য হবেনা।

(৩) আল্লাহ এমন সত্বা যিনি চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব, আসমানও জমিনের একচ্ছত্র মালিক তাঁর এ বিশাল সাম্রাজ্যে বিন্দুমাত্র অংশিদারিত্ব কারো নেই।

বাস্তবায়নঃ আমরা ভালো ভাবেই জানি বিশ্বজাহান ইহকাল ও পরকালের সৃষ্টি কর্তা, পালনকর্তা, একমাত্র মালিক আল্লাহতায়ালা। পরকালে বিচার দিনে আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন সুপারিশ, বিনিময়, বন্ধুত্ব কিছুই উপকারে আসবেনা। তাই দুনিয়ার জীবনেই ব্যয় করতে হবে তাঁর দেয়া সম্পদ।

এ সম্পর্কে কারো কারো প্রশ্ন থাকে রিজকতো আল্লাহ সকলকে সমান দেননি এবং অনেককে তো সম্পদই দেননি। এর উত্তরে বলতে হয় রিজক এর সঠিক ধারণা নিতে হবে। যেমন– সুস্বাস্থ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন, জ্ঞানবুদ্ধি, বিচক্ষণতা, কলাকৌশল, সুন্দর আচরণ, মানবীয় সৎ গুনাবলী, চিন্তাশক্তি, সন্তান-সন্ততি, অর্থ-সম্পদ, জমি-জমা, নেতৃত্বের যোগ্যতা, বলিষ্ঠ কণ্ঠ, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, লিখনী শক্তি, আবিস্কারের যোগ্যতা ইত্যাদি সব কিছুই রিজক এর অন্তর্ভূক্ত।

www.icsbook.info

কিয়ামতের বা পরকালের চিত্র

(সুরা-ইনফিতার)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝
وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۝
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ۝ يٰاَيُّهَا الْاِنْسَانُ
مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝ الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ
فَعَدَلَكَ فِيْ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۝ كَلَّا بَلْ
تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۝ وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۝ كِرَامًا
كَاتِبِيْنَ ۝ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ
نَعِيْمٍ ۝ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ ۝ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ
الدِّيْنِ ۝ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ۝ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا يَوْمُ
الدِّيْنِ ۝ ثُمَّ مَآ اَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ
نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ط وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۝

অনুবাদঃ

(১) যখন আকাশ মন্ডল চূর্ন বিচূর্ন হয়ে যাবে। (২) আর যখন তারকাগুলো

www.icsbook.info

বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। (৩) আর যখন সমূদ্র সমুহ দীর্ণবিদীর্ন করা হবে। (৪) আর যখন কবরগুলোকে খুলে দেয়া হবে। (৫) তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে তার আগের ও পরের কাজগুলি (৬) হে দুনিয়ার মানুষ কোন জিনিস তোমাকে ধোকায় ডুবিয়ে রেখেছিলো তোমার সে মহান প্রভূর ব্যাপারে। (তোমরা ভুলে ছিলে কি কারণে)? (৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন সঠিক ভাবে ও ভারসাম্য পূর্ণ করে। (৮) তিনি যেভাবে চেয়েছেন সে আকৃতিতে তোমাকে গঠন করেছেন। (৯) কক্ষনো নয় বরং আসল কথা হলো তোমরা পরকালকে মিথ্যা মনে করেছো। (১০) এবং নিশ্চয় তোমাদের উপর পরিদর্শক নিযুক্ত রয়েছে (১১) তারা সম্মানিত লেখক (১২) তোমরা যা করো সব কিছুই (তারা) জানেন। (১৩) নিশ্চয়ই নেককার লোকেরা সুখ শান্তিতে থাকবে। (১৪) আর নিশ্চয়ই খারাপ বা পাপী লোকেরা জাহান্নামে (কষ্টে) থাকবে। (১৫) তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে উহাতে বিচারের দিন। (১৬) তারা উহা হতে কোন অবস্থাতেই অনুপস্থিত থাকতে পারবেনা। (১৭) আর তুমি কি জানো বিচারের দিনটি কি? (১৮) (পরে আবার জিজ্ঞাসা করলেন) তুমি কি বলতে পারো বিচারের দিনটি কি? (১৯) যে দিন কোন ব্যক্তি (কারো পক্ষে কিছু করার সাধ্য থাকবেনা) অন্যকারো দায়িত্বভার নেবেনা এবং সেদিন সকল ক্ষমতা ও নির্দেশ একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত।

নামকরনঃ এ সুরার প্রথমে উল্লেখিত اِذَاالسَّمَاءُانْفَطَرَتْ এর انْفَطَرَتْ। শব্দ দ্বারা এর নামকরণ করা হয়েছে আলইনফিতার। অর্থ = ফেটে যাওয়া।

শানে নুজুলঃ ইহা মক্কীসুরা। মক্কীজীবনে অবতীর্ণ সূরাগুলো সাধারণত তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত ইত্যাদি বিষয়ের সত্যতা ও যথার্থতা প্রমাণের জন্য নাযিল হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা য়ায় যে, এই সুরাটিও উপরোক্ত বিষয়ে নাযিল হয়েছে। বিশেষ করে কিয়ামতের সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এ সুরাটি নাযিল করা হয়েছে। উদ্ধৃত হাদীসটি নিম্নরূপ-

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَاِلِيْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُ رَأْيِ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ

www.icsbook.info

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَاالسَّمَاءُانْفَطَرَتْ وَاِذَاالسَّمَاءُانْشَقَّتْ

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিবস কে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখতে চায় সে যেন সুরা তাকভীর, ইনফিতার এবং ইনশিকাক পাঠ করে।

আলোচ্য বিষয়ঃ- কিয়ামতের বিপর্যয় এবং আখিরাতের চিত্র।

ব্যাখ্যা ঃ

اِنْفَطَرَتْ = চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়া। ফেটে যাওয়া, তুলার মত হয়ে যাওয়া।

كَوَاكِبُ=ইহা كَوْكَبٌ এর বহুবচন। এর অর্থ-তারকা, তারকারাজী।

اِنْتَثَرت =বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া, ছিটকে পড়া, স্থানচ্যুত হওয়া।

بِحَارُ =ইহা بَحْرٌ এর বহুবচন। সমুদ্র, মহাসমুদ্র

فُجِّرَتْ=উথলিয়ে দেওয়া হবে। টগবগ করে দেয়া হবে। তরঙ্গায়িত হবে।

قُبُوْرُ ইহা قَبْرٌ এর বহুবচন, এর অর্থ- কবর, কবর সমুহ, সমাধীর স্থান।

بُعْثِرَتْ =খুলে দেয়া হবে। প্রকাশ করে দেয়া হবে। বন্ধন মুক্ত করা হবে।

قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ –যা-নিয়ে আসছে এবং যা পরে হবে। যা পাঠিয়েছে এবং যা পরে বসে যোগ হয়েছে। যা তার সামনে আছে সেটা قَدَّمَتْ আর পরে যা হবে সেটা

اَخَّرَتْ- مَاغَرَّكَ কোন জিনিষ তোমাকে ধোকার মধ্যে রেখেছে। অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছে। গাফলতির মধ্যে নিমজ্জিত করে রেখেছে।

فَسَوَّاكَ তোমাকে যথাযথ ভাবে বানিয়েছেন। সুসজ্জিত করেছেন। যেভাবে বানানো দরকার সেভাবে বানিয়েছেন।

فَعَدَلَكَ তোমাকে ভারসাম্য পূর্ণ করে সৃষ্টি করেছেন (Balanced)

اَيِّ صُوْرَةٍ যে আকৃতিতে চেয়েছেন। যেভাবে চেয়েছেন যে ছবিতে বানানোর জন্য ইচ্ছা করেছেন (সেভাবে বানিয়েছেন)।

رَكَّبَكَ তোমাকে পূর্ণাঙ্গরূপ দিয়েছেন। পূর্ণতা দান করেছেন। সংযোজন

www.icsbook.info

করেছেন। সংযোগ স্থাপন করেছেন, সুসংযোজিত করেছেন।

تُكَذِّبُوْنَ তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ। মিথ্যা মনে করেছে। মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। অর্থাৎ তোমরা বিশ্বাস করনি।

الدِّيْنُ শব্দটি কুরআন মজীদে ৪টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে

(১) দ্বীন অর্থ– আনুগত্য করা, হুকুম মেনে চলা, পরিপূর্ণ সমর্পন করা, যেমন- কোরআনে পাকে সূরা আলে ইমরানের ৮৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

'তারা কি আল্লাহর আনুগর্ত্য ছাড়া অন্য কিছু চায়? অথচ আসমান ও যমীনে যা কিছুআছে সবাই তারই নিকট আত্মসমর্পন করছে।'

(২) দ্বীন অর্থ- অনুগত্যের বিধান বা পদ্ধতি, জীবন বিধান ও হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে কোরআনে পাকের অন্যত্র বলা হয়েছে–

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

'নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত জীবনবিধান বা আনুগত্যের বিধান হচ্ছে ইসলাম।' (আলে ইমরান-১৯)

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ –

'তিনিই সে সত্তা যিনি তার রাসুলকে হেদায়েত ও আনুগত্যের সত্য বিধান সহকারে পাঠিয়েছেন। যেন তিনিই একে অন্যসব আনুগত্যের বিধানের উপর বিজয়ী করেন।' (আসসাফ-৯)

(৩) দ্বীন অর্থ- আইন, রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা। সূরায়ে আল মুমিনের ২৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِىْ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ –

'ফেরাউন বলল, আমাকে ছেড়ে দাও আমি মুসাকে হত্যা করব, সে তার রবকে ডেকে দেখুক। আমি আশঙ্কা করছি যে, সে তোমাদের আইন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বদলিয়ে দেবে অথবা (অন্ততঃপক্ষে) দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে।' (আল-মুমিন-২৬)

(৪) দ্বীন অর্থ- প্রতিদান দিবস, প্রতিফল দিবস, বিনিময় ও বিচার দিন এখানে দ্বীন অর্থ হলো, বিচার দিন। সূরায়ে ফাতিহায় বলা হয়েছে –

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ -

'প্রতিদান দিবসের মালিক।'

সূরায়ে ইনফিতারে বলা হয়েছে–

www.icsbook.info

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ -

'কখনো নয়, বরং তোমরা প্রতিদান দিবসকে মিথ্যে মনে করছ।'
(ইনফিতার-৯)

আলোচ্য অংশে দ্বীন বলতে প্রতিদান দিবস বা পরকালে বিচারদিনকে বুঝানো হয়েছে।

حَافِظِيْنَ পরিদর্শকগণ, সংরক্ষকগণ, দেখাশুনাকারী তথ্য সংগ্রহকারী, পাহারাদারগণ।

كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ঃ-সম্মানীত লিখকগণ, তাঁরা সম্মানীত লিখক।

اَلْاَبْرَار ঃ-ইহা بر এর বহুবচন, অর্থ সৎপন্থীগণ, হকপন্থী লোকেরা, ভালো লোকেরা, অর্থাৎ যারা মুমিন।

فُجَّار ঃ- ইহা اَبْرَار এর বিপরীত শব্দ, পাপীষ্ঠ লোকেরা।

نَعِيْم = অসীম নিয়ামত, অফুরন্ত শান্তি, আল্লাহর অশেষ দান অর্থাৎ-জাননাত।

جَحِيْم -ইহা نَعِيْم এর বিপরীত, অর্থাৎ অশান্তি পূর্ণ, কষ্টদায়ক স্থান তর্থা জাহান্নাম,

وَمَاهُمْ عَنْهَابِغَائِبِيْنَ=তাদের কেহই ঐ দিন থেকে অনুপুস্থিত থাকতে পারবে না, অর্থাৎ অবশ্যই সকলকে সেদিন উপস্থিত হতে হবে।

وَالْاَمْرُ - ঃ-হুকুম, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, একচ্ছত্র মালিকানা, ফরসালা দানের অধিকার।

বিস্তারিত বিশ্লেষণ (কিয়ামতের চিত্র) ঃ

আলোচ্য সুরায়ে প্রথম তিন আয়াতে কিয়ামতের ভায়াবহচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কোরানের অন্যত্র বলা হয়েছে-

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ০ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ০ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ০

'আর যখন সূর্যকে ঢেকে দেয়া হবে, তারকাগুলো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে পড়বে আর পর্বতমালাকে চলমান করা হবে।' (সূরায়ে তাকবীর ১-৩)

সূরায়ে মুরসেলাতে বলা হয়েছে-

فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ০ وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ০ وَاِذَا الْجِبَالُ نُفِسَتْ ০

'যখন তারকাগুলোকে স্তিমিত করে দেযা হবে, আসমানকে বিদীর্ণ করে দেয়া হবে এবং পর্বতমালাকে উড়িয়ে দেয়া হবে।' (মুরসেলাত ৮-১০)

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ - وَخَسَفَ الْقَمَرُ -وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ.

www.icsbook.info

'যখন চক্ষু বিস্ফোরিত হবে, চন্দ্র নিষ্প্রভ হয়ে যাবে এবং চন্দ্র ও সূর্য একাকার হয়ে যাবে।' (কেয়ামাহ -৭-৯)

وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً –

'যমিন ও পর্বতমালার মাঝে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়া হবে এবং একই আঘাতে তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।' (সূরায়ে আল হাক্কা-১৪)

সূরায়ে আর-রাহমানে বলা হয়েছে–

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ –وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ–

'যেদিন পৃথিবীর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, সেদিন শুধুমাত্র আপনার সম্মানিত রবের মহান জাতিসত্তাই অবশিষ্ট থাকবে।' (আররাহমান ২৬-২৭)

আলোচ্য সূরার চতূর্থ আয়াতে ধ্বংসের পর মানুষকে পুনরায় উত্থিত করার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অন্যত্র বলা হচ্ছে–

وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا–

"আর যেদিন যমীন যা কিছু বহন করে আসছিলো তা বের করে দেবে অর্থাৎ কবর থেকে মানুষ উঠতে থাকবে।" (সূরায়ে যিলযাল-২)

সূরায়ে ইয়াসীনে বলা হয়েছে–

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُم مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ–

'আর যখন (দ্বিতীয়বার) সিংগায় ফুঁ দেয়া হবে তখণ তারা তাদের কবরসমূহ থেকে উঠে দলে দলে তাদের রবের দরবারে যেতে থাকবে।' (ইয়ামিন-৫১)

৫ম আয়াতে বলা হয়েছে প্রত্যেক ব্যক্তি জানবে তার আগের এবং পরের অবস্থা অর্থাৎ মানুষে তার জীবদ্দশায় যে সব ভাল বা মন্দ কাজ করেছে তা مَاقَدَّمَتْ এর অন্তর্ভূক্ত। আর যেসব কাজের প্রতিফল ও প্রতিক্রিয়া মানব সমাজে তার মৃত্যুর পর ফুটে উঠে বা প্রতিফলিত হয়। তা مَاَخَّرَتْ এর অনর্ভূক্ত। অন্য আয়াতে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَاتَعْمَلُوْنَ –

www.icsbook.info

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেক ব্যক্তির খেয়াল রাখা উচিত যে, সে আগামী দিনের জন্য কি সামগ্রীর ব্যবস্থা করেছে আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন।' (সূরা আল হাশর)

৬নং আয়াতে বলা হয়েছে 'হে দুনিয়ার মানুষ, কোন জিনিস তোমাকে তোমার রবের ব্যাপারে ধোঁকায় নিমজ্জিত করে রেখেছে?" এ প্রসঙ্গে সতর্ক করে অন্যত্র বলা হয়েছে–

وَمَالِىَ لَا اَعْبُدُ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ –

'আমার কি হয়েছে, আমি কেনো সে সত্তার ইবাদত করবো না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন অথচ তোমাদের সকলকে তারই নিকট ফিরে যেতে হবে।' (সূরা ইয়াসিন-২২) সূরায়ে আরাফে বলা হয়েছে–

وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا –

'তাদেরকে দুনিয়ার জীবন ধোঁকায় নিমজ্জিত করে রেখেছে।' (আরাফ-৫১)

আল্লাহ তাঁর রাসুলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন–

لَايَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ – مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ –

'(হে রাসূল) শহরের কাফেরদের জৌলূসপূর্ণ চলাফেরা তোমাকে যেন প্রতারিত করতে না পারে, কেননা ইহা অত্যন্ত নগণ্য সামগ্রী। অতঃপর তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম, আর ইহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান।'

(সূরা আলে ইমরান-১৯৬-৯৭)

৮নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ যেভাবে চেয়েছেন, ঠিক সে আকৃতিতে তোমাকে তৈরী করেছেন। অর্থাৎ সৃষ্টির রূপ-কাঠামোতে মানুষের কোনপ্রকার ইচ্ছা শক্তিই কার্যকরী নয়। বরং আল্লাহ তায়ালা যাকে যেভাবে যে আকৃতি ও রূপ দান করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন তাকে ঠিক সে কাঠামোতে বানিয়েছেন। সূরা ইয়াসিনে আল্লাহ্‌তা'য়ালা নিজে বলেছেন–

اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ –

www.icsbook.info

অর্থঃ– তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছে পোষন করেন তখন বলবেন হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে যায়। (ইয়াসিন–৪২)

৯ং আয়াতে বলা হয়েছে, কখনো নয় আসল কথা হলো তোমরা পরকালকে বিশ্বাসই করেননি, বরং ঐ দিনটি মিথ্যা মনে করেছো। এ প্রসঙ্গে অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন– كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ –

'কখনো নয় বরং তারাতো তাড়াতাড়ি পাওয়ার যোগ্য ফলাফলকে পছন্দ করে আর পরকালের ফলাফলকে বর্জন করে। (সুরাযে কিয়ামাহ ঃ ১৬-১৭)

সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ لَايَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا–

'নিশ্চয়ই তারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষন করে না (পরকালকে অস্বীকার করে) এবং দুনিয়ার জীবন পেয়েই তারা সন্তুষ্ট থাকে। আর ইহা দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে।' (ইউনূস-৭)

অন্যত্র বলা হয়েছে–

قَالُوْا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا –

'তারা বলল, যখন মাংসগুলো গলে গিয়ে শধু হাড়গুলো থেকে যাবে আর গুড়ো গুড়ো হয়ে যাবে তারপর কি আমাদের নতুনভাবে সৃষ্টি করে উঠানো হবে? (বনী ইসরাইল-৪৯)

উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে মানুষের পরকালের প্রতি অবিশ্বাসের কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মূলতঃ মানুষ আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার আসল কারণ হচ্ছে– পরকালের প্রতি অবিশ্বাস।

যারা পাপিষ্ঠ হিসেবে বিবেচিত হবে তাদেরকে আল্লাহর দরবারে বিচারের জন্য উপস্থিত করানো হবে, যেখানে কেউ কারো দায়িত্ব ভার গ্রহণ করবেন না। সেদিন সকল কর্তত্বভার সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক হবেন একমাত্র আল্লাহ। আর পাপীদেরকে অবশ্যই চির অশান্তিময় ও কষ্ট দায়ক স্থায়ী জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হবে। আর এ কঠিন মুহূর্তের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন–

www.icsbook.info

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهِ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ - لِكُلِّ امْرِءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُغْنِيْهِ - (سورة عبس)

অর্থ ঃ সেদিন মানুষ তার ভাই হতে, মাতা-পিতা ও বিবি বাচ্চাদের থেকে পালাতে থাকবে, ঐদিন তাদের এক এক জনের উপর এমন কঠিন সময় এসে পড়বে যে, নিজের ছাড়া আর কারও খবর থাকবে না। (সূরা-আবাসা)

শিক্ষা ঃ এই সুরাটির শিক্ষাগুলো নীচে দেয়া হলো–

(১) কিয়ামতের যে প্রলয় বা ধ্বংস হবে, সেদিন থেকে কেউ রক্ষা পাবে না।

(২) মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হলে, সকলে তাদের পূর্বের ও পরের সব অবস্থা জানতে পারবে।

(৩) আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল চিন্তা করে সবাই তাঁর দাসত্ব ও ইবাদত করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিৎ।

(৪) যারা পরকালে অবিশ্বাসী একমাত্র তারাই রবের আনুগত্য হতে দূরে অবস্থান করতে পারে।

(৫) প্রত্যেক মানুষের জন্য তদারককারী, গোয়েন্দা বিভাগ ও রেকর্ড সংরক্ষণকারী নিয়োগ করা হয়েছে। অতএব কেউ আল্লাহর মজবুত ধরা হতে বাঁচতে পারবে না।

(৬) যেহেতু আল্লাহই একমাত্র সেদিনের মালিক, আর কেউ কোন ব্যক্তির বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে পারবে না। তাই দুনিয়ার জীবনেই (এখনই) আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ ও তাঁর আনুগত্য করা কর্তব্য।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি ঃ আলোচ্য সুরাটি রাসুল (সঃ) এর মক্কী জীবনের এমন এক অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছে যখন আরববাসী তথা গোটা বিশ্ব তাওহীদ রিসালাতসহ আখিরাতের জীবনকে মোটেই গুরুত্ব না দিয়ে নিজেদের মনগড়া ধর্মনীতি ও সামাজিক স্বেচ্ছাচারী নীতি অনুসরণ করে চলতো। পরকালে রাব্বুল আল্লামীনের দরবারে জবাব দিতে হবে এবং সকল কাজকর্মের হিসেব নিকেস সহ শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে তাদের মোটেই বিশ্বাস ছিলনা। এই সুরাটি আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল উল্লেখ করে পরকালে একমাত্র তিনিই সকল ক্ষমতার মালিক বলে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে বলা হচ্ছে। সুরায়ে আততাকাসুরে পরকাল কেন্দ্রীক জীবন গড়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। বর্তমান অবস্থায়ও আমাদের মুসলিম মিল্লাতের তথা বিশ্ব মানবতার উন্নতি, শান্তি ও কল্যাণ করতে হলে আখিরাতমুখী জীবন গড়তে হবে। বিশেষ ভাবে ইসলামকে যারা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাদের জীবনের সকল পর্যায় আখিরাতের ভয়, জবাবদিহি ও কল্যান অকল্যাণকে সামনে রেখে জীবন পরিচালিত করতে হবে।

www.icsbook.info

মানুষের স্বভাব ও মুমীনের গুনাবলী

(আল-মাআরেজ ঃ ১৯–৩৫)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ۝ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ
جَزُوْعًا ۝ وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ۝
اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ ۝
وَالَّذِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۝ لِلسَّائِلِ
وَالْمَحْرُوْمِ ۝ وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝
وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ۝ اِنَّ
عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ
حٰفِظُوْنَ ۝ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ
فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ
فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ
وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَائِمُوْنَ ۝
وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝ اُولٰئِكَ فِيْ
جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ۝

www.icsbook.info

অনুবাদ ঃ

(১) নিশ্চয়ই মানুষকে দূর্বলচিত্ত দিয়ে, সংকীর্ণমনা করে সৃষ্টি করা হয়েছে।
(২) যখন তাহার উপর বিপদ আসে তখন ঘাবড়িয়ে বিচলিত হয়ে যায়।

(৩) আর যখন তাদের ভাল অবস্থা আসে (স্বচ্ছলতা) তখন কৃপনতা করে।
(৪) (কিন্তু এই চরিত্র হয়না তাদের) যারা মুসল্লি অর্থাৎ নামাজ আদায় করে।
(৫) যারা সালাতকে নিয়মিত বা স্থায়ী করে।
(৬) এবং যারা তাদের সম্পদের মধ্যে একটা অংশ নির্দিষ্ট করে রাখে।
(৭) ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের জন্য (অসহায় ও দরিদ্রদের)।
(৮) এবং যারা বিচার দিনকে সত্য বলে বিশ্বাস করে।
(৯) এবং যারা তাদের রবের আযাবকে ভয় করে।
(১০) কেননা তাদের রবের আযাবকে কেউ ভয় না করে পারে না।
(১১) এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের যথাযথ হেফাজত করে।
(১২) শুধু নিজেদের স্ত্রী অথবা ক্রীতদাসীর ক্ষেত্রে ভিন্ন (এ ক্ষেত্রে) এ ব্যাপারে তাদেরকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।
(১৩) এই পন্থা ব্যতিত যারা আরো চাইবে (যা কিছু করবে) তারাই হবে সীমালংঘনকারী।
(১৪) এবং যারা তাদের আমানত সমুহ এবং ওয়াদা প্রতিশ্রুতি যথাযথ সংরক্ষন করে।
(১৫) এবং যারা তাদের সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাপারে সততার উপর অটল থাকে।
(১৬) এবং যারা নিজেদের সালাতের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করে।
(১৭) এই সকল লোকেরাই জান্নাতে অবস্থান করবে যা অত্যন্ত সম্মানজনক বাসস্থান।

নামকরণঃ এ সুরার তৃতীয় আয়াতে উল্লেখিত ذِى الْمَعَارِجِ হতে এর নামকরণ করে হয়। এর বাংলা অর্থ উর্ধ্বগমনের সিঁড়িগুলো।

শানে নুযুলঃ ইহা মাক্কী সুরাসমুহের অন্তর্গত। এ সুরাটি নবুয়তের পঞ্চম বর্ষে আবিসিনিয়ায় হিজরতের সময় নাযিল হয়েছিল। তখন ইসলামী অন্দোলন তৃতীয় স্তরে অবস্থান করছিল। তৌহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের ব্যাপারে কাফের

www.icsbook.info

মুশরিকরা চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল এবং হাসি-ঠাট্টা ও উপহাসের মাধ্যমে আল্লাহর রাসূলকে সার্বিকভাবে দুর্বল করতে চেয়েছিল। আল্লাহতায়ালা তাদের এই চ্যালেঞ্জের যুক্তিযুক্ত ও দাঁতভাঙ্গা জবাব দানের উদ্দেশ্যে এই সুরাটি নাযিল করেন।

আলোচ্য বিষয়ঃ আয়াতগুলোর আলোচনার লক্ষ্য হলো মুসলমান। পরিস্থিতি মোকাবিলার লক্ষ্যে সংকীর্ণতা পরিহার, মজবুত ধৈর্যাবলম্বন ও বিশেষ কয়েকটি গুন অর্জনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।

ব্যাখ্যাঃ

هَلُوْعًا ঃ- দুর্বলচিত্ততা, দূর্বলতা, মজ্জাগত বা স্বভাবগত দোষ, টলটলায়মান দূর্বলতা, প্রকৃতিগত স্বভাব। এ আয়াতে বলা হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে মানুষকে সংকীর্ণমনা ও ছোট আত্মার করেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

جَزُوْعًا ঃ-হতাশ, পেরেশান, অধৈর্য্য, বিচলিত, ব্যতিব্যস্ত, চঞ্চলতা এর অর্থ হলো মানুষের উপর যখন কোন বিপদ মুসিবত আসে তখন সে হতাশ, বিচলিত ও অধৈর্য্য হয়ে যায় ।

مَنُوْعًا ঃ-স্বার্থপর, কৃপণ, সংকীর্ণমনা, এর বিপরীত হলো উদার, মহৎ, কল্যানকামী, ভালোবাসা। এ আয়াতের অর্থ হলো যখন মানুষের কোন ভালো অবস্থা বা স্বচ্ছলতা আসে তখন সে সংকীর্ণ ও কৃপণ হয়ে যায়।

مُصَلِّيْنَঃ-নামাজীগন, সালাত আদায়কারী, যারা নিয়মিত নামাজ আদায় করে। অর্থাৎ উপরোল্লিখিত মানবিক দূর্বলতা হতে তারাই মুক্ত হতে পারবে যারা মুসল্লি বা সালাত আদায়কারী। সালাত আদায়কারী যে বিভিন্নধরণের পাপ, অন্যায় ও দুর্বলতা থেকে মুক্তি পাবে সে সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরায়ে আনকাবুতের ৪৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ –

'নিশ্চয়ই নামাজ (সালাত) অন্যায় অশ্লীলতা থেকে (মানুষকে) বাঁচিয়ে রাখে।' (আনকাবুত-৪৫)

اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلٰوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ –

www.icsbook.info

'যারা সালাতের মধ্যে মনযোগ ও একাগ্রতা সহাকারে থাকে অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে সালাত আদায় করে।' (আল-মুমিনুন-২)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اَلْعَهْدُ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلٰوةَ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ -

'রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, আমাদের এবং তাদের (মুনাফিক) মধ্যকার চুক্তি হচ্ছে সালাত। অতএব, যে ব্যক্তি ইহা (সালাত) ছেড়ে দিল সে কুফরি করলো।' (তিরমিযী)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم يَقُوْلُ اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ -

'জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছিঃ মানুষের মাঝে শিরক ও কুফরের পার্থক্য হচ্ছে সালাত ত্যাগ করা।' (মুসলিম)

دَائِمُوْنَ ঃ- নিয়মিত, সর্বদা, ধারাবাহিক, ধীরস্থিরভাবে, স্থিতিশীলভাবে। এ আয়াতে ঐ সমস্ত মুসল্লিদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা নামাজকে নিয়মিত জামাতের সহিত আদায় করে। দু'একদিন পড়ার পর আবার বন্ধ করে দেওয়া আবার কিছু দিন আদায় করা এটা নয়। এ ধরণের নামাজীদের পরিচয় দিতে গিয়ে সুরায়ে আলমুমীনুনে বলা হয়েছে- "মুক্তি প্রাপ্ত নামাজী বা সালাত আদায়কারী তারা, যারা তাদের সালাতকে ধারাবাহিকভাবে আদায় করে।"

حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ঃ- নির্ধারিত অধিকার, নিদিষ্ট অংশ নিজেরা জেনে শুনে তাদের 'হক' বা অধিকার ঠিক করে রাখা এবং চাওয়া ব্যতিত এ অধিকার আদায় করে দেয়া। আর এখানে পরিমান নির্ধারিত নয়, কিন্তু অধিকার নির্ধারিত।

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ঃ- অভাবী ও বঞ্চিতদের। অভাবী বলতে যাদের অভাব সার্বক্ষনিক লেগেই আছে অথচ অভাব পূরণের তার কোন সাধ্য বা সমর্থ নেই এমনকি চাইতেও পারেনা।

আর বঞ্চিত বলতে বেকার, রুজি-রোজগারহীন, উপার্জনে অক্ষম লোক হঠাৎ বিপদগ্রস্ত হয়ে যে অভাবী হয়ে পড়ে, সর্ব শান্ত, নিশ্চিত রূপে জানা যায় যে এরা বঞ্চিত। এ ধরণের লোকদের প্রার্থনা বা চাওয়ার পূর্বেই অভাব পূরণ করে দিতে হবে।

www.icsbook.info

يُصَدِّقُوْنَঃ- সত্যতা প্রমাণ করে, তারা সত্য বলে বিশ্বাস করে, দৃঢ়প্রত্যয় পোষন করে। এ আয়াতে যারা বিচার দিনকে সত্য মনে করে, তার আজাব ও শাস্তির ভয়ে নিজের দৈনন্দিন কাজ কর্ম পরিচালিত করে, তাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

কোরআনের অন্যত্র বিচার দিনকে অস্বীকারকারী ও তার পরিণতি বলতে গিয়ে আল্লাহ বলেন-

ثُمَّ مَا اَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ - يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ط وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ -

অর্থাৎ আর বিচারের দিনটি সম্পর্কে তুমি কি জান? যেদিন কেউ কারো দায়িত্ব ভার নেবেনা, আর সেদিন সকল ক্ষমতা ও ফয়সালার চূড়ান্ত মালিক হবেন আল্লাহ। (ইনফিতার-১৮, ১৯)

مُشْفِقُوْنَ ঃ- ভয় করে। নিয়মিত ভয় পেতে থাকে। তারা সদা সর্বদা আতংকে ভীতসন্ত্রস্ত থাকে, ভয় করতে থাকে।

لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজতকারী। জেনা ব্যভিচার না করা। নির্লজ্জতা পরিহার করা। নগ্নতা ও অশ্লীলতা পরিহার করা। জেনা ব্যভিচার হতে পারে এমন বিষয় হতে অংগ প্রতংগকে হেফাজত কর। যেমন সুরা বনী ইসরাইলে আছে-

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا -

অর্থ ঃ- তোমরা ব্যভিচারের নিকটও যেওনা নিঃসন্দেহে এটা অশ্লিল ও নিকৃষ্ট পথ।

مَنِ ابْتَغٰى ঃ- যে ব্যক্তি তালাশ করে, অনুসন্ধান করে বারবার সীমা অতিক্রম করে। এখানে অর্থ হলো নিজেদের স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্য যে কোনভাবে অথবা অন্য যে কোন উপায়ে লজ্জাস্থানকে ব্যবহার করতে চায়। তারা হলো عَادُوْنَ বা সীমালংঘনকারী, সীমা অতিক্রমকারী, বাড়াবাড়ীতে লিপ্ত, এবং এরাই অপরাধী।

اَمَانَاتِهِمْঃ- তাদের আমানত সমুহ, গচ্ছিত সম্পদ সমূহ। এখানে আমানত দু'ধরনের হতে পারে।

(১) মানুষের পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে একজন অন্য জনের নিকট যা কিছু সোপর্দ করে এসব কিছুই আমানত।

www.icsbook.info

(২) আর এক ধরণের আমানত হলো আল্লাহ ও বান্দার সাথে সম্পাদিত চুক্তির আমানত সমুহ। যেমন জান-মাল, হকুক, -এ ব্যাপারে সুরায়ে তাওবায় ১১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

انَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَالْفَوْزُالْعَظِيْمُ –

অর্থ ঃ– নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে মারে (হত্যা করে) এবং নিজেরা নিহত হয় (শহীদ হয়)। আল্লাহ এই ওয়াদা যথাযথভাবে তাওরাত, ইনজিল এবং কুরআনে করেছেন। আল্লাহর চাইতে অধিক ওয়াদা পূর্ণকারী আর কেউ হতে পারে কি? সুতরাং তোমরা নিজেদের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর সন্তুষ্ট থাকো যা তোমরা তাঁর সাথে করেছো। আর এটাই হলো সবচেয়ে বড় সাফল্য। (তাওবা- ১১১)

উল্লেখিত আয়াতে জান ও মালকে আমাদের নিকট আল্লাহর দেয়া আমানত হিসেবে বুঝানো হয়েছে।

وعهدهم ঃ-তাদের ওয়াদা, চুক্তি, সন্ধি আল্লাহর এবং পারস্পরিক অংগীকার সমূহ। এ ওয়দা ও অংগীকারের ব্যাপারে কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে যে–

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ انَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا –

'আর তোমরা ওয়াদা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো। নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' (সূরা বনি ইসরাইল-৩৪)

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اذَا عَاهَدْتُمْ –

'তোমরা আল্লাহর নামে যখন ওয়াদা করো তা যেন পূর্ণ করো।' (সূরা নহল-৯১)

রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ وَلَادِيْنَ لِمَنْ لَاعَهْدَ لَهُ –

'যে ব্যক্তির আমানতদারী নেই, তার ঈমানও নেই, আর যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না তার কোন দ্বীন নেই।'

হাদীসে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صلعم اَرْبَعٌ مَّنْ

www.icsbook.info

كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اُتُمِنَ خَانَ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ - متفق عليه

অর্থ ঃ 'আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যার মধ্যে চারটি দোষ পাওয়া যাবে সে খালিস মুনাফিক, যার মধ্যে চারটির কোন একটি পাওয়া যাবে, বুঝতে হবে তার মধ্যে একটি মুনাফিকী চরিত্র সৃষ্টি হয়ে গেছে- যতক্ষননা সে তা বর্জন করে। সেগুলো হলো এই ঃ (১) তার নিকট আমানত রাখলে সে খিয়ানত করে, (২) কথা বলতে মিথ্যা বলে, (৩) ওয়াদা করলে তা ভংগ করে, (৪) ঝগড়ায় লিপ্ত হলে গালি-গালাজ করে।

(বুখারী ও মুসলিম)

رٰعُوْنَ ঃ- সংরক্ষনকারী, পূর্ণকারী, পালনকারী, দায়িত্ব পালনকারী।

بِشَهٰدتِهِمْ قَائِمُوْنَ সত্যের সাক্ষ্য দানে দৃঢ় থাকে, সত্যের সাক্ষ্য নিয়ে দন্ডায়র্মান হয়। দুনিয়ার সকল কাজে সত্যের সাক্ষ্য নিয়ে দন্ডয়মান হওয়া। এখানে সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে মৌখিক ও বাস্তবে উভয় সাক্ষ্যই প্রয়োজন, এক কথায় বলতে গেলে মুমিনের পুরো জীবনটাই সত্যের সাক্ষ্য দেয়ার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কুরআনেপাকে এ ব্যাপারে বিভিন্ন ভাবে ঘোষণা রয়েছে।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا-(البقرة)

অর্থ ঃ আর এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী জাতিরূপে সৃষ্টি করেছি যাতে তোমরা মানব জাতির উপর সাক্ষ্যদাতা হতে পারো এবং রাসূলও তোমাদের উপর সাক্ষ্যদানকারী হতে পারেন। (বাকারা-১৪৩)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ -

হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহরজন্য সত্যের সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়াও। (মায়েদা-৮)

"তার চাইতে বড় জালেম আর কে হতে পারে যার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সাক্ষ্য বর্তমান থাকার পরও তা গোপন করে রাখে।"

www.icsbook.info

مُكْرَمُوْنَ সম্মানিত, সম্মান সহকারে, আল্লাহর পক্ষ থেকে মর্যাদা প্রাপ্ত, আল্লাহর সম্মানিত মেহমানের মর্যাদা লাভ।

আলোচ্য অংশের প্রথমে মানুষের দূর্বলতা ও দূর্বলচিত্ত করে সৃষ্টি করায় সার্বিক দূর্বলতা থেকে বেঁচে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সম্মানের সহিত জান্নাতে অবস্থান করতে হলে উল্লেখিত আটটিগুণ অবশ্যই অর্জন করতে হবে। আর এই গুণ গুলোকেই মুমিনের গুন বা বৈশিষ্ট্য হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

শিক্ষা ঃ উল্লেখিত অংশের শিক্ষাগুলো নীচে দেয়া হলো।

(১) মানুষকে স্বাভাবিক ভাবেই দূর্বলচিত্ত ও সংকীর্ণমনা করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

(২) সংকীর্ণতা ও দূর্বলতা হতে বেঁচে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও সম্মানের পুরস্কার পেতে হলে নিম্নলিখিত গুণাবলী অর্জন করতে হবে।

গুনগুলো হলো ঃ

(ক) সালাত আদায় করতে হবে যথাযথভাবে, নিয়মিত ও জামায়াতের সহিত।

(খ) অর্জিত সম্পদ হতে বঞ্চিত ও প্রার্থীদের জন্য অংশ নির্ধারিত করে রাখবেন।

(গ) পরকাল ও পরকালের শাস্তিকে সত্য বলে বিশ্বাস করে ও ভয় করে।

(ঘ) যৌণ-ক্ষুধা নিয়ন্ত্রন করে, শরয়ী দৃষ্টিতে এবং সীমালংঘন মূলক আচরণ করে না।

(ঙ) নিজেদের কৃত ওয়াদা ও আমানতসমুহ যথাযথ ভাবে সংরক্ষন করে।

(চ) যারা সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে এবং মৌলিক ও বাস্তবে সর্বাবস্থায় সত্যকে স্বীকৃতি দান করে।

(ছ) আল্লাহর ভয়, আল্লাহর প্রেম ও ভালবাসা সদা সর্বদা মনে জাগ্রত রেখে।

বাস্তবায়ন ঃ আমাদের বর্তমান সমাজ দেখলে মনে হয় সত্যি আল্লাহ যে সংকীর্ণতা ও দূর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন তা হুবহু এই সমাজেই বিরাজমান।

আমাদের এ সকল দুর্বলতা কাটিয়ে উদারতা, ভদ্রতা, সহানুভুতিপরায়ন, মহানুভবতা, পরোপকারী, খোদাভীরু, আখিরাতের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও ভয় ইত্যাদি যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। বিশেষ করে উল্লেখিত আয়াত সমুহে যে সকল গুণাবলী অর্জন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই অর্জন করতে হবে।

আশা করা যায় বর্তমান এই জাহিলায়াতের মধ্যেও আমরা নিজেদেরকে আমাদের পরিবার ও সমাজ এবং আমাদের দেশ ও জাতিকে সকল প্রকার দুর্বলতা থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবো ইনশআল্লাহ।

www.icsbook.info

আল্লাহর ইবাদত করার আহ্বান

(বাকারা-২১-২২)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَاتَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

অনুবাদঃ-

(১) হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত করো যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও সৃষ্টি করেছেন। এতে আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে। (এতে তোমরা নাজাত বা নিষ্কৃতি পেতে পারো)।

(২) (যে রবের ইবাদাত করতে বলা হচ্ছে) তিনি এমন সত্বা যিনি তোমাদের জন্য যমিনকে বিছানা হিসেবে ব্যবহার করার উপযুক্ত করে দিয়েছেন এবং আসমান হতে পানি বর্ষণ করায়ে সেখান থেকে ফসলাদি উৎপন্ন করে তোমাদের জন্য খাদ্য বা রিজিক হিসেবে দিয়েছেন।

www.icsbook.info

অতএব তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করোনা। এই অবস্থায় তোমরা সব কিছু জানো।

আলোচ্য বিষয়ঃ– উল্লেখিত দু'টি আয়াতের আলোচ্য বিষয় মূলতঃ একটাই। আর আলোচ্য বিষয়টিকে দু'ভাগে ভাগ করে বলা যায়–

(১) তাওহীদের প্রতি বিশ্বের মানুষকে আহবান জানানো।

(২) তাওহীদ গ্রহণ করার বাস্তব দিকটাই হলো ইবাদাত। মানুষ যখন পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণকল্পে নিজকে সোপর্দ করে দেবে এবং সে অনুযায়ী কাজ পরিচালনা করবে তখন সেটাই হবে তাওহীদ এবং সেটাই হবে ইবাদত।

শানে নুযুল ঃ– এ সুরার প্রথম থেকে ২০ আয়াত পর্যন্ত মুমিন, কাফির ও মুনাফিকদের চরিত্র ও কার্যাবলী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত তিনটি সম্প্রদায়কে এক করে সার্বজনীন ও সাধারন বা আম হেদায়াত ও আহবান জানানো হচ্ছে আল্লাহর দাসত্ব কবুল করার জন্য। এতে যুক্তি প্রমাণসহ কেন আল্লাহর এবাদত করতে হবে তাও মানবজাতির সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ-

اَلنَّاسُ আরবীতে اَلنَّاسُ মানুষ অর্থে ব্যবহার হয় اِنْسَانٌ শব্দ দিয়ে একজনকে বুঝানো হয় আর নাস দিয়ে সকল মানুষ নারী-পুরুষ উভয়কে বুঝায়।

মানুষের সকল প্রকার শ্রেণীবিন্যাস, দল, মত, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে বুঝানোর জন্যই নাস ব্যবহার করা হয়েছে। এর আগে মুমিন, মুশরীক, কাফির, মুনাফিক বলা হয়েছে। এখানে নাস বলে সকলকে সম্বোধন করা হয়েছে।

اُعْبُدُوْا ইবাদত করো, দাসত্ব করো, গোলামী করো, নির্দেশ মেনে চলো, হুকুম মান, আনুগত্য কর, চাকরী বিধি মেনে চলা ইত্যদি। এখানে ইবাদত আরবী (عبادت) শব্দ হতে এর উৎপত্তি হয়েছে তাই ইবাদাতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জানতে হবে। কারন সঠিক ইবাদাত করতে হলে ভালভাবে বুঝতে হবে।

www.icsbook.info

(ক) ইবাদত অর্থ কি?

এর আগে ইবাদতের শাব্দিক অর্থ কয়েকটি বলা হয়েছে, পরিভাষাগত অর্থে 'বান্দা তার মা'বুদের আনুগত্যের জন্য যা কিছু করে থাকে তাই হচ্ছে ইবাদাত। আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম দুনিয়াদারী, ঘর-সংসার সকল প্রকার বৈধ কাজই ইবাদত। তাফসীরে রুহুল বয়ানে বলা হয়েছে নিজের অন্তরে মাহাত্ম ও ভীতি জাগ্রত রেখে সকল শক্তি আনুগত্য ও তাবেদারীতে নিয়োজিত করা এবং সকল অবাধ্যতা ও নাফরমানী হতে দূরে থাকা।

(খ) ইবাদাত করতে হবে কেন?

আমরা বা মানুষ কেন আল্লাহর ইবাদত করবে এ কথার সূচনাতেই আল্লাহর সে ঘোষণা জানতে হবে, আল্লাহ বলেছেন–

وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ –

আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি। আল্লাহ আরো বলেছেন–

اَلَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا –

অর্থ ঃ 'যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যেন তিনি পরীক্ষা করতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কার আমল অধিকতর উত্তম। (মুলক-২)'

মানব সৃষ্টির সূচনাতে তিনি ঘোষণা করেছিলেন–

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً –

অর্থ ঃ 'আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা বা প্রতিনিধি সৃষ্টি করবো।' (বাকারা)

মানবাত্মা একসাথে সৃষ্টি করে আল্লাহ কৌশলে স্বীকৃতি নিয়েছেন এই বলে–

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى –

অর্থ ঃ 'আমি কি তোমাদের রব নই? উত্তরে তারা বলেছিল হ্যাঁ।'

আল্লাহতায়ালার সৃষ্টি অনুগ্রহের কথা স্মরণ করায়ে সুরায়ে ইনফিতারে বিবেককে জাগ্রত করার জন্য বলেছেন–

يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ –اَلَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ–

অর্থ ঃ 'হে মানুষ কোন জিনিষ তোমাকে তোমার রবের ব্যাপারে ধোকার মধ্যে

www.icsbook.info

নিমজ্জিত করে রেখেছে? অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, সুসজ্জিত করেছেন এবং ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন। (ইনফিতার--৬-৭)'

তদ্রূপ উল্লেখিত আয়াতে বলেছেন – الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا

সুতরাং উপরোল্লিখিত আয়াতগুলোর আলোকে আমরা তথা মানবজাতি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যে কোন অবস্থায় বিবেক ও মন, বুদ্ধি ও চিন্তা, কৌশল ও যুক্তি সকল দিক থেকে হিসেব করলে অবশ্যই আল্লাহর ইবাদাত করতে হয়। এতো কিছুর পর তিনি মহান সত্বা শুধু আমাদের আনুগত্য বা ইবাদত চেয়েছেন। আল্লাহ আরো বলেছেন, সুরায়ে আততীনের আয়াতঃ–

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ –

অর্থঃ– 'আল্লাহ কি সকল শাসকদের শাসক নন?'

– اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ হুকুম বা কর্তৃত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কারো নয়। অতএব তারই ইবাদত করা যুক্তিযুক্ত। এ কারণেই আমাদেরকে অর্থাৎ মানবজাতিকে আল্লাহর ইবাদত করতেই হয়।

(গ) ইবাদতের প্রকারভেদঃ–

মৌলিকভাবে ইবাদাত দুই প্রকার (ক) শারিরীক ইবাদত। (খ) আর্থিক ইবাদাত।

প্রথম প্রকারঃ যেমন নামাজ রোজা, হজ্জ জিহাদ ইত্যাদি।

২য় প্রকারঃ যেমন হজ্জ, যাকাত, জিহাদ, কুরবানী। এছাড়াও ইবাদতের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে আরো বিশদ আলোচনা করা যায়। যেমন চিন্তাভাবনায় ইবাদত, আমানতদারীর ইবাদাত, সত্যের মৌখিক ও বাস্তব সাক্ষ্য দেয়ার ইবাদাত, একত্ববাদ, রিসালাত ও আখিরাতের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার ইবাদাত ইত্যাদি।

এককথায় একজন মুমিন জীবনে যত প্রকার কাজ করবে যেমন ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত পারিবারিক নিয়ম-কানুন থেকে আরম্ভ করে সামাজিক নিয়ম-কানুন পর্যন্ত যত প্রকার কার্যাবলী সমাধা হবে সব কাজই ইবাদতের মধ্যে গণ্য। মুমিনের পুরোজীবনটাই ইবাদত।

www.icsbook.info

এখানে মৌলিক ইবাদতগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হচ্ছে।

(ঘ) মৌলিক ইবাদত ঃ মুমিনের পুরো জীবটই ইবাদাত। তারপরও মৌলিকভাবে কয়েকটি ইবাদত এখানে উল্লেখ করছি যেগুলো না হলে ঈমান ও কুফরের পার্থক্য করা মুশকিল। যেমন– নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ্জ, মানব জাতির কল্যাণ, মারূফ কাজের নির্দেশ, মুনকার কাজের নিষেধ (জিহাদ) ইত্যাদি। হাদীসে রাসূলে ৫টি বিষয়কে ইসলামের স্তম্ভ বা খুঁটি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হলো- কালেমা, নামাজ, রোজা, যাকাত ও হজ্জ।

অতএব যে ভিত্তিগুলোর উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত সেগুলোই মৌলিক ইবাদতের শামীল। অর্থাৎ এই মৌলিক ইবাদাতগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করতে সক্ষম হলে একজন ব্যক্তিকে সার্বিক ইবাদতের জন্য তৈরী করবে। ইবাদতের যথার্থ তাৎপর্য ও মর্ম অনুধাবন করতে হলে মৌলিক ইবাদাত সমূহ যথার্থভাবে আদায়ের মাধ্যমে একমাত্র সম্ভব। কেউ যদি মনে করেন মৌলিক ইবাদত সমূহ পালন করলেই যথেষ্ট হবে আর কোন আমল বা কাজের প্রয়োজন হবে না, এটা কিন্তু ঠিক নয়। কেননা সার্বিক ইবাদত ও খেলাফতের উদ্দেশ্যে মৌলিক ইবাদত সমূহ শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

(ঙ) ইবাদাতের ফলাফলঃ

কেন আমরা ইবাদত করবো? ইবাদতের প্রকৃত তাৎপর্য ও ইবাদতের প্রকারভেদ ইত্যাদি আলোচনার পর ইবাদতের পরকালীন ফলাফল সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নেয়া প্রয়োজন। স্বাভাবিক ও সাধারণ জ্ঞানেও আমরা বুঝি যে মহান সৃষ্টিকর্তা এতো সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের জীবনযাপনের যাবতীয় ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে করেছেন সেই মালিকের ইবাদাত না করা বা আনুগত্য না করার পরিণতি যে কত ভয়াবহ হবে তা সহজে অনুমান করা যায়। যারা যথাযথ আনুগত্য করবে ইবাদত করবে, তাদের জন্য রয়েছে পরকালীন চিরন্তন ও স্থায়ী জান্নাত পুরস্কার।

সুরায়ে মুনাফিকুন-এর মধ্যে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَااَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ –

অর্থঃ– হে ঈমাদারগণ তোমাদের ধনসম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন

www.icsbook.info

তোমাদেরকে আল্লাহর জিকর বা ইবাদত হতে গাফিল করে না দেয়। যারা এমন করবে বা এ ধরনের কাজে লিপ্ত হবে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ বা ধ্বংসপ্রাপ্ত (সুরা মুনাফিকুন-৯)

সুরায়ে আন নাজম এ আল্লাহ আরো ঘোষণা করেছেন–

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى - وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرٰى - ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفٰى - وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى -

অর্থ ঃ– মানুষ তার চেষ্টা অনুযায়ী ফল লাভ করবে। তাঁর প্রচেষ্টা অতি সত্তর দেখে নেয়া হবে অতঃপর সে পুরোপুরি ফল লাভ করবে। অবশেষে তোমাদের সকলকে রবের নিকট পৌছতে হবে। (আননাজম) [৩৯-৪২]

আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ -

অর্থ ঃ– 'তোমরা নিজদের জন্য দুনিয়া থেকে যে সকল নেকি বা ভালো পাঠাবে, আল্লাহর কাছে গিয়ে তাই পাবে, অবশ্যই তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সব দেখেন।' (বাকারা-১১০)

উল্লেখিত আয়াতগুলো হতে আমরা জানতে পারলাম যে, ইবাদাতকারী পরকালে তার ইবাদতের যথাযথ ফল লাভ এবং ইবাদাত না করে থাকলে তার মন্দ কাজের কুফলও পাবে। এই বিশ্বাস ও ধারণা আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। আরো ২/১টি আয়াত হতে ইবাদতকারী যে পুরস্কার পাবে তা নিশ্চিত করে বলা হয়েছে। যেমন–

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ- خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

অর্থ ঃ– 'নিশ্চয় যারা ঈমানদার এবং আমলে সালেহ করেছে তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতে ভরা জান্নাত বা বাগান, তারা চিরকাল সেখানে থাকবে (উপভোগ করবে) এটা আল্লাহর সঠিক ওয়াদা, তিনি মহাশক্তিশালী ও বিজ্ঞানময়।' (লোকমান ৮-৯)

একটি হাদীসে কুদসীতে বর্ণনা করা হয়েছে–

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ

www.icsbook.info

وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ

অর্থঃ– 'আল্লাহতায়ালা বলেন– আমার সালেহীন বা নেক বান্দাদের জন্য আমি এমন সামগ্রী তৈরী করে রেখেছি যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শুনেনি আর কোন মানুষের মন কখনো কল্পনা করেনি। (বুখারী, মুসলিম)

সংক্ষিপ্তভাবে ইবাদাতের ফলাফল বর্ণনা করে ইবাদাত সংক্রান্ত আলোচনা এখানেই শেষ করা হলো।

خَلَقَكُمْ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অস্তিত্ব দান করেছেন, জীবন দিয়েছেন। এর পরই বলা হয়েছে শুধু তোমাদেরকে নয় তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও সৃষ্টি করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তাও সে মহান রব।

সুরায়ে ইনফিতারে বলা হয়েছে সৃষ্টি করার মধ্যে আল্লাহ তার মর্জি অনুযায়ী যেভাবে চেয়েছেন সেভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টিতে ভারসাম্য রক্ষা বলেছেন–

اَلَّذِيْ خَلَقَكَ – فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ – فِيْ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّاشَاءَ رَكَّبَكَ –

فِرَاشًا বিছানা, বিশ্রামস্থল, আরাম-আয়েশের স্থান আর بِنَاءٌ বলে আকাশকে ছাদ হিসেবে তৈরী করেছেন। এর অর্থ হলো আসমান ও জমিন একেবারে ভাসমান নয় যদিও আকাশের কোন খুঁটি বা স্তম্ভ নেই। আল্লাহ কুদরতী শক্তি বলে ছাদের ন্যায় মজবুত করে আমাদের জন্য স্থাপন করেছেন। জমিনও আমাদের ব্য বহার-এর ক্ষেত্রে বিছানার ন্যায় আমরা পেয়ে থাকি। ثَمَرٌ الثَّمَرَاتُ–শব্দের বহুবচন ثَمَرَاتٌ অর্থ হল– ফলসমূহ অর্থাৎ মানবীয় প্রয়োজনে যেকোন ধরনের ফল বা ফসলের চাষ করা হোক না কেন সকল প্রকার ফল ও ফসল রিজিক হিসেবে মানুষের জন্য আল্লাহ ব্যবস্থা করেছেন। জমিন এমন শক্ত নয় যেখানে কোন চাষাবাদ করা যাবে না। আবার এমন নরমও নয় যাতে পা রাখা যাবে না, বরং সকল প্রকার ফসল বা ফল উৎপাদন উপযোগী যেমন জমিন; তেমনিভাবে আকাশ থেকে সে পরিমান পানিও বর্ষন করে থাকেন।

সুরায়ে ওয়াকেয়ার মধ্যে আল্লাহ প্রশ্ন করে জানিয়ে দিচ্ছেন–

اَفَرَاَيْتُمْ مَّاتَحْرُثُوْنَ –ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ –

www.icsbook.info

অর্থ ঃ– বলো দেখি! তোমরা জমিনে যা বপন করো সেগুলো কি তোমরা উৎপাদন করো, না আমি উৎপাদন করি? অর্থাৎ আমরা শুধু চেষ্টা করি আর আল্লাহ নিজেই আমাদের রিজকের জন্য প্রয়োজনীয় ফল ফলাদী উৎপাদন করেন।

فَلَاتَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا –

কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করোনা, অন্য কাউকে আল্লাহর সমমর্যাদায় বা সমতুল্য মনে করোনা। অর্থাৎ আল্লাহর এতোসব নিয়ামত গ্রহন করার পর অবশ্যই তার ইবাদাত করতে হবে। পক্ষান্তরে তার সমতুল্য কাছাকাছিও কাউকে মনে করা যাবে না।

শিক্ষাঃ– আলোচ্য অংশের শিক্ষাগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) আমাদেরকে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করতে হবে।

(২) আল্লাহর ইবাদাতে অন্য কাউকে বিন্দুমাত্রও শরীক বা সমকক্ষ মনে করা যাবে না।

(৩) আল্লাহ আমাদের সকলের এবং বিশ্বজাহানের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও একক ক্ষমতার অধিকারী।

(৪) তিনি আসমান জমিনসহ সকল সৃষ্টি মানবজাতির কল্যাণার্থে সৃষ্টি করেছেন।

(৫) আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে একমাত্র তাঁর ইবাদত করতে পারলে আমরা পরিত্রান বা মুক্তি পাবো।

বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ– বর্তমানে সমস্যাসংকুল এই পৃথিবীতে বিশেষ ভাবে বাংলাশের সার্বিক অবস্থার আলোকে বলতে হয়, আমরা যদি মুসলমান হিসেবে আল্লাহর একত্ববাদে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি, তার সাথে সাথে সে মহান সৃষ্টি কর্তার আনুগত্য ও ইবাদত যথাযথভাবে আদায় করতে পারি। তাহলে আমরা ইবাদতের সুফল পাবো এবং কুফল থেকে মুক্তি পাবো।

আমাদের সমস্যার সমাধান এর মধ্যেই সম্ভব হবে। যদি আমরা এই শিক্ষা গ্রহন না করে অন্য কোন উপায়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি তবে কোনদিনও আমরা দুনিয়ার জীবনে শান্তি আনতে পারবো না এবং পরকালীন জীবনেও মুক্তি বা নাজাত পাবোনা। আল্লাহ যেন আমাদেরকে তার ইবাদাতসমুহ বুঝে যথার্থভাবে তা আদায় করতে পারি, সে তৌফিক দান করেন।

www.icsbook.info

জামায়াতী জিন্দেগীর প্রয়োজনীয়তা

(আল-ইমরানঃ ১০২-১০৪)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَاتَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَاتَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝ وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

অনুবাদঃ

(১) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ঠিক যতটুকু তাকে ভয় করা উচিত এবং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।

www.icsbook.info

(২) এবং তোমরা মজবুতভাবে ধারণ করো আল্লাহর রজ্জুকে একতাবদ্ধ হয়ে এবং পরস্পর বিছিন্ন হয়ো না (বরং) স্মরণ করো আল্লাহর সে নিয়ামতের কথা যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে পরে আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন, (যার ফলে) তাঁর সে নিয়ামতের বদৌলতে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গিয়েছো এবং তোমরা (এর পূর্বে) ছিলে অগ্নিকুন্ডের সীমানার উপর, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে সেখান থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য তার নিদর্শনসমুহ যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পারো।

(৩) আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিৎ যারা (দুনিয়ার মানুষকে) আহবান করবে কল্যানের প্রতি এবং নির্দেশ দিবে ভালো বা মারূফ কাজের ও নিষেধ করবে অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকতে। আর ঐ সকল লোকেরাই হবে (পরকালে ইহকালে) সফলকাম।

নামকরণঃ– এ সুরায় মধ্যস্থিত ৩৩নং আয়াত

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ –

থেকে চিহ্ন স্বরূপ ইহার নামকরণ করা হয়েছে 'আল ইমরান'

শানে নুযুল ঃ সুরা আলে ইমরান মোট চারটি ভাষণে সমাপ্ত হয়।

১ম ভাষণ– ১ম থেকে ৪র্থ রুকুর ২য় আয়াত পর্যন্ত বদর যুদ্ধের পর অবতীর্ণ হয়।

২য় ভাষণ ঃ– ৪র্থ রুকুর ৩য় আয়াত হতে শুরু করে ৬ষ্ঠ রুকু পর্যন্ত নবম হিজরীতে নাজরান প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়।

৩য় ভাষণঃ– ৭ম রুকু হতে দ্বাদশ রুকু পর্যন্ত বদর ও অহুদ যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে নাজিল হয়।

৪র্থ ভাষণঃ– ত্রয়োদশ রুকু হতে শেষ পর্যন্ত, ওহুদ যুদ্ধের পরে পর্যালোচনা মুলক ভাষণ হিসেবে নাজিল হয়।

রাসূল (সঃ) এর মদীনায় আগমনের পর আওস ও খাজরাজ গোত্রের দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং তারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণ করার পর পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু একদিন হঠাৎ

www.icsbook.info

উভয় গোত্রের দুই ব্যক্তি নিজেদের আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে পারস্পরিক বাদানুবাদ করতে থাকে। এমন কি এভাবে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে পরস্পরে নিন্দাসূচক কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করে। হুজুর (সঃ) সেখানে পৌঁছলে উভয়ের মধ্যকার বিবাদ মিমাংসা করে দেন এবং সেই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আল্লাহতায়ালা এ আয়াতগুলো নাজিল করেন।

আলোচ্য বিষয় ঃ– আলোচ্য অংশে মুসলিম জাতির দলগত শক্তিকে অজেয় করে তোলার তিনটি প্রধান মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমত ঃ খোদাভীতি বা তাকওয়া।

দ্বিতীয়ত ঃ পরস্পর ঐক্য বা সংঘবদ্ধ জীবন যাপন।

তৃতীয়ত ঃ আল্লাহর পথে আহবান, সৎ ও কল্যানের কাজের আদেশ দান এবং অসৎ ও অকল্যানমূলক কাজে বাধাদান করা।

ব্যাখ্যা ঃ

حَقَّ تُقَاتِه ঃ – যথার্থ ভয় করা, যতটুকু ভয় করা উচিত, যে ভাবে ভয় করলে আল্লাহকে ভয় করার হক আদায় হবে। এখানে যথার্থ ভয় করা তখনি সম্ভব হবে যখন আল্লাহর পরিচিতি আমাদের সামনে সুস্পষ্ট থাকবে। আর এ পরিচিতির মধ্যে থাকবে আল্লাহর জাত এবং সিফাত। আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে কুরআন মজীদের অন্যত্র বর্ণিত আছে–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْااللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًاسَدِيْدًا –

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাকে ভয় করো, সঠিক কথা বলো।' (আহযাব-৭০)

অন্য আয়াত–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَاتَعْمَلُوْنَ –

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আর প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা উচিত সে আগামী দিনের জন্য কি সামগ্রী পাঠিয়েছে। আর তোমরা শুধু আল্লাহকেই ভয় করতে থাকো। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল রয়েছেন।' (আল- হাশর-১৮)

সূরায়ে আনফালের ২৯ নং আয়াতে তাকওয়ার সুফল বর্ণনা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

www.icsbook.info

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ –

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য ন্যায়-অন্যায়ের, হক-বাতিলের ও সত্য-মিথ্যার তথা কল্যাণ-অকল্যাণের পার্থক্য চলার গুণ ও যোগ্যতা দান করেন এবং পাপসমূহ মিটিয়ে দেবেন। আর তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন বস্তুতঃ আল্লাহ মহান অনুগ্রহশীল। (আনফাল-২৯)

হাদীসে রাসুলে আমরা তাকওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক ঘটনা জানতে পারি। রাসূল (সাঃ) আল্লাহর দরবারে মুনাজাতে এ বিষয়টি দোয়া করার শিক্ষা দিয়েছেন।

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى –

ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসল (সাঃ) বলতেন, 'হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে হেদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা এবং অমুখাপেক্ষিতা চাই।' (মুসলিম)

وَلَاتَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ – তোমরা মুসলমান হওয়া ব্যতিত কর্ষ্ণনো মৃত্যুবরণ করো না। মানুষের জীবন মৃত্যুর চাবি কাঠি একমাত্র আল্লাহর হাতে। কেউ বলতে পারবেনা যে, তার মৃত্যু কখন হবে। অতএব আল্লাহর এ নির্দেশ পালনের লক্ষ্যে আমাদেরকে সর্বাবস্থায় সার্বক্ষনিক মুসলমান হিসেবে অর্থাৎ আত্মসমর্পিত ব্যক্তি হিসেবে তৈরী থাকতে হবে। যেন মালাকুলমওত (আজরাঈল) এসে আমাদেরকে মুসলিম হিসেবে পায়।

وَاعْتَصِمُوْا ইহার অর্থ মজবুত ভাবে ধারন কর, গ্রহন কর, আকড়িয়ে ধর, অবলম্বন কর, বাস্তবায়ন কর।

بِحَبْلِ اللّٰ 'হাবলুল্লাহ' শব্দের শাব্দিক অর্থ আল্লাহর রশি, রজ্জু, এখানে 'হাবলুল্লাহ' বলে আল্লাহতায়ালার আদেশ, নিষেধ, হুকুম-আহকাম স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির দায় দায়িত্ব, এক কথায় ইসলাম যে পূর্নাঙ্গ জীবন বিধান এবং কুরআন বিশ্বমানবতার জন্য সংবিধান, তাই বুঝানো হয়েছে।

جَمِيْعًا وَلَاتَفَرَّقُوْا ঐক্যবদ্ধ হও, বিছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ো না। সংঘবদ্ধভাবে, বিক্ষিপ্তভাবে নয়। এখানে আল্লাহতায়ালার দুটি নির্দেশ রয়েছে একটি হলো ইতিবাচক (ম্রেটধশণ), অন্যটি হলো নেতিবাচক (agative)

www.icsbook.info

সূরা আলে-ইমরানের ১০৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَاُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ –

"তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না, যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়েছে এবং প্রকাশ্য নিদর্শন পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা।"

হাদীসে রাসূলে জামায়তী জিন্দেগীর প্রতি কঠোর নির্দেশ অন্যথা শয়তান সংগ নেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَاِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ اثْنَيْنِ اَبْعَدُ –

'তোমাদের উপর জামায়াতী জীবন বাধ্যতামূলক এবং বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত থাকা হতে বেঁচে থাকো। কেননা, শয়তান একাকী জীবনে-সংগ নেয় আর দু'ব্যক্তি হলে শয়তান দূরে সরে যায়।'

এখন ইতিবাচক ও নেতিবাচক শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে ঃ–

ইতিবাচক নির্দেশ হলোঃ– তোমরা আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান জামায়াত বদ্ধভাবে বাস্তবায়ন কর। অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একাকী সম্ভব নয় তাই আল্লাহতায়ালা সংঘবদ্ধ বা ঐক্যবদ্ধ হয়ে একাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ নির্দেশ লংঘনকারী অমান্যকারীদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

নৈতিবাচক নির্দেশ ঃ– তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন থেকে আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করলেও তা আল্লাহর নিকট গ্রহনযোগ্য হবেনা। কেননা এ ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ ছিল তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন থেকো না। সুতারাং একাকীভাবে আল্লাহর বিধিবিধান মেনে চললেও অমান্যকারীদের দলর্ভূক্ত হবে। উল্লেখিত আদেশ এবং নিষেধ সংক্রান্ত বিবরণ কুরআনের অন্যান্য স্থানে উল্লেখ রয়েছে। যেমন–

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوْصٌ –(الصف)

'নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা ঐসব লোককে ভালবাসেন যারা তার পথে এমনভাবে সংগ্রাম করে যেন তারা শীসা ঢালা প্রাচীর।' (আসসাফ-৪)

اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ–

'দ্বীন প্রতিষ্ঠা করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।'

www.icsbook.info

نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ তোমাদের প্রতি আল্লাহর দেয়া অনুগ্রহ বা নিয়ামত। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরববাসীদের অবস্থার প্রতি ইংগিত করে ইসলামের অভ্যুদয়ের ফলে তাদের সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের যে আমুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, তাকে نِعْمَةُ اللّٰهِ- বলে ব্যক্ত করা হচ্ছে। পূর্বে আরবের গোত্রের মধ্যে সাংঘাতিক শত্রুতা ছিল। সামান্য ব্যাপার নিয়ে যুদ্ধ বিগ্রহ বাধলে তা যুগ যুগ ধরে বংশানুক্রমিকভাবে চলতে থাকতো। দিনরাত খুন খারাবী ও রক্তপাত লেগেই ছিল। কথিত আছে বনুবকর ও বনুতাগলীবের মধ্যে সামান্য উটের প্রহারকে কেন্দ্র করে চল্লিশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ চলেছিল। এ সমস্ত অন্যায়, অত্যাচার, মারামারি , হানাহানি ইত্যাদির পরিনামে গোটা আরব জাতির ধ্বংশ ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। এ নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হতে এক মাত্র ইসলামই তাদেরকে রক্ষা করেছিল। এ আয়াত নাযিল হবার প্রায় তিন চার বছর পূর্বেই মদীনার লোকজন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহন করেছিল এবং ইসলামের এ জীবন্ত ও বাস্তব অবদান দেখতে পেয়েছিল। যে যুগ যুগ ধরে চলে আসা যুদ্ধ বিগ্রহ মারা-মারি ও কঠিন শত্রুতায় লিপ্ত ও পরস্পরের জীবনের দুশমন আওস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় ইসলামের মহিয়ান ছায়াতলে সমবেত হয়ে একাকার হয়েছিল। মক্কা হতে আগত মুজাহিরদের প্রতি এ গোত্রদ্বয় এমন অতুলনীয় ও অপূর্ব ত্যাগ ও ভালবাসার জলন্ত নির্দশন স্থাপন করেছিল যা একই পরিবারের লোকদের মধ্যেও খুব কমই দেখা যায়। এখানে–

نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ বলে এই ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টিকারী ইসলামকে বুঝানো হয়েছে।

وَلْتَكُنْ অবশ্যই থাকতে হবে, হওয়া উচিত, থাকা আবশ্যক, যেন হয়, ইত্যাদি।

اُمَّةٌ দল, জাতি, জনগোষ্টি, সম্প্রদায়, সংঘবদ্ধ মানব গোষ্টি, আলোচ্য অংশে উল্লেখিত وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ

আয়াতের মর্মার্থ হলো এই যে, মানব জাতিকে কল্যানের দিকে আহবান করা, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করায় এ কাজটি একটি সমাজ বা রাষ্ট্রে একই সময়ে সকল লোক ঐক্যবদ্ধভাবে হয়তো বা আনজাম নাও দিতে পারে। কিন্তু সকল অবস্থাতেই এক দল লোক এমন থাকতে হবে যারা মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করবে , সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধাঁ প্রদান

www.icsbook.info

করবে। যদি কোন সমাজ বা রাষ্ট্রে কোন এক সময় একটি দলও এ কাজের অংশগ্রহণ না করে তবে তারা আল্লাহর নাফরমানির ফলে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। এ কাজের অবশ্যকরণীয় হওয়ার ব্যাপারে কোরআনে মজীদের সুরা আলে-ইমরানের অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে–

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ –

'তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যান করার জন্য। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে (বিরত রাখবে)। (আলে ইমরান-১১০)

এখানে কল্যানের পথে আহবান, ভালো কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজে বাঁধা প্রদানের এ কাজকে সকল মুসলিম মিল্লাতের উপর ফরজ করে দেয়া হয়েছে।

يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ কল্যানের দিকে আহবান করা, মানব জতির কল্যান সাধন করা, অকল্যানের অসারতা তুলে ধরে কল্যানের উপকারীতা বুঝিয়ে দেয়া। এ ক্ষেত্রে কল্যাণের প্রতি আহবানেরও দুটি স্তর রয়েছে–

(১) অমুসলিমদেরকে কল্যাণের দিকে আহবানের অর্থ হলো তাদের ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও অসারতার বিবরণ দিয়ে ইসলামের সার্বজনীন ও চিরন্তন নীতিমালার প্রতি উৎসাহিত করে কাছে টেনে আনা।

(২) কল্যানের দিকে আহবানের দ্বিতীয় পর্যায়ে হল যারা মুললমান তাদেরকে এ পথ অনুসরণের আহবান জানানো এ ক্ষেত্রেও আহাবান দু'ধরনের হতে পারে।

প্রথমতঃ ব্যাপক ও সামষ্টিক আহবান, যাতে শরীয়তী বিধি-বিধান ও ইসলামী চরিত্র গঠনের জ্ঞান দান করা যায়।

আর দ্বিতীয়তটি হলো মুসলিম জাতির মধ্যে আলেম বা কোরআন সুন্নায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে তৈরীর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষন। পরবর্তী পর্যায়ে এ বিশেষ প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ব্যক্তিরাই ইকামাতে দ্বীনের কাজ অনজাম দেবে।

এ সম্পর্কে আল-কোরআনে ছোট্ট একটি সূরার গুরুত্ব বোঝার জন্য যথেষ্ট। যে সূরাটি সাহাবায়ে কেরাম (সাঃ) পরস্পর সাক্ষাতে এবং বিদায়কালে একে অন্যকে কল্যাণের আশায় তেলাওয়াত করে শোনাতেন।

www.icsbook.info

وَالْعَصْرِ - اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ - اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ -

'সময়ের শপথ, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। তারা ব্যতিত যারা ঈমান এনেছে, অতঃপর নেক আমল করেছে, একে অপরকে হকের (সত্যের) উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্য ধারণ করার পরামর্শ দিয়েছে।' (সুরায়ে আল আসর)

শিক্ষা ঃ উল্লেখিত অংশের শিক্ষা আলোচনা করা হচ্ছে।

(১) আল্লাহকে যথাযথ ভয় করতে হবে। অর্থাৎ যতটুকু ভয় করা উচিৎ ততটুকু ভয় করতে হবে। (আল্লাহর পরিচয়ের আলোকে)

(২) এমনভাবে জীবন যাপন করতে হবে, যাতে মৃত্যু হলে মুসলমান অবস্থায় হয়। অর্থাৎ আত্মসমর্পিত ব্যক্তি হিসেবে সব সময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

(৩) আল্লাহর বিধি-বিধান পালনে অবশ্যই জামায়াতবদ্ধ হতে হবে। বিকল্প কোন উপায়ে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলা সম্ভব নয়।

(৪) পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকা কোন আবস্থাতেই ঠিক নয়। আল্লাহ সরাসরি একে নিষিদ্ধ বা হারাম ঘোষণা করেছেন।

(৫) একটি দল বা জামায়াত অবশ্যই সব সময় থাকতে হবে যাদের মৌলিক কাজ হবে মানব জাতির কল্যাণে কাজ করা, সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় বা মন্দকাজ হতে বিরত রাখা। এই দলটিই সফলকাম হবে।

(৬) আল্লাহর দেয়া নিয়ামত অর্থাৎ ইসলামের সুমহান শিক্ষা গ্রহণ করে আরবের বর্বর, জাহেল ও বিচ্ছিন্ন জাতি পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সারা বিশ্ব জয় করেছে আর এই অবস্থা সৃষ্টি করা এখনো সম্ভব এই বিশ্বাস অবশ্যই রাখতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ আলোচ্য দারসের শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করা আমাদের পক্ষে খুবই সহজ। যেমন–

(১) জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় ভয় করতে হবে একমাত্র আল্লাহকে। মনে করতে হবে আল্লাহ আমাকে দেখছেন, তার কাছেই আমাকে যেতে হবে এবং জবাবদিহি করতে হবে। মুমীনদের জীবনে আল্লাহ ভীতি থাকলে আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য পেরেশান অবশ্যই হবে হবে।

www.icsbook.info

(২) ঠিক এমনি পেরেশান বোধ করবে, তাদেরকে অবশ্যই ইসলামী জীবন যাপন করতে হবে। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে কোন অবস্থাতেই ইসলামের অনুশাসন মানা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন জামায়াতবদ্ধ জীবন পরিচালনা।

(৩) প্রতিষ্ঠিত কোন ইসলামী জামায়াত থাকলে তাতে অংশগ্রহণ করতে হবে। আর যদি তা না থাকে তবে নিজেরা জামায়াত গঠন করে নিতে হবে। কেননা এমনি অবস্থা গ্রহণ না করলে দুনিয়াতে লাঞ্ছিত অপমানিত হতে হবে আর পরকালেও কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।

www.icsbook.info

দাওয়াতী কাজে বিরোধিতার কারণ ও করণীয়

(সুরা আনআমঃ ৩৩-৩৬)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْنَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَايُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ٥ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَاكُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا وَلَامُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَاءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَاتَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ٥ اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ٥

www.icsbook.info

অনুবাদঃ

(১) আমি ভালভাবেই জানি যে, তাদের (ইসলামের দুশমন) কথাবার্তায় আপনাকে খুব কষ্ট দেয় ও ব্যাথা লাগে। তারা কিন্তু আপনাকে মিথ্যাবাদী বা মিথ্যুক মনে করে না, বরং এই জালেমগণ আল্লাহর নির্দেশাবলীকে অস্বীকার করে।

(২) এবং আপনার পূর্বের অনেক রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে, এই মিথ্যারোপের পরেও তারা সবর ইখতিয়ার করেছেন এবং তারা নির্যাতন ও উৎপীড়ন সহ্য করেছেন যতক্ষন পর্যন্ত আমার সাহায্য তাদের নিকট পৌঁছেছে। আল্লাহর বানী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না এবং আপনার নিকট অতীতের কোন কোন নবীর ঘটনা তো কিছু পৌছেছে।

(৩) আর যদি তাদের বিমুখতা আপনার পক্ষে কষ্টকর হয় তবে আপনার শক্তি থাকলে মাটির 'ভিতর কোন সুড়ঙ্গ বের করুন অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগান (উপরে উঠতে) অথবা তাদের জন্য কোন মুজিজা থাকলে তাও নিয়ে আসুন আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে সরল পথে সমবেত করতে পারতেন। সুতারাং আপনি জাহেলদের অন্তর্ভূক্ত হবেন না।

(৪) যারা মন দিয়ে শুনে তারাই সত্যের ডাক কবুল করে। আর আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করে উঠাবেন, পরে তাদেরকে (বিচারের জন্য) তার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

নামকরনঃ– এ সুরায় ১৬ এবং ১৭ রুকুতে গৃহপালিত জন্তুর কোন কোনটি হালাল ও কোনটি হারাম এ সম্পর্কে আরবদের অন্ধ বিশ্বাসের প্রতিবাদ করা হয়েছে। এ দৃষ্টিতেই এ সুরার নাম 'আনআম' বা (গৃহ পালিত জন্তু) রাখা হয়েছে।

শানে নযুলঃ– ইহা মাক্কী সুরা। আলোচ্য অংশটুকু রাসুল (সঃ) এর নবুয়তের দ্বাদশ বৎসর হিজরতের এক বৎসর পূর্বে মুসলমানদের এক চরম অবস্থায় নাযিল হয়। রাসুল (সঃ) এবং তার সংঙ্গীসাথীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ষড়যন্ত্র চলছিল এমনকি রাসুল (সঃ) কে জানে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। হযরত আলীর (রাঃ) একটি বর্ণনা হতে একথা সুষ্টপ্ভাবে বুঝা যায়। তিনি উল্লেখ করেছেন, একবার আবু জেহেল নবী করিম (সঃ) এর সামনে উপস্থিত হয়ে বলল

www.icsbook.info

আমরা তোমাকে সত্য মনে করি কিন্তু তুমি যে মতবাদ ও আদর্শ নিয়ে এসেছো উহা আমরা মানিনা এবং বিশ্বাসও করিনা। কারণ বনু কুশাই বংশের সামাজিক মর্যাদা ও আধিপত্য ছিল তা তোমার কারণে ধ্বংস হতে যাচ্ছে।

কারো কারো মতে ছোট উপদল বা তাদের প্রতিনিধি এসে রাসূল (সঃ) কে সরাসরি মুজিযা দেখাতে বলে। আল্লাহ তায়ালা উল্লেখিত আয়াতগুলো নাযিল করে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান দিচ্ছেন।

আলোচ্য বিষয়– রাসুল (সঃ) এর উপর জুলুম-নির্যাতনে তিনি যে মনোকষ্ট ও ব্যাথা পাচ্ছিলেন এ অবস্থায় আল্লাহ তাকে এ বলে শান্তনা দিচ্ছেন যে অতীতেও আম্বিয়া কেরামগণ একই অবস্থার সম্মুখীন হলে আল্লাহর সাহায্য আসা পর্যন্ত তারা ধৈর্য্য ধারন করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে রাসুল (সঃ) কে এই বলে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, হেদায়াত দেয়ার দায়িত্ব আমার। যেহেতু আপনি সুড়ংগ করে নীচে ও যেতে পারছেন না আর সিঁড়িবেয়ে উপরেও উঠতে পারবেন না। এতএব তাদের হেদায়েতের ব্যাপারে আপনি বিচলিত হবেন না। আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করতে থাকুন । যথাসময়ে আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসবে।

ব্যাখ্যা ঃ

قَدْ نَعْلَمُ অবশ্যই আমার জানা আছে, আমি ভালোভাবেই জানি, আমি সবকিছু দেখছি, সব ঘটনা আমি জানি। এখানে মুল কথা হলো রাসুল (সঃ) কে ইসলামের দুশমনেরা বিভিন্ন ধরনের উক্তি ও কথা বলে মনোকষ্ট দিচ্ছে এবং রাসূল (সঃ) ও কষ্ট পাচ্ছেন। আল্লাহ সবকিছু ওয়াকিবহাল। আসল কথা হলো তারা রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলার উদ্দেশ্যে নয় এবং আল্লাহর আয়াত ও ইসলামকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। কোন ব্যক্তি বা দল নয় আদর্শিক বিরোধিতা করাই তাদের মুল উদ্দেশ্য। কেননা আবু জেহেল নিজেই রাসূলের সত্যতা সম্পর্কে স্বীকৃতি দিয়েছে।

كُذِّبَتْ رُسُلٌ ঃ- মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল রাসুলগণকে, মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছিল রাসুলগণের উপর। রাসূল গণের দাওয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। অর্থাৎ অতীতের সকল রাসুলগণও (আপনার পূর্বের) রিসালাতের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী, মনগড়া কথা, সমাজ বিরোধী নতুন ধর্মমত ইত্যাদি অনেক কথার মাধ্যমে উৎপীড়ন করা হয়েছিল। অতএব হে মুহাম্মদ (সঃ) আপনার ব্যাপারেও তাই হবে, কেননা স্থায়ী নিয়ম এটাই।

www.icsbook.info

فَانْ اسْتَطَعْتَ অতঃপর আপনি যদি ক্ষমতা রাখেন। যদি আপনার শক্তি থাকে বা আপনার পক্ষে যদি সম্ভব হয়। এ অংশে আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সঃ) কে অতীত নবীদের উপর জুলুম নির্যাতন ও মিথ্যারোপ এবং আল্লাহর সাহায্য আসা পর্যন্ত তাদের চরম ধৈর্য্য ধারন করার বিশেষ গুনের কথা উল্লেখ করে সতর্ক করে দিচ্ছেন এই বলে যে, আপনার যদি শক্তি থাকে তাহলে মাটির নীচে সুড়ঙ্গ করে নিন অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগান অথবা মুজিযা দিয়ে তাদেরকে হেদায়েত করুন । যেহেতু এর কোনটিই আপনি পারবেননা সেহেতু আপনি আল্লাহর ওপর দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে শুধু ইক্বামতে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকুন। উল্লেখিত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যার আলোকে আরো কায়েকটি মূলনীতি উল্লেখ করা প্রয়োজন।

(১) হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন এবং এ দ্বন্দ্বের নিয়ম কানুনও নির্ধারিত। আর এ ধরনের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে সত্যপন্থীদের বিশেষ যোগ্যতা ও গুনাবলী অর্জন করতে হবে।

(২) মুজিযার মাধ্যমে বা বিশেষ কোন পন্থা অবলম্বন করে অথবা প্রভাব খাটিয়ে লোকজনকে হেদায়াত করা সম্ভব নয়, বরং ধারাবাহিক নীতি অবলম্বন করে যুক্তি, প্রজ্ঞা, চারিত্রিক ও আদর্শিক প্রভাব দিয়ে হেদায়াত করতে হবে।

(৩) স্বাভাবিক পদ্ধতি ছাড়া বিকল্প বা কৃত্রিম কোন উপায়ে দ্বীনকে বিজয়ী করা আল্লাহর নীতি নয়। এ ব্যাপারে আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেছেন ঃ

قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدٰكُمْ اَجْمَعِيْنَ –

১'হে মুহাম্মদ (সাঃ) আপনি বলুন, (তোমাদের এসব যুক্তি-প্রমাণের মোকাবিলায়) প্রকৃত, পরিপূর্ণ ও সত্য যুক্তি-প্রমানতো কেবল খোদার নিকটই বর্তমান। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে একত্রে হেদায়াত দান করতেন।' (আল- আনআম-১৪৯)

وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ –

'তোমাদের রবের ইচ্ছাই যদি এই হতো যে, যমীনের সব মানুষই মূমীন ও অনুগত হয়ে যাবে তাহলে দুনিয়ার সব অধিবাসি ঈমান আনতো। তবে তুমি কি লোকদের মুমিন হওয়ার জন্য জবরদস্তি করবে?' (ইউছুফ-৯৯)

এ সম্পর্কে সূরা আনাআমের ৭নং আয়াত ও সূরায়ে হুদের ৫৮ নং আয়াতে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

www.icsbook.info

(৪) রাসূল (সঃ) কে বলা হচ্ছে যে, আপনার কাজ শুধু দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেয়া যারা বিরোধিতা করে তাদের কে আল্লাহর ওপর ছেড়ে আপনার সাথে যারা এসেছে তাদের তৈরী করুন।

শিক্ষা ঃ উল্লেখিত দারসের শিক্ষা গুলো নীচে দেয়া হলো।

(১) ইকামতে দ্বীনের কাজ এমন কঠিন যার ফলে প্রশংসিত নবীগনও ধিকৃত হয়েছেন। অতএব আমাদের তদ্রুপ হতে হবে।

(২) বিরোধিতা এত বেশী কষ্টকর ও দুর্বিসহ যা ধৈর্য্যশীল নবীগন ও তাদের সঙ্গী সাথীদেরকেও পেরেশান করে দিয়েছে।

(৩) আক্রমন করা বা শহীদ করার চাইতেও কঠিন ও চরম বিরোধিত হলো গালাগাল, অপবাদ, মিথ্যা অথবা দোষারোপ।

(৪) আল্লাহর সাহায্যের সঠিক ধারণা ও সাহায্যের ধরন জানতে হবে। তা না হলে এ কাজ থেকে নিরাশ হয়ে হঠাৎ ছিটকে পড়ে যেতে পারে।

(৫) জাতী, ধর্ম, দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষের নিকট উদার মনোভাব নিয়ে দাওয়াত পৌছাতে হবে। শুধু মাত্র বিশেষ শ্রেণীর নিকট দাওয়াত দেয়া যথেষ্ট নয়।

বাস্তবায়নঃ– যুগে যুগে আম্বিয়া-ই-কিরাম গন যে দায়িত্ব পালন করেছেন তার নাম ইসলামী আন্দোলন বা জিহাদ ফি-সাবীলিল্লাহ। যারা এই আন্দোলন কে সমর্থন করেনি বরং বিরোধিতা করেছে তারাই হলো ইসলামের দুশমন। এই সত্য মিথ্যার দ্বন্ধ সৃষ্টির প্রথম থেকেই হয়ে আসছে। এ যে কঠিন কাজ তার বাস্তব প্রমান আম্বিয়াই কিরাম সহ স্বয়ং রাসুল (সঃ) নিজেও।

এমন কঠিন কাজটি যারা করবে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য পাওয়া ও বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত মজবুত ধৈর্য্য সহকারে কাজ করে যেতে হবে। বিকল্প কোন সহজ পথ, শক্তি প্রয়োগের কোন চিন্তা অথবা পালিয়ে যাওয়ার মনোভাব আসতে পারেনা।

আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই পাওয়া যাবে এই দৃঢ় বিশ্বাস সকল প্রকার অপবাদ, মিথ্যাদোষারোপ, গালাগালী, অপপ্রচার, ষড়যন্ত্র, শহীদ করনা, জেল জুলুম, মামলা মকদ্দমা দেশের শত্রু, বিদেশের দালাল ইত্যাদি সকল প্রকার অন্যায় আচরন সহ্য করতে হবে। সাথে সাথে ভালো ও ইতিবাচক আচরণ দিয়ে, উদার দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে, সকলকে আপন মনে করে, দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে। বিচলিত, পেরেশেন, অধৈর্য্য, উগ্র মানসিকতা হিংসাত্মক মনোভাব দুর করতে হবে

www.icsbook.info

ইসলামী আন্দোলনে পরীক্ষা ও বিরোধীদের প্রতি হুঁশিয়ারী

(আনকাবুত ঃ ১-৭)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ۝ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۝ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا سَاۤءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝ مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاۤءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

www.icsbook.info

অনুবাদ ঃ

(১) আলিফ-লাম, মিম,

(২) মানুষ কি মনে করছে যে, তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে এই কথার উপর (অব্যাহত দেয়া) যে শুধু তারা বলবে আমরা ঈমান এনেছি। আর তাদেরকে কোন পরীক্ষা করা হবে না?

(৩) অথচ আমি পরীক্ষা করেছি পূর্ববর্তীদেরকেও পরে অবশ্যই আল্লাহকে জেনে নিতে হবে কারা সত্যবাদী (তাদের ঈমানের দাবীতে) এবং কারা মিথ্যাবাদী।

(৪) ঐ সকল লোকেরা কি মনে করে যে, যারা মন্দ কাজ করে তারা আমার হাত হতে বেঁচে যাবে (ধরার বাহিরে) তাদের এ ধরনের সিদ্ধান্ত বা চিন্তা খুবই খারাপ।

(৫) যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাতের আশা করে অবশ্যই আল্লাহর সেই নির্ধারিত সময় সামনে আসবে, আর তিনি সবকিছু শুনেন ও সবকিছু জানেন।

(৬) আর যে ব্যক্তি জিহাদের কষ্ট স্বীকার করে নিশ্চয়ই তার এই জিহাদ নিজের জন্যই করে। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর সকল সৃষ্টি হতে বেনেয়াজ। (কারো মুখাপেক্ষী নন)।

(৭) আর যারা ঈমানদার ও নেক আমল করে আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলোকে মিটিয়ে দেবো এবং অবশ্যই উত্তম প্রতিদান দেবো তাদের কাজের। (তারা যে কাজ করেছে তার)

নামকরণঃ– এ সুরায় ৪১ নং আয়াতে বর্ণিত كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْت আনকাবুত শব্দটিকে পুরো সুরার নাম করন করা হয়। এর অর্থ মাকড়সা।

শানে নুযুল– এ সুরাটি মুসলমানদের হাবশায় হিজরত কালীন ঘটানাবলীর প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়। তখন মক্কায় মুসলমানদের উপর চরম বিপদ ও কঠোর নির্যাতন করা হচ্ছিল। কাফেররা সমগ্র শক্তি ব্যয় করে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধিতা করেছিল। নও মুসলিমদের উপর কাঠোর যুলুম অত্যাচার চালাত। নও মুসলিম যুবকেরা তাদের মাতা-পিতার পক্ষ থেকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতো। পিতা-মাতা তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতো যে, 'মুহাম্মদ (সঃ) এর ধর্ম ত্যাগ কর। আমাদের ধর্মে অটল থাক। আর তোমাদের কুরাআনেইতো মাতা-পিতার কথা মেনে চলার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। অতএব তোমরা এর ব্যতিক্রম করছ কেন?'

www.icsbook.info

আবার কোন কোন কাফের সরদার বলল যে, 'আযাব ও সাওয়াব যাই হোক না কেন তা আমাদের মাথায়, আমাদের কথা শুনো ও মান। তোমাদের খোদা পাকড়াও করলে আমরা বলে দেব যে তাদের কোন দোষ নেই বরং আমরা এর জন্য দায়ী।' অতএব শাস্তি দিতে হলে আমাদেরকে দিন।' এ ধরনের অসংখ্য সমস্যা মোকাবিলা করতে হচ্ছিল মুসলমানগণকে। অত্যাচার ও হুমকি যখন তাদের প্রতি দেয়া হচ্ছিল তখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন এ সুরা নাযিল করেন। এর মাধ্যমে সত্যিকার ঈমানদার লোকদের সাহস ও হিম্মত বৃদ্ধি করা হয়। এবং দুর্বল ঈমানের লোকদের তিরস্কার ও লজ্জা দেওয়া হয়।

আলোচ্য বিষয় ঃ ১ম ও ২য় আয়াতের আলোচ্য বিষয় হল–

(১) ঈমান গ্রহন করার সাথে সাথে তাদের উপর জুলুম নির্যাতন আসবে এটা চিরন্তন সত্য। কেননা পূর্ববর্তী লোকদেরকে ও এ ভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল। এর কারণ হচ্ছে আল্লাহতায়ালা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সত্য মিথ্যা যাচাই করে নেবেন।

(২) পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'যে ব্যক্তি এসব পরীক্ষা নিরীক্ষার পরও জিহাদে টিকে থাকবে সে বরং নিজের কল্যাণেই আত্মনিয়োগ করবে।'

ব্যাখ্যাঃ

اَحَسِبَ النَّاسُ মানুষ কি মনে করে? মানুষ কি ধারনা করে? বিশ্বাস করে? সাধারনতঃ মানুষ এ ধারনা বা বিশ্বাস পোষণ করে যে, 'আমরা ঈমানদার' আর আমরা ঈমান এনেছি এ কথা বললেই তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে আর এ দাবী করার কারনে তাদের উপর কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা বা বিপদ মুসিবত আসবে না। এটাই হলো মানুষের স্বাভাবিক ধারণা। আর আমাদের দেশের সাধারন ঈমানদারও এরূপ ধারণাই পোষণ করে আসছে।

وَلَقَدْ فَتَنَّا অর্থাৎ এবং নিশ্চয় আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। আমি যাচাই-বাছাই করেছি। আমি দুর্বল মুমীন ও সত্যিকার মুমীনদের পরীক্ষার মাধ্যমে পার্থক্য করেছি। আলোচ্য অংশে আল্লাহ ঈমানের দাবীদারদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, যুগে যুগে যারাই এ পথে পা বাড়িয়েছে অর্থাৎ ঈমানের দাবী করেছে তাদের সকলকেই পরীক্ষা করা হয়েছে। কাউকে হত্যা করা হয়েছে। কাউকে করাত দ্বারা দ্বিখন্ডিত করে দেয়া হয়েছে। আবার কোন কোন নবীকে আগুনে পুড়ে হত্যা

www.icsbook.info

করার চেষ্টা করা হয়েছে। এমনি ভাবে ঈমানদার হিসেবে পরিচয়দানের পরই অতীতের নবী রাসুল ও মুমীনদেরকে বিভিন্ন বিপদ, মুসীবত, দুঃখ দুর্দশা, অনাহার, লাঞ্চনা গঞ্জনা, অপমান প্রভৃতি দিয়ে পরীক্ষা বা ঈমানের দাবী যাচাই করা হয়েছে। যেমন সূরা বাক্বারায় বলা হয়েছে–

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ۝

"তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে? অথচ এখন পর্যন্ত তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায (বিপদ-আপদ) আবর্তিত হয়নি। তাদের উপর বহু কষ্ট, কঠোরতা ও কঠিন বিপদ-মুছিবত আবর্তিত হয়েছিল, তাদের অত্যাচারে, নির্যাতনে জর্জরিত করে দেয়া হয়েছিল। এমনকি তদানিন্তন রাসূল এবং সঙ্গী সাথীগণ আর্তনাদ করে উঠেছিল আর বলেছে, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? তখন তাদের সান্তনা দিয়ে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটবর্তী।" (বাকারা-২১৪)

আল্লাহ তায়ালা সকল নবী-রাসুলকেই পরীক্ষা করেছেন। যেমন- সূরা ইব্রাহীম ১২, ১৩ ও ৪২, সূরা আলে ইমরান ১০৪, ১৪৬, ১৪৭, ১৭৩, সূরায়ে আম্বিয়া ৬৬, ৬৯, ৭৪, ৭৫,৮৩, ৮৭-৯০। উপরোক্ত আয়াতগুলো ভালভাবে অনুধাবন করে অধ্যায়ন করার পর এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে।

فَلَيَعْلَمَنَّ ঃ– অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, পরীক্ষা করে দেখবেন, সত্য মিথ্যা যাচাই করবেন। উপরোল্লিখিত আলোচনায় বলা হয়েছে যে, মুমিনদেরকে আল্লাহ পরীক্ষা করবেন। এখানে তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হচ্ছে। আর সে উদ্দেশ্যেটি হলো ঈমানের দাবীতে কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী তা জেনে নেয়া। ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী কি মিথ্যাবাদী তা আল্লাহ পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে জেনে নেবেন। এ নীতির মাধ্যমে সাধারণ ঈমানদারদের ভুল ধারণার জাবাব দেয়া হয়েছে। এক কথায় বলা যায় যে, পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়া ছাড়া ঈমানের দাবী পূরণ করা সম্ভব না।

www.icsbook.info

اَنْ يَّسْبِقُوْنَا -অর্থ তারা আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে (আল্লাহকে)। তারা আমার সাথে প্রতিযোগিতা করতে চায়। আমার নীতি এড়িয়ে অগ্রসর হতে চায়। আমার আয়ত্বের বাইরে যেতে চায় ইত্যাদি।

এ অংশের মূল কথা হলো, কাফেরদেরকে হুশিয়ারী উচ্চারন এবং মুমীনদের শান্তনা দানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, (হে কাফের সম্প্রদায়) তোমরা জুলুম, অত্যাচার , নিপীড়ন ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর খলিফা তথা উম্মতে মুসলিমাকে পদানত করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে তা নিতান্তই ভুল।

جَاهَدَ অর্থ চেষ্টা সাধনা করে, তৎপরতা চালায়, সংগ্রাম সাধনা করে। এখানে আল্লহতায়ালা ঐ সকল মুমীনদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যারা উপরোল্লিখিত জুলুম নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন এবং বিভিন্ন মুসিবতে আপতিত হচ্ছেন। তাদের মধ্যে দূর্বল ঈমানদারেরা মনে করে আল্লাহর জন্যই আমাদেরকে এত কষ্ট করতে হচ্ছে। এ অংশে আল্লাহ তাদের উক্তির জবাবে বলতে চাচ্ছেন যে তোমরা যা কিছু কর তোমাদের জন্যই কর, কোন সৃষ্টির নিকট আমার বিন্দুমাত্র প্রয়োজনও নেই, বরং উক্ত (নিম্নলিখিত)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ..... كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

আয়াতে আল্লাহ তাদের প্রতিদান হিসেবে তাদের পাপ সমুহের মার্জনা এবং তাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

শিক্ষাঃ আলোচ্য দারসের শিক্ষাগুলো নিম্নরূপ–

(১) আম্বিয়া-ই-কিরামদের অনুসৃত পথই হলো ইসলামী আন্দোলন, (জিহাদ ফি সাবিল্লিাহ) যা ফরজে আইন।

(২) ইসলামী আন্দোলনে পরীক্ষা আসাটা চিরন্তন সত্য, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। পরীক্ষা বিভিন্ন ভাবে হতে পারে।

(৩) যারা পরীক্ষার ভয়ে আন্দোলন থেকে দুরে অবস্থান করে, তারা আল্লাহর বন্ধন মুক্ত হতে পারবেনা। অবশ্যই তাদেরকে মৃত্যুর পর এর জবাব দিতেই হবে।

(৪) যারা আন্দোলন করে প্রকৃতপক্ষে তা নিজের কল্যানের জন্যই করে, যার সুফল সে অবশ্যই পাবে।

(৫) আন্দোলনকারী যেন মনে না করে যে, আমি আল্লাহর জন্যই একাজ

www.icsbook.info

করছি। কারণ আল্লাহ তার কোন সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নন।

বাস্তবায়নঃ– জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ বা ইসলামী আন্দোলন ফরয একথা আমাদের সমাজের সকল পর্যায়ে বুঝাতে হবে। সাথে সাথে রাসূলের উম্মত হিসেবে স্বীকৃতি ও তাঁর সুপারিশ পাওয়ার জন্যই ইসলামী আন্দোলনে শরীক হওয়া আমাদের জন্য বাধ্যতামুলক একথাও আমাদের জাতিকে বুঝাতে হবে।

সঠিকভাবে ইসলামী আন্দোলন হচ্ছে কিনা তা বুঝার উপায় হলো বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা। যা আম্বিয়া-ই-কিরামগনের মাধ্যমে আল্লাহর চিরন্তন নীতি হিসেবে আমাদের উপর আসবে। এই পরীক্ষা যত কঠিন হোকনা কেন, কোন অবস্থাতেই আন্দোলন ছাড়া যাবে না এর উপর ঠিক থাকার উপায় হলো ইসলামের যথার্থ জ্ঞান (কুরআন ও হাদীস হতে) এবং নিজের আমল ও চরিত্রকে মজবুত করা। মনে রাখতে হবে আমাদের একাজ নিজের কল্যানের জন্যই করছি।

www.icsbook.info

ঈমানের পরীক্ষা ও শাহাদাতের মর্যাদা

(আল বাকারা ঃ ১৫৩-১৫৭)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○ وَلَاتَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّاتَشْعُرُوْنَ ○ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ○ اَلَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ○ اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ○

অনুবাদ ঃ

(১) হে ঈমানদারগণ তোমরা সাহায্য চাও (আল্লাহর নিকট) সবর ও সালাতের মাধ্যমে, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা ধৈর্য্যশীলদের সাথেই আছেন।

www.icsbook.info

(২) এবং তোমরা যারা আল্লাহ্ পথে নিহত হয়েছে (তাদেরকে) মৃত বলোনা, বরং তার জীবিত কিন্তু তোমরা তা অনুভব করতে পারোনা।

(৩) অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছু বিষয় দিয়ে (তা হলো) ভয়, ক্ষুধা, জীবন, সম্পদএবং ফসলের ক্ষতি করে এবং সুসংবাদ দাও ধৈয্যধারণ কারীদের।

(৪) তাদের উপর কোন বিপদ মুছিবত যখন পৌছে তখন তারা বলে নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা (অবশেষে) তারই নিকট ফিরে যাবো।

(৫) তারা সে সকল লোক যাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ হতে অশেষ অনুগ্রহ ও রহমত এবং এ সকল লোকেরাই হেদায়াত প্রাপ্ত।

শানে নুযুলঃ দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের যুদ্ধে চৌদ্দজন মুসলিম বীর মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। এতে কিছু সংখ্যক ইসলামের দুশমন বলতে শুরু করল যে, মোহাম্মদ (সাঃ) এর ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে এরা অযথা জীবন বিসর্জন দিয়েছে। আল্লাহতায়ালা তাদের উক্তির প্রতিবাদে এ আয়াত নাযিল করেন–

وَلَاتَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ –

'আল্লাহর পথে যারা নিহত হন তাদের মৃত বল না।' (বাকারা-১৫৪)

এতে ইসলাম বিদ্বেষীদের উক্তির প্রতিবাদ এবং সাধারণ মুসলমানদিগকে একথা ঘোষণা করে দেয়া হয় যে, সাবধান যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম সাধনা করে নিহত হন তাদেরকে তোমরা মৃত বলোনা। শুধু তাই নয় যারা ঈমানের দাবীতে অটল থাকার সিদ্ধান্ত নেবে তাদের উপর কি কি পরীক্ষা আসতে পারে আর সে অবস্থায় তাদের করণীয় কি উল্লেখিত আয়াতগুলো নাযিল করে আল্লাহ পাক মুসলমানদের তা শিক্ষা দিয়েছেন।

আলোচ্য বিষয়ঃ

(১) সর্বাবস্থায় ধৈর্য্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা।

(২) শহীদ এবং শাহাদাতের মর্যাদা।

(৩) মুমিনের পরীক্ষা।

(৪) সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন।

www.icsbook.info

ব্যাখ্যাঃ

اِسْتَعِيْنُوْا তোমরা সাহায্য চাও।

اَلصَّبْرُ সাধারণ অর্থে ধৈর্য্য, সহনশীলতা। কুরআনে যত জায়গায় اَلصَّبْرُ শব্দ বর্ণিত হয়েছে তার অর্থ খুব ব্যাপক. এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হচ্ছে– তাড়াহুড়া না করা, ফলাফল লাভে বিলম্ব দেখে হতাশ না হওয়া, শক্তি থাকার পরও প্রতিশোধ না নেয়া, আত্মাকে নিয়ন্ত্রন করা, মন যা চায় তা না করা, বিপদ মুসীবতের বীরোচিত মুকাবিলা, ঈমানের অগ্নী পরীক্ষায় টিকে থাকা, ইকামাতে দ্বীনের কাজের উপর অবিচল থাকা, যে কোন জটিল পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া, রাগ অথবা গোস্বা হলে চুপ থাকা। ক্রোধ সংবরণ, নিয়ম শৃংখলা যথাযথ মেনে চলা, নিজের মতকে বিসর্জন দেয়া।

আল্লাহর রাসূল বলেছেন 'যাকে ধৈর্য্যের গুন দেযা হয়েছে এর চাইতে উত্তম ও প্রশস্ত কোন কিছু কাউকে দেয়া হয়নি।'

সবর সংক্রান্ত আরও কিছু আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে। যেমনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا –

'হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা সবর করো এবং সবরের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করো।' (আলে ইমরান-২০০)

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ –

'যে ব্যক্তি ধৈয্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে নিশ্চয়ই এটা তার মহান মনোভাবেরই পরিচায়ক।' (আশশুরা-৪৩)

এছাড়া ও দেখতে হবে সূরায়ে যুমার ১০ নং আয়াত, মুহাম্মদ ৩১ নং আয়াত, সূরায়ে আল-আসর ইত্যাদি।

হাদীসে রাসূলে বলা হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رض اَنَّ النَّبِىَّ قَالَ مَنْ يَسْتَعْفِفْ

www.icsbook.info

يُعَفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ -(بخارى ، مسلم)

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের অংশবিশেষ উল্লেখ করা হলো। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন– 'যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চান আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন, যে ব্যক্তি কারো মুখাপেক্ষী হতে চান না আল্লাহ তাকে স্বাবলম্বি করে দেন, যে ব্যক্তি ধৈর্য্য ধারণ করতে চায় আল্লাহ তাকে ধৈর্য্য ধারণ করার শক্তি দান করেন। ধৈর্য্যের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত আর কোন কিছু কাউকে দেয়া হয়নি।' (বুখারী ও মুসলিম) (রিয়াদুল সালেহীন ১ম খন্ড ২৯ পৃঃ)

وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ اِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِىْ بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ -

'হযরত আনাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ বলেছেন, আমি যখন আমার বান্দাকে তার দুটি প্রিয় বস্তুর মাধ্যমে পরীক্ষা করি (দু'চোখের দৃষ্টি শক্তি নষ্ট করে দেই) আর সে তাতে সবর করে তখন তাকে আমি তার বদলে জান্নাত দান করি।' (বুখারী শরীফ)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ -

রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অন্যকে ধরে আছাড় দেয় সে শক্তিশালী নয় বরং আসল শক্তিশালী হচ্ছে সে ব্যক্তি যে রাগের সময়ে নিজকে সংযত রাখে। (বুখারী ও মুসলিম) فى سبيل الله শাব্দিক অর্থ আল্লাহর পথে, আল্লাহর রাস্তায়। বৈষয়িক বা পার্থিব স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে যেসকল কাজ করা হয় তাহাই 'ফি সাবিলিল্লাহ'র অন্তর্ভূক্ত। নিরেট আল্লাহর জন্য যে কাজ করা হয় তা 'ফি সাবিলিল্লাহ'। আল্লাহর সন্তোষ ব্যতিত সামান্য পরিমান অন্য কোন নিয়ত যদি থাকে তবে 'ফি সাবিলিল্লাহ' হবে না। যদি তা নিজের বীরত্ব প্রকাশের জন্য হয় তবে তা কি সাবিলিল্লাহ হবে না। আর এর বিপরীত শব্দ হলো সাবিলিত্‌তাগুত, বা খোদাদ্রোহী পথ, তাগুতের পথ।

www.icsbook.info

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ –

'যারা ঈমানদার তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে আর যারা কাফির তারা লড়াই করে তাগুতের পথে।' (সূরায়ে নিসা-৭৬)

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে বুঝতে হলে নিম্নলিখিত আয়াতগুলো ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে। আয়াতগুলো হচ্ছে, তওবা- ৪১, ১১১, নিসা-৯৫, ৯৬, আসসাফ- ১০, ১১, ১২, ১৩।

اَمْوَاتٌ: مَوْتٌ শব্দের বহুবচন। অর্থঃ মৃত, নিঃশেষ হওয়া, নিশ্চিহ্ন হওয়া, স্থানান্তর হওয়া, নিষ্প্রাণ হওয়া, এখানে 'মওত' বলতে নিষ্প্রান এবং নিশ্চিহ্ন হওয়াকে বুঝানো হয়েছে।

اَحْيَاءٌ ইহা حَىٌّ এর বহু বচন। অর্থঃ দীর্ঘজীবি, স্থায়িত্ব, চিরঞ্জীব, প্রতিষ্ঠিত থাকা, বিজয় লাভ করা, অপরাজেয়। এখানে اَحْيَاءٌ দ্বারা বুঝানো হযেছে যে, এরা চিরঞ্জীব আল্লাহর নিকট, দুনিয়া ও আখেরাতে এরা হল চিরঅম্লান।

لَّاتَشْعُرُوْنَ তোমাদের অনুভূতি, চেতনা, জ্ঞান, খোঁজ খবর কিছুই নেই। অর্থাৎ বিবেকহীন, অনুভূতিহীন।

نَبْلُوَنَّ অবশ্যই আমি পরীক্ষা করিব। ইহা بَلَاءٌ শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ-পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ঘাত-প্রতিঘাত, বিপদ-মুসীবত, জুলূম-নির্যাতন, দুঃখ-কষ্ট, ইত্যাদি।

وَلَاتَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ

এ আয়াতে আল্লাহর পথে যারা নিহত হয়, তাদের মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্য তাঁর পথে জীবনোৎস্বর্গ করে দেয়। তাদেরকে শহীদ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই এখানে শাহাদাতের অর্থ ও তাৎপর্য, মর্যাদা, শহীদদের পুরস্কার ইত্যাদি সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

www.icsbook.info

অর্থ ও তাৎপর্য ঃ شهادة - আরবী শব্দ شهد হতে নির্গত। এ থেকে
مشهود -شهود-شاهد- شهيد ইত্যাদি।

অভিধানিক অর্থঃ (ক) উপস্থিত হয়ে স্বচক্ষে দেখে সাক্ষী দেয়া। (খ) এমন জ্ঞান যা চোখে দেখে বা অন্তর দৃষ্টির মাধ্যমে অর্জিত হয়।

শাব্দিক অর্থ ঃ উপস্থিতি, জানা, দেখা, দর্শন লাভ, অন্তর্দৃষ্টি জ্ঞান, সাক্ষ্য প্রদান ইত্যাদি। এর আলোকে شهيد অর্থ যিনি উপস্থিত হয়েছেন, যিনি দেখেছেন, জেনেছেন, অথবা যিনি দেখা জানা ও উপলব্ধি করা বিষয়ের বিবরণ বা সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

পবিত্র কুরআনে এর ব্যবহারঃ শহীদ অর্থেঃ

وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ -

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে সে ঐসব লোকদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন, তারা হচ্ছেন আম্বিয়া, সিদ্দিক ও শহীদগণ এবং সৎ লোকগণ।' (নিসা–৬৯)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا -

'আর এমনি ভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী জাতিরূপে সৃষ্টি করেছি যেন তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষ্যদাতা হতে পারো আর রাসূল যেনো তোমাদের উপর সাক্ষ্যদাতা হতে পারেন।' (বাকারা)

দ্বীনের' 'বাস্তব সাক্ষ্য, চিন্তা ভাবনা, গবেষণা ও কর্মের নমুনা পেশকে এই সাক্ষ্য বলে।

আরো একধাপ উপরে উঠে ঈমান আনা, বাস্তবে তার জন্য কাজ করা এবং এ প্রিয় বস্তুটির জন্য জীবন দিয়ে দেয়া এক চরম দৃষ্টান্ত বা নমুনা। এই নমুনা পেশ করার জন্যই শহীদ বলা হয়।

শহীদের মর্যাদাঃ শাহাদাতের মর্যাদার প্রতি গুরুত্বারোপ করে প্রিয়নবী (সঃ) উল্লেখ করেছেন–

www.icsbook.info

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه لَوَدِدْتُ اَنِّىْ اُقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْىٰ ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْىٰ ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْىٰ ثُمَّ اُقْتَلُ - بخارى

'সে সত্তার শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার জীবন, আমার একান্ত ইচ্ছা যাতে আল্লাহর পথে নিহত হতে পারি, অতপর পুনরায় জীবিত হই এবং আবার নিহত (শহীদ) হই, আবার জীবিত হই, অতঃপর আবার নিহত হই।' (বুখারী)

প্রত্যেক নেকীর, কল্যাণের, ত্যাগ ও কুরবানীর উপর আরো কিছু মর্যাদা সম্পন্ন স্তর আছে। কিন্তু শহীদ হবার চাইতে বড় নেকী ও কল্যাণকর আর কিছুই নেই। স্বয়ং নবীগণও এই মর্যাদা পাওয়ার আকাংখা পোষণ করেছিলেন। শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ -سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ -وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ -

'আর যেসব লোক আল্লাহর পথে নিহত হবে আল্লাহ তাদের আমলসমূহকে কখনোই নষ্ট করবেন না। তিনি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন, তাদের অবস্থা সুসংহত করে দেবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পরিচয় তাদেরকে আগেই দেয়া হয়েছে।' (সূরায়ে মুহাম্মদ-৪, ৫)

অর্থাৎ তাদের হেদায়েত দেবেন ও অবস্থা সুসংহত করবেন। এমন জান্নাত যার কথা আগেই বলা হয়েছে।

উহুদ যুদ্ধের শহীদদের ব্যাপারে আল্লাহতায়ালা দুনিয়াবাসীদের জানানোর উদ্দেশ্যে আয়াত নাজিল করলেন–

وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ -

'আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা নিহত মনে করোনা, প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত। তারা প্রভুর পক্ষ থেকে রিজিক পাচ্ছে। (পুরস্কার হিসেবে)। (আলে ইমরান-১৬৯)

রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন একজন শহীদকে তার ৭০ জন আত্মীয়কে সুপারিশ করার অধিকার দেয়া হবে। (তিরমিজি) অতএব শহীদ পরিবারের

www.icsbook.info

সকলের আনন্দিত হওয়া উচিৎ। উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা গেল শাহাদাতের মর্যাদাই সর্বোচ্চ মর্যাদা।

শহীদের পুরস্কারঃ

(ক) শহীদগন মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করেন না। মরু পথচারীর তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ১ গ্লাস ঠান্ডা পানি যেমন– সুমধুর শাহাদাতের মৃত্যুও তেমনি।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صلعم مَايَجِدُ الشَّهِيْدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ اِلَّا كَمَايَجِدُ اَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ –(ترمذى)

'রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন– 'একজন শহীদ তার কতলের কষ্ট ঠিক তদ্রুপ অনুভব করেন যদ্রুপ তোমাদের কাউকে পিঁপড়ায় কামড় দিলে ব্যথা অনুভূত হয়।' (তিরমিযি)

অর্থাৎ তারা পিপড়ার কামড়ের মত কষ্ট অনুভব করে।

(খ) শহীদের লাশ অক্ষত ও তাজা থাকে।

(গ) হাশরের দিন শহীদরা তাজা রক্ত দিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবেন। যে অবস্থায় দাফন করা হয়েছিল ঠিক সে অবস্থায় রক্তমাখা জামা কাপড় নিয়ে উঠবেন।

(ঘ) অতীতের অপরাধ ক্ষমা এবং জান্নাত চোখের সামনে দেখবে।

(ঙ) কবর আযাব থেকে রেহাই পাবে।

(চ) ভয়ংকর ধ্বংস থেকে নিরাপদ থাকবে।

(ছ) সম্মানের টুপি পরানো হবে।

(জ) উপঢৌকন হিসেবে হুর দেয়া হবে।

শিক্ষাঃ উল্লেখিত অংশের শিক্ষা নিম্নরূপ–

(১) যে কোন কঠিন অবস্থায় আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইতে হবে ধৈর্য্য ও নামাজের মাধ্যমে। ধের্য্যের গুন অর্জনকারীর সার্বিক কাজে অবশ্যই আল্লাহ থাকবেন।

(২) যারা আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ) মৃত্যুবরণ করে, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর নিকট তারা জীবিত কিন্তু মানুষ তা বুঝতে পারে না।

(৩) যে কোন ধরনের পরীক্ষা ও বিপদের সময় পড়তে হবে-

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ –

www.icsbook.info

-পরীক্ষার মধ্যে ভয়, ভীতি, দারিদ্রতা, জানমালের ও ফসলের ক্ষতি ইত্যাদি।

বাস্তবায়নঃ মুসলিম জাতির জীবনে সর্বাবস্থায় সাহায্য করতে পারে একমাত্র রাব্বুল আলামীন। রাব্বুল আ'লামীনের সাহায্য পেতে হলে মুমিনের যেগুনটি মূল তা হলো 'সবর' বা ধৈর্য। সার্বিকভাবে ধৈর্য্য ও নামাজের মাধ্যমে যদি আমরা সাহায্যের আবেদন করি অবশ্যই আল্লাহ আমাদের সাথে থাকবেন।

শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়া অত্যন্ত সৌভাগ্যের কাজ। এই মহান নেয়ামত সহজ ও স্বাভাবিক জীবনে আসাটা দুরহ ব্যপার। এর জন্য প্রয়োজন সার্বক্ষনিক শাহাদাতের কামনা, নির্ভীক জীবন যাপন, সর্বাত্মক কুরবানী, আম্বিয়া-ই-কিরাম ও সাহাবাদের জীবন অনুসরন। সর্বোপরি ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা। এ ছাড়াও যে কোন ধরনের কঠিন পরীক্ষা পাশ করা ও হাসিমুখে সকল প্রকার জুলুম নির্যাতন সহ্য করে যাওয়া।

www.icsbook.info

ইসলামী আন্দোলন নাজাতের উপায়

(আসসফঃ ১০-১৩)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

অনুবাদঃ

(১) হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি তিজারতের

www.icsbook.info

(ব্যবসার) কথা বলে দেবো যা করলে তোমরা কষ্টদায়ক শাস্তি হতে নাজাত পাবে?

(২) তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি এবং জিহাদ করবে আল্লাহর পথে তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে, ইহা তোমাদের জন্য খুব উত্তম, যদি তোমরা (সে বিষয়ে) অবগত হও বা জেনে রাখো।

(৩) (যার ফলে) ক্ষমা করে দেবেন আল্লাহ তোমাদের পাপ সমূহ এবং তোমাদের কে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা (নহর) প্রবাহিত আর ইহা পবিত্রতম বাসস্থান সমূহ চিরন্তন জান্নাতের মধ্যে (চিরস্থায়ী জান্নাতের অতিব উত্তম ঘর)। (এই অনুগ্রহ) ইহাই বিরাট সফলতা (তোমাদের)।

(৪) আর দ্বিতীয়টি হলো যা তোমরা পছন্দ করো (চাও) আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় নিকটবর্তী। অতএব (হে নবী আপনি) মুমিনদের সুসংবাদ প্রদান করুন।

নামকরণঃ এ সুরার চতুর্থ আয়াতে- يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا صَفًّا – (সাফফান) শব্দ হতে সুরার নামকরন করা হয়েছে আসসাফ।

শানে নুযুলঃ ইহা মাদানী সুরা। বিষয়বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, ইহা ওহুদ যুদ্ধের সমসাময়িক কালে অবতীর্ণ হয়েছে। মৌলিকভাবে দু'টি সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে এ সুরাটি নাযিল হয়। হিজরতের পূর্বে মুনাফিকদের সবার আচরণ গোপন ছিল। কিন্তু হিজরতের পর যখন মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন মুনাফিকরা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বিশেষ করে বদরের যুদ্ধের পর বিভিন্ন আচার-আচরন দ্বারা তাদের মুনাফেকী চরিত্র সুস্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ সুরার প্রথমে মুনাফিকদের সতর্ক করে তাদের এ আচরণ বর্জন করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর মুসলমানদেরকে ঈমানের চারিত্রিক দূর্বলতা ও নীতি বিবর্জিত কার্যকলাপ হতে দুরে থেকে বলিষ্ঠভাবে আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়।

আলোচ্য বিষয়ঃ– ঈমানদারদেরকে ঈমানের পর পর জিহাদ ফি

www.icsbook.info

সাবিলিল্লাহে আত্মনিয়োগ করে আল্লাহর পক্ষ (বিষয়বস্তু) থেকে ওয়াদাকৃত চূড়ান্ত সফলতা লাভের জন্য উৎসাহ প্রদান।

ব্যাখ্যাঃ–

هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ আমি কি বলে দেব তোমাদেরকে একটি ব্যবসায়ের কথা? আমি কি তোমাদেরকে একটি ব্যবসার নিয়ম নীতি শিক্ষা দেব? আমি কি তোমাদের একটি ব্যবসার পথ বাতলিয়ে দেবো? অর্থাৎ মুমীনদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলছেন, 'তোমাদের ভবিষ্যৎ চিন্তাভাবনা করে যাতে তোমাদের সার্বিক কল্যান নিহিত এমন একটি ব্যবসা কি তোমাদেরকে শিক্ষা দেব?' এরপর আল্লাহ একটি ব্যবসা করতে গেলে কি কি পুঁজির প্রয়োজন ও কি কি লাভ হবে তার বিবরন দিচ্ছেন।

تُنْجِيْكُمْ তোমাদেরকে নাজাত দেবে, মুক্তি দেবে, নিষ্কৃতি দেবে, তোমরা বাচঁবে।

عَذَابٍ اَلِيْمٍ কষ্টদায়ক শাস্তি, পীড়াদায়ক শাস্তি, যন্ত্রণাদায়ক আজাব।

تُؤْمِنُوْنَ তোমরা ঈমান আনবে, তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করবে, তোমাদের দৃঢ় প্রত্যয় থাকবে, بِاللّٰهِ আল্লাহর প্রতি وَرَسُوْلِهٖ ও তাঁর রাসুলের প্রতি।

وَتُجَاهِدُوْنَ তোমরা জিহাদ করবে, সংগ্রাম সাধনা করবে, চেষ্টা কোশেশ করবে, প্রচেষ্টা চালাবে, সর্বাত্মক মনোনিবেশ করবে।

فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর রাস্তায়, আল্লাহর পথে, আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্য, শুধু মাত্র আল্লাহর জন্য, আল্লাহর নির্ধারিত পন্থায়।

এখানে جهاد (জিহাদ) বলতে ইসলামী আন্দোলকেই বুঝানো হয়েছে। কোরআনে পাক ও হাদীসে রাসূলের মধ্যে যত জায়গায়ই ইসলামী আন্দোলন অর্থে জিহাদ ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা এক কথায় ইসলামী আন্দোলন করাই বুঝানো হয়েছে। হাদীসে রাসূল (সঃ) এর আলোকে জিহাদ।

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْاَعْمَالِ

www.icsbook.info

اَحَبُّ اِلَى اللّٰه قَالَ اَلصَّلٰوةُ عَلٰى وَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَىُّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَىُّ قَالَ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰه –

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত– তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আল্লাহর কাছে কোন কাজটি সবেচেয়ে প্রিয়? তিনি বললেন , সময়মত নামাজ পড়া। তারপর কোনটি? জবাব দিলেন পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা। তারপর কোনটি? জবাব দিলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা।' (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰه وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰه –

আবু জার (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি রাসূল (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল কোন কাজটি সবচেয়ে ভাল? জবাব দিলেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা আর তার পথে জিহাদ করা।' (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ص لَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰه اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا –

রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর পথে জিহাদে একটি সকাল কিংবা একটি সন্ধ্যা অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সব থেকে উত্তম (বুখারী মুসলিম)

بِاَمْوَالِكُمْ তোমাদের ধনসম্পদ দিয়ে। وَاَنْفُسِكُمْ তোমাদের জীবন দিয়ে।

وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً পবিত্র বাসস্থান, সর্বোত্তম বাসস্থান।

اَلْفَوْزُ اَلْعَظِيْمُ বড় সাফল্য, মহান বিজয়, একমাত্র মহাসাফল্য, বিরাট পুরস্কার।

وَاُخْرٰى অপরটি, অন্য একটি, দ্বিতীয়টি, অন্য পুরস্কার। এখানে উখরা বলে দুনিয়াতে দ্বীনের বিজয় হবার ব্যাপারে যে আশা এবং চাওয়া তা বুঝানো হয়েছে। আলোচিত অংশে আল্লাহ যে ব্যবসা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন তার পুঁজি ও লাভের বিবরণ নিম্নরূপঃ

পুঁজি হলো দু'টি (১) ঈমানঃ- (ক) ঈমান বিল্লাহ (খ) ঈমান বীর রাসূল।

(২) জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ ঃ (ক) বিলমাল (ধনসম্পদ দিয়ে) (খ) বিননফস (জীবন দিয়ে)

www.icsbook.info

দ্বিতীয় পর্যায়ে- এই ব্যবসায়ের লাভ হলো চারটি –তন্মধ্যে দুটি পাওয়া যাবে আখেরাতেঃ–

(১) কষ্টদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া।

(২) জান্নাতের মধ্যে পবিত্রমত বাসস্থান লাভ।

আর দুনিয়ার দু'টি ঃ

(১) অতীতের সকল অপরাধও পাপসমুহের ক্ষমা প্রাপ্তি।

(২) আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতা ও দ্বীন ইসলামের বিজয়।

وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا এ বিজয়ের ব্যাপারে আল্লাহতায়ালা শর্তসাপেক্ষে কুরআনের অন্যত্র সুরা আননূর-এর ৫৫ নং আয়াতে বলিষ্ঠভাবে উল্লেখ করেছেন

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ –

"তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে আল্লাহ তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা বানাবেন (রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করবেন)। যেমনি ভাদের পূর্ববর্তীদের বানিয়েছিলেন।"

এ আয়াতে উল্লেখিত দু'টি বড় রকমের শর্তের প্রথমটি হলো আলোচ্য অংশে বর্ণিত প্রথম পুঁজি অর্থাৎ ঈমান, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত ২য় পুঁজি 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'। আর এ কাজটি সামাধা করতে পারলেই অতীতের ন্যায় বর্তমানেও আল্লাহ খিলাফত দান করবেন।

শিক্ষা ঃ উল্লেখিত দারসের শিক্ষা নীচে দেয়া হলো।

(১) এমন এক ব্যবসা বা তিজারাতের কথা বলা হচ্ছে যা করা হবে আল্লাহর সাথে এবং এ ব্যবসায় শুধু লাভ হবে কিন্তু ক্ষতি বা লোকসান হবে না।

(২) এই ব্যবসার পুঁজি হলো আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমান ও জানমাল দিয়ে জিহাদ। এককথায় ইসলামী আন্দোলকে আল্লাহ তিজারাত হিসেবে গণ্য করেছেন।

(৩) লাভ হলো ৪টি (ক) আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতা ও বিজয় লাভ। (খ)

www.icsbook.info

সকল পাপের ক্ষমা প্রাপ্তি। (গ) কষ্টদায়ক শাস্তি হতে মুক্তি। (ঘ) জান্নাতের মধ্যে পবিত্রতম বাসস্থান লাভ।

বাস্তবায়নঃ বর্তমান দুনিয়া হলো প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র। কে কত বেশী পাবে, কার কত টাকা আছে, অর্থ সম্পদ আছে কার কত বেশী ইত্যাদি বিষয়ের প্রতিযোগিতা খুব বেশী। অর্থ সম্পদ বাড়ানোর মৌলিক মাধ্যম হলো ব্যবসা বা তিজারাত। দুনিয়ার তিজারতে লাভও হতে পাবে ক্ষতিও হতে পারে। আল্লাহ মুমিনদের জন্য এমন ব্যবসা শিক্ষা দিচ্ছেন যাতে ক্ষতিরতো কোন সম্ভাবনা নেই বরং দুনিয়া ও আখেরাত উভয় দিকেই শুধু লাভ।

আমরা যারা ঈমানদার তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশ এবং তার শিখানো তিজারতের প্রতি গভীর আস্থা ও স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতা পোষণ করে তা গ্রহন করা উচিৎ। তাহলে বর্তমান প্রতিযোগিতার বিশ্বেও আমরা ইহকাল ও পরকালে অধিক লাভবান হবো এবং মুসলিম মিল্লাতের জাতীয় সমস্যাও বিদূরিত হবে। ঈমান ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর অভাবেই আজ আমরা অবহেলিত, লাঞ্ছিত এবং দ্বিধাবিভক্ত। আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষা ও সারা বিশ্বে বিজয়ী জাতি হিসেবে বাঁচতে হলে বিকল্প কোন পথ নেই।

www.icsbook.info

আল্লাহর পথে বাইয়াত গ্রহণ

(আততাওবাঃ ১১১ ও ১১২)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○ اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

দারসুল কুরআন- ১১৮

www.icsbook.info

অনুবাদঃ

(১) নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুমিনদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে (পরকালে জান্নাত দেবেন এই শর্তে ক্রয় করেছেন) তাহারা যুদ্ধ করে আল্লাহ পথে (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য) এতে তারা মরে ও মারে (নিজেরা মরে দুশমনকে ও মারে) আল্লাহ এই ওয়াদা যথাযথ ভাবে করেছেন তাওরাত, ইঞ্জিল এবং কোরআনে। এমন কে আছে যে আল্লাহর চাইতে ওয়াদা পূরণে অগ্রগামী? (এমন কেউ নেই) সুতরাং (হে মুমিনগ) তোমাদের কেনাবেচার উপর সন্তুষ্ট থাকো যা তোমরা তার সাথে করেছ (ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি) আর ইহাই হল মহান সাফল্য।

(২) (যারা ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তিতে আবদ্ধ তাদের কাজ) তারা তাওবাকারী,ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী (আল্লাহর) পরিভ্রমনকারী, রুকু ও সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী, মন্দকাজ থেকে নিষেধকারী, আল্লাহর সীমানা যথাযথভাবে সংরক্ষণকারী। অতএব (হে রাসুল আপনি) তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করুন।

শানে নুযুলঃ– সুরা তাওবা মদীনায় অবতীর্ণ সুরা হওয়া সত্বেও আলোচ্য অংশে উল্লেখিত আয়াতগুলো হিজরতের পূর্বে মক্কী জীবনের শেষ দিকে নাযিল হয়।

হিজরতের পূর্বে মদীনা হতে সত্তর জন লোক হজ্জের মৌসুমে পৌছে আকাবা নামক স্থানে নবী করিম (সঃ)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহন করে মুসলমান হলেন। ঐ সময় আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) আপনি আপনার প্রতিপালক এবং আপনার নিজের জন্য যে কোন শর্ত ও প্রতিশ্রুতি আমাদের নিকট হতে গ্রহন করতে পারেন। তখন রাসূল (সঃ) বললেন 'আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এ শর্ত পেশ করছি যে তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক বানাবে না। আর তোমরা নিজের জীবন ও সম্পদ যেভাবে রক্ষা করে থাকো আমার ক্ষেত্রেও অনুরূপ করবে।' তখন তারা প্রশ্ন করলেন, এই শর্ত পূরণকরলে বিনিময়ে আমাদের জন্য কি আসবে? নবী করিম (সঃ) বললেন, 'এর বিনিময়ে তোমরা জান্নাত লাভ করবে।'

www.icsbook.info

বায়াতকারীগন বললেন 'এটাইতো খুব ভাল সওদা। আমরা কখনো আমাদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করবোনা এবং আমরা আশাকরি আমাদের সহিত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হবে।'

আলোচ্য বিষয়ঃ- আমরা আল্লাহর ও তাঁর রাসুলের উপর ঈমান এনে মুসলমান হয়েছি। ঈমান আনার এ বিষয়টিকেই এখানে বায়আত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সাথে সাথে বায়আত গ্রহনকারীদের গুনাবলী ও বৈশিষ্ট্য কি হওয়া উচিত তাও উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ

اِشْتَرٰى খরিদ করেছেন, ক্রয় করে নিয়েছেন, কিনে নিয়েছেন।

اَنْفُسَهُمْ-আনফুস শব্দটি 'নফস'-এর বহুবচন, তাদের আত্মা, জীবন, জান।

اَمْوَالَهُمْ তাদের মালসমুহ, ধনসম্পদ, সকল প্রকার ধনসম্পদ।

اَلْجَنَّةَ বাগান, বাগিচা,ঘন বন, উদ্যান, পরকালীন জীবনে উপভোগের বাসস্থান।

وَيُقْتَلُوْنَ তারা কতল করবে, হত্যা করবে, মারবে আর মরবে শহীদ হবে, নিহত হবে, জীবন উৎসর্গ করবে।

وَعْدًا ওয়াদা, প্রতিশ্রুতি, অংগীকার।

حَقًّا -যথার্থ, সঠিক, সত্য, যুক্তিযুক্ত।

اَوْفٰى পুরা করা, (প্রতিশ্রুতি) রক্ষা করা, পূরণ করা।

بِبَيْعِكُمُ তোমাদের বাইয়াতের উপর, তোমাদের কেনা বেচার উপর, ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তির উপর।

بَيْعَةٌ (বাইয়াতুন) শব্দটি আরবী। এটা بَيْعٌ হতে এসেছে। অর্থ ক্রয়-বিক্রয়, বেচা-কেনা, আনুগত্য প্রকাশ করা, চুক্তিবদ্ধ হওয়া, অঙ্গীকার করা, শপথ করা, সন্ধি করা ইত্যাদি। আরবীতে একে বলা হয়-

مُبَادِلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى التَّرَاضِىْ -

www.icsbook.info

পন্যদ্রব্য বিনিময় করা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে।

বাইয়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্যঃ (১) নফস বা প্রবৃত্তি (২) ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি (৩) ইবলিশ এই তিনটি শক্তির কারণে মুমিন তার জান-মাল আল্লাহর কাছে বিক্রি করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে। তাই বাইয়াত অনস্বীকার্য। কারণ, বাইয়াত করার ফলে ঐ ব্যক্তি বা জামায়াত তাকে আল্লাহর পথে জান-মাল বিক্রয় করতে সহযোগিতা করে। ফলে উল্লেখিত তিনটি বিরোধী শক্তি তার কাছে পরাজিত হয়। এবং আল্লাহর রাস্তায় চলা তার জন্য সহজবোধ্য হয়। বাইয়াতের গুরুত্ব বলতে গিয়ে রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন–

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِىْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً –

'যে ব্যক্তি বাইয়াত ছাড়া মারা যাবে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু।' (মুসলিম শরীফ)

বাইয়াত কার নিকট করতে হবেঃ আল্লাহর নিকট বাইয়াতই হচ্ছে প্রকৃত বাইয়াত। আর সে বাইয়াতকে ঠিক রাখার জন্য সাহাবায়ে কিরাম রাসূল (সাঃ) এর হাতে বাইয়াত করতেন। রাসূলের অবর্তমানে সংগঠনের কাছে বাইয়াত করতে হয়। কোন ধরনের জামায়াতের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করলে আল্লাহর কাছে বাইয়াত গ্রহণের দাবী পূরণ হবে? এমন জামায়াতের কাছে বাইয়াত গ্রহন করতে হবে, যে জামায়াত বা সংগঠন জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর প্রভূত্ব ও রাসূলের নেতৃত্ব মেনে নেয় এবং তা কার্যকরী করার জন্য বাস্তব কর্মসূচী গ্রহন করে।

বাইয়াতের বাস্তব অবস্থা ঃ (১) রাসূল (সাঃ) এর জীবনে ৬ষ্ঠ হিজরীতে যখন তিনি প্রথম ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে যাত্রা করেন। হুদাইবিয়া নামক স্থানে গিয়ে বাধাগ্রস্থ হন। অবস্থা জানার জন্য হযরত ওসমানকে মক্কায় প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানো হলো। তাকে আটক করে হত্যা করা হয়েছে বলে যে গুজব ওঠে, তার ফলে সাহাবায়ে কেরামগণ রাসূল (সাঃ) এর হাতে হাত রেখে আল্লাহর সাথে একটি গাছের নীচে যে বাইয়াত গ্রহন করেন তাকে বাইয়াতুশ সাজার বা বাইয়াতুল রিদওয়ান বলে অখ্যায়িত করা হয়। কোরআন পাকের নিম্নলিখিত আয়াতে বিবরণ দেয়া হয়েছে।

www.icsbook.info

(২) রাসূল (সাঃ) এর ইন্তেকালের পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের হাতে মুসলিম মিল্লাতের বাইয়াত গ্রহন মুসলিম জাতির জন্য বাস্তব দৃষ্টান্ত।

এ আয়াতে মৌলিকভাবে তিনটি কথাই উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত ঃ আল্লাহর সাথে মুমীনদের ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি।

এখানে আল্লাহ ক্রয় করেছেন মুমীনদের জান-মাল, বিনিময়ে মুমিনদেরকে দেবেন জান্নাত। রহস্যটা রয়েছে গভীরে লুক্কায়িত। যে কালেমা তাইয়েবা পড়ে বা উচ্চারন করে ঈমান গ্রহন করা হয়।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

সে কলিমার উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্যের মধ্যেই আল্লাহর সাথে বান্দার 'বাইয়াত' বা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত ঃ চুক্তি সম্পাদনকারী মুমীনদের কাজ। আর সেটা হচ্ছে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ, যার ধরন হলো মারবে ও মরবে। অর্থাৎ জিহাদ বা কিতাল (সশস্ত্র যুদ্ধ) করতে গিয়ে শত্রুদেরকে হত্যা করবে এবং নিজেরা শহীদ হবে।

তৃতীয়ত ঃ মুমীনগন আল্লাহর সাথে যে বাইয়াত বা চুক্তি সম্পাদন করেছে তাদের জন্য সুসংবাদ এ জন্যই যে, আল্লাহর এ জান্নাতের ওয়াদা সঠিক এবং যুক্তিযুক্ত আর আল্লাহর চাইতে অধিক প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী কেউ নেই।

দ্বিতীয় আয়াতে বাইয়াত গ্রহনকারী মুমীনদের কয়েকটি গুনের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

اَلتَّائِبُوْنَ -তাওবাকারীগন, অপরাধের পর বার বার প্রত্যাবর্তনকারী।

اَلْعٰبِدُوْنَ ইবাদাতকরীগণ, আনুগত্যকারীগন, দাসত্ব গ্রহনকারীগণ।

اَلْحَامِدُوْنَ -প্রশংসাকারীগণ, গুনকীর্তনকারীগণ। শুকরিয়া আদায়কারীগণ।

اَلسَّائِحُوْنَ পরিভ্রমনকরীগণ, কারো কারো মতে রোজা পালনকারীগণ। এখানে ইসলামের জন্য, জিহাদের জন্য ও হালাল রুজির জন্য ভ্রমনও হতে পারে।

www.icsbook.info

اَلرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ রুকুকারী ও সিজদাকারীগণ। সালাত কায়েমকারী।

اَلْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ সৎকাজের আদেশ দানকারী, ভালো ও কল্যানের নির্দেশ দানকারী।

النَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ মনকার বা মন্দ কাজের বাধাদানকারী।

اَلْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ . আল্লাহর সীমা হিফাজতকারী, সংরক্ষনকারী, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে পালনকারী।

উল্লেখিত আটটি গুন বলতে বুঝানো হচ্ছে যারা মুমিন তারা তাদের যাবতীয় কাজ কর্ম আল্লাহর নির্ধারিত ও নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী সমাধা করবে এবং প্রদর্শিত পন্থায় পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যের মাধ্যমে তার অনজাম দেবে। একমাত্র তাদের জন্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে মহান বিজয়, চিরস্থান শান্তির বাসস্থান জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে।

শিক্ষা ঃ উল্লেখিত অংশের শিক্ষাগুলো নীচে দেয়া হলো।

(১) মুমিন,(ঈমানদার) হচ্ছে আল্লাহর সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তি। আর এই চুক্তি তখনই সম্পাদিত হয়েছে যখন কালেমা তাইয়্যেবা পড়ে ঈমান গ্রহন করা হয়। যাকে বাইয়াতও বলা হয়ে থাকে।

(২) চুক্তির বিনিময় হলো মুমিনগণ জানামাল দেবে আর আল্লাহ পরকালে জান্নাত দেবেন।

(৩) চুক্তি সম্পাদনকারীদের দায়িত্ব হলো জানমাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা। এই জিহাদের মাধ্যমেই চুক্তি অটুট থাকবে, এতে মরবে ও মারবে।

(৪) আল্লাহর পক্ষ থেকে এই মহান সফলতার প্রতিশ্রুতির উপর বাইয়াত গ্রহনকারী মুমিনগন অত্যন্ত সন্তোষজনক ভাবে জীবনযাপন করা উচিৎ।

(৫) অবশেষে বাইয়াত গ্রহনকারী মুমিনদের কয়েকটি গুনের উল্লেখ করেছেন– (ক) বার বার তওবাকারী, (খ) ইবাদাত কারী, (গ) প্রশংসাকারী, (ঘ) পরিভ্রমনকারী, (ঙ) রুকু সিজদাকরী, (চ) সৎকাজের আদেশ দানকারী, (ছ) অন্যায় কাজে বাধাদানকারী, (জ) আল্লাহর সীমা সংরক্ষণকারী।

বাস্তবায়নঃ– রাব্বুল আলমীন মানবাত্মাগুলোকে এক সাথে সৃষ্টি করে স্বীকৃতি নিয়েছেন। اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى "অমি কি তোমাদের রব নই?"

www.icsbook.info

সকলে একবাক্যে উত্তর দিয়েছিল 'হ্যাঁ' দুনিয়াতে মানব জাতিকে পাঠিয়ে তাদেরকে 'আশরাফুল মাকলুকাত' বা সৃষ্টির সেরা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সৃষ্টির পুর্বে ফিরিশতাদের মতামত চেয়ে বলেছিলেন اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً আমি পৃথিবীতে আমার খলীফা প্রেরন করতে চাই।

উল্লেখিত সব দৃষ্টিভংগির আলোকে আলোচ্য দারসের মধ্যে আমরা বিষয়টিকে গ্রহন করে নিতে পারি। তা হচ্ছে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্কের আলোকে যারা মুমিন হবে তারা অবশ্যই আল্লাহর সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হবে এবং বিনিময়ে হবে জানমাল ও জান্নাত। এইটি হলো ইসলামের পরিভাষায় বাইয়াতের সুচনা। আমাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি যথাযথভাবে পেতে হলে, খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হলে, গোলাম রব এর সম্পর্ক রাখতে হলে অবশ্যই বাইয়াতের মাধ্যমে যাবতীয় কাজ সমাধা করতে হবে। জামায়াতবদ্ধ জীবন ছাড়া এই বাইয়াত তথা কালেমার দাবী পূরণ করা সম্ভব নয়। উক্ত শিক্ষা বাস্তবায়নও হবে অসম্ভব।

www.icsbook.info

দাওয়াতে দ্বীনের পদ্ধতি ও কাজে অটল থাকার সুফল

(হামীম আসসেজদা ঃ ৩০-৩৫)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۝ نَحْنُ اَوْلِيٰؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ۝ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ۝ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ۝ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ۝

দারসুল কুরআন- ১২৫

www.icsbook.info

অনুবাদঃ–

(১) যে সব লোক ঘোষণা দিলো আল্লাহ আমাদের রব পরে তার উপর অটল ছিলো, নিশ্চয়ই তাদের জন্য ফেরেস্তা অবতীর্ণ হয়ে থাকে। এবং বলে তোমরা ভয় পেওনা এবং চিন্তা করো না। এবং তোমাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ যে. জান্নাতের ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়েছে। (যে ওয়াদা আল্লাহ তোমাদের সাথে করেছেন)

(২) (ফেরেস্তারা বলতে থাকে) আমরা এই দুনিয়াতে এবং পরকালেও তোমাদের সংগীসাথী। সেখানে তোমরা যা চাইবে তাই পাবে এবং সেখানে তোমরা যে কোন জিনিষের ইচ্ছা পোষণ করবে তাই পাবে।

(৩) অত্যন্ত ক্ষমতাশীল ও মহান দয়াবান আল্লাহর পক্ষ হতে ইহা অবতীর্ন (মেহমানদারী)

(৪) আর সে ব্যক্তির কথার চাইতে কার কথা অধিক ভালো যে আল্লাহর দিকে ডাকলো এবং ভাল কাজ করলো এবং বললো আমি মুসলমান।

(৫) (হে নবী আপনি জেনে রাখুন) ভাল এবং মন্দ দু'টি এক হতে পারেনা। আপনি অন্যায় এবং মন্দকে দূর করুন খুব ভাল দিয়ে। (যখন এমনি আচরন করবে।) তুমি দেখবে তোমার ও তাদের মধ্যে যে শত্রুতা ছিলো হঠাৎ এক সময় তারা প্রাণের বন্ধুতে পরিনত হয়ে গিয়েছে।

(৬) যারা ধৈর্য্যশীল তারাই শুধু এই সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। আর এই মর্যাদার অধিকারী তারাই হবে যারা খুব বড় ভাগ্যবান।

নামকরনঃ– এ সুরাটির নাম দু'শব্দে গঠিত। একটি 'হামীম' আর অপরটি 'আসসিজাদ' অর্থাৎ ইহা সেই সুরা যা শুরু হয় হামীম দিযে আর এতে একটি সিজদার আয়াত রয়েছে।

শানে নুযুলঃ– ইহা মাক্কী জীবনে অবতীর্ণ সুরা সমুহের অন্তর্গত। হযরত হামজার ইসলাম গ্রহণের পর এবং হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের পুর্বে অবতীর্ণ সুরা। কাফিররা কুরআনকে রাসুল (সঃ) এর তৈরী কথা ও তাকে যাদুকর, গনক, কবি ইত্যাদি বলে তিরস্কার করতে লাগলো। আর রাসুলের কথাকে না মেনে তার বিরোধিতা করার লক্ষ্যে চরম প্রতিরোধ শুরু করে দিল। আল্লাহ তাদের স্বাভাবিক প্রত্যুত্তরে এ সুরাটি নাযিল করেন। অপর দিকে মুসলমানদের এ কঠিন অবস্থায় অবিচল ও অটল থেকে সকল প্রকার জুলুম নির্যাতন মোকাবিলা করে টিকে উঠতে পারলে ইহকাল ও পরকালীন সফলতার সুসংবাদ প্রদান করে উল্লেখিত আয়াত কয়টি অবতীর্ন করেন।

www.icsbook.info

বিষয় বস্তু / আলোচ্য বিষয় ঃ- আল্লাহকে 'রব' বলে স্বীকার করে তাঁর উপর অটল ও অবিচল থাকার ইহকাল ও পরকালীন কল্যাণ, দাওয়াতে দ্বীনের পদ্ধতি ও তার মর্যাদা।

ব্যাখ্যাঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا এ আয়াতের পূর্ব পর্যন্ত কাফিরদের বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন, চ্যালেঞ্জ, মিথ্যা অপবাদ রাসুল (সঃ) ও তার সংগী-সাথীদের বিরদ্ধে অপপ্রচার ও সকল প্রকার মিথ্যা অপবাদের জবাব দেয়া হয়েছে। কাফেররা ঘোষণা দিয়ে নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর দাওয়াতের (ইসলামের) বিরোধীতা করার চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ শুরু করেছে। তাদের এ সিদ্ধান্তের জবাবও ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াত হতে কাফিরদের এ কঠিন ও প্রচন্ড বিরোধীতার পরিবেশে নবী করীম ও ঈমানদারগণ যে পরিস্থিতি ও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন সে দিকে বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে।

رَبُّنَا اللّٰهُ ঃ- আল্লাহ আমাদের রব, আল্লাহ আমাদের প্রভূ। আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করার সুচনা হলো আলমে আর ওয়াহে আল্লাহর সহিত দেয়া অংগীকারের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেছিলেন اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ তখন মানুষ বলেছিল بَلٰى আর এটার বাস্তবায়ন শুরু হয় কালেমায়ে তাইয়্যেবার বাইয়াতের মাধ্যমে। আর এ 'রব' এর স্বীকৃতির মধ্যে আল্লাহর জাত, সিফাত, হুকুক, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত। যেমন অন্যত্র আছে- اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ

'জেনে রেখো সৃষ্টি তারই, সুতরাং হুকুম দানের অধিকারও একমাত্র তাঁর' (আল্লাহর) (সূরায়ে মায়েদা)

اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ - 'নিশ্চয়ই আল্লাহ যা চান তাই হুকুম করেন।' (সূরায়ে মায়েদা)

وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ -

www.icsbook.info

'অথচ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত সকল কিছুই ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় তাঁরই আনুগত্য করছে, আর সকলকে তাঁর দিকে ফিরে যেতে হবে।' (সূরায়ে আলে ইমরান)

আর 'রব' এর ব্যাখ্যায় তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ এর পুরোটাই অর্ন্তভূক্ত। নবী করীম (সঃ) এবং সাহাবায়ে কিরামগণ এর ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাষায় যা হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেছেন–

لَمْ يُشْرِكُوْا بِاللّٰه شَيْئًا وَلَمْ يَلْتَفِتُوْا اِلٰى اِلٰه غَيْرِه –

"আল্লাহর সহিত কাউকে শরীক করে নাই এবং তিনি ছাড়া অপর কোন মা'বুদের দিকে তাকায় নাই। (ইবনে জারীর)

اِسْتَقَامُوْا = তোমরা অবিচল হয়ে থাকো, মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে থাকো, পুরোপুরি আনুগত্য করে চলো, যথাযথ অনুসরন করো। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রাসূল (সঃ) বলেছেন–

قَدْ قَالَهَا النَّاسُ ثُمَّ كَفَرَ اَكْثَرُهُمْ فَمَنْ مَاتَ عَلَيْهَا فَهُوَ مِمَّنْ اسْتَقَامُوْا –

"অনেক লোকই আল্লাহকে নিজের রব বলে মেনে নিয়েছে কিন্তু তাদের অধিকাংশই কাফের হয়ে গিয়েছে। সে ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে অবিচল, যে মৃত্যু পর্যন্ত এ আক্বীদার উপর অটল হয়ে থাকতে পারে। (ইবনেজারীর) এখানে আল্লাহতায়ালা নিজেই 'ইস্তেকামত' এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সুরা আ'রাফে বলেছেন–

اِتَّبِعُوْا مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِه اَوْلِيَاءَ–

"হে লোকেরা! তোমাদের খোদার পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা মেনে চলো এবং নিজেদের রবকে বাদ দিয়ে অপরাপর পৃষ্টপোষকদের অনুসরণ করো না।' (সূরায়ে আরাফ-৩)

খোলাফায়ে রাশেদীন এ শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা উপরোক্ত আয়াতের পরিপূরক।

বাস্তবায়নের দিক থেকে এ শব্দের ব্যাখ্যা যা হয় তাহলো আল্লাহকে 'রব' বলে স্বীকৃতি দেয়ার পরে সে ব্যাপারে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ এবং এর প্রতি অবিচল বিশ্বাস, বিশ্বাসের উপর অটল থেকে সে অনুযায়ী চরিত্র গঠন এবং এ বিশ্বাসকে বাস্তবায়ন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা ।

www.icsbook.info

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ তাদের জন্য ফিরিস্তাদেরকে প্রেরণ করেন, তাদের সাহায্যে ফিরিশতা অবতীর্ন করা হবে, ফিরিস্তাগনকে পাঠিয়ে দেবেন। তাদের উপর ফিরিশতাদেরকে নাযিল করা হয়। ফিরিশতা পাঠানোর অবস্থা বা ধরণ বলতে যা বুঝায় তা হলো. আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের জন্য সাহায্য সহযোগীতা আর এ সাহায্য সহযোগীতা দু'ভাবে হয়ে থাকে।

(১) সরাসরি যা আল্লাহতায়ালা ফিরিশতাদেরকে সেনাবাহিনী হিসেবে যুদ্ধের ময়দানে বা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন সময়ে প্রেরন করে থাকেন। এ অবস্থায় সাহায্যকারী ফিরিশতাদেরকে দেখা যেতেও পারে নাও যেতে পারে। এ ধরনের সাহায্য প্রেরণ রাসুলের (সঃ) জীবনে অনেকই ঘটেছে। এখানে শুধু দুটো ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছেঃ (ক) রাসুল (সঃ) এর হিজরতের সময় হযরত আবুবকর (রাঃ) সহ যখন দুশমনদের ক্ষতির ভয়ে চিন্তামগ্ন ছিলেন তখন আল্লাহ সরাসরি সাহায্য করে বিজয় দান করেছিলেন–

فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهُ بِجُنُوْدٍ لَمْ تَرَوْهَا –

'তখন আল্লাহ তাঁর প্রতি গভীর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং এমন এক সৈন্য বাহিনী দ্বারা তার সাহায্য করলেন যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি।' (সূরায়ে তাওবা-৪০)

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى –

'(সত্য কথা হলো) তোমরা তাদের হত্যা করনি বরং আল্লাহ তাদের হত্যা করেছে। আর (হে মোহাম্মদ) তুমি নিক্ষেপ করনি বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন।" (আনফাল-১৭)

(খ) বদরযুদ্ধে ঃ– এ যুদ্ধে ৩১৩ জন মুসলিম সেনাবাহিনীকে হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধ হিসেবে (রাসুলের জীবনে) বিজয় লাভ ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সরাসরি সাহায্য করেছিলেন। যা সুরায়ে আনফালে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

রাসূল (সঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের পরেও এ ধরনের সাহায্যের অনেক ঘটনা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে পাওয়া যায়, যেমন ১৯৬৫ সনে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে ফিরিশতার আকৃতিতে যুদ্ধ করতে অনেকে দেখেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে আফগান মুজাহিদদের সাথে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অনেকে সরাসরি দেখেছেন। পাকিস্তান ও আফগানিস্তান যুদ্ধে সাহায্যের বিবরণ বিভিন্ন পত্র পত্রিকা হতে জানা ঘটনা।

www.icsbook.info

(২) পরোক্ষ ভাবে সাহায্য বা আশারিরীক আকারে যা আত্মার (Related) সাথে সম্পৃক্ত। এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে অন্তরের অনুভুতির সাথে জড়িত। যখন মুমিনগণ চরম জুলুম নির্যাতন ও অসহায় অবস্থায় পড়ে তখন তাদেরে অন্তকরনে প্রশান্তি, মনে সাহস, ঈমানের মজবুতি, চরম ধৈর্য্যধারণ ক্ষমতা, সাহাবায়ে কেরামগণের জীবনী থেকে অনুপ্রেরণা লাভ অথবা মৃত্যুর সময় সান্তনা ও হাশরে কঠিন সময়ের সাহায্য ইত্যাদি।

دَعَا اِلَى اللّٰه আল্লাহর দিকে আহ্বান করা, আল্লাহর দিকে ডাকা, আল্লাহর হুকুম আহকামের দিকে আহবান করা, আমর বিল মারুফের প্রতি আহবান, দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দান, الدين النصيحة- দ্বীন অর্থ হচ্ছে কল্যাণ কামনা করা, আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আহবান। উপরের দু'টি আয়াতে মুমিনদেরকে যে কোন কঠিন পরিস্থিতিতে অবিচল তথা ইস্তিক্বামাত থাকার এবং এভাবে অটল ও অবিচল হয়ে থাকতে পারলে আল্লাহর সাহায্য দানের আশ্বাস প্রদানের পর পরবর্তী আয়াত দুটিতে তাদের মৌলিক দায়িত্বের প্রতি ইংগিত করা হচ্ছে। এখানে বলা হচ্ছে যে দাওয়াতে দ্বীনের মত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাবান কাজ বা স্তর আর নেই। এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ও উৎসাহ প্রদান করে আল্লাহ বলছেন দাওয়াতে দ্বীনের সাথে অতিরিক্ত আরো দুটো কাজ সম্পাদন করতে হবে। (ক) আমলে সালেহ বা যথাযথ আমল, (খ) অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় ও মাথা উঁচু করে বলিষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা দিতে হবে 'আমি মুসলমান'।

আল্লাহর দিকে আহবানের পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ নিজেই সুরায়ে আন-নাহাল এর ১২৫ নং আয়াতে বলেছেন–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِالْحَسَنَةِ –

'(হে নবী) আপনি ডাকুন আপনার রবের দিকে হিকমাত এবং উত্তম নসীহতের মাধ্যমে।' (সূরায়ে আননাহাল-১২৫)

يٰاَيُّهَاالنَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا – وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰه بِاِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا –

'হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠিয়েছি।' আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার পথে আহবানকারী হিসেবে এবং উজ্জল আলোকবর্তিকা স্বরূপ।" (আযহাব-৪৫-৪৬)

www.icsbook.info

وَلَاتَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَاالسَّيِّئَةُ ঃ বলে আল্লাহতায়ালা দাওয়াতে দ্বীনের কাজে কঠিন অবস্থায় যে টেকনিক (Tacnic) বা কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন ও তার সুফল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে-لَاتَسْتَوِى সমান নয় এক রকম নয়, এক ধরনের নয় (Action) বা বাস্তবায়ন ও এক নয়। হাসানা ও সাইয়্যেয়া। ভালো এবং ভালোর তৎপরতা, কর্ম পন্থা, আচরণ সব গুলোই Positive ইতিবাচক হবে। পক্ষান্তরে মন্দের উল্লেখিত সবগুলো Nagative বা নেতিবাচক। উপরে আলোচিত বিষয়কে আমরা বাস্তবেও এর প্রতিফলন দেখি। যারা মিথ্যার পক্ষে কাজ করে তারা তাদের মিথ্যা প্রতিষ্ঠার জন্য অবৈধ কর্মসূচী, লুট, নারী ধর্ষণ, মানুষ হত্যা, হাইজ্যাক, মিথ্যা প্রপাগান্তা ইত্যাদি অনেক কর্মসুচী নিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যারা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাদের কর্মসুচী হবে ইতিবাচক ও সামাজিক। এর পরিবর্তে উপরোল্লিখিত মিথ্যা প্রতিষ্ঠাকারীদের একটা নেতিবাচক র্কমসূচী ও গ্রহণ করে যদি বলি শুধুমাত্র সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা একটা কর্মসূচী গ্রহণ করেছি। দুনিয়ায় কোন মানুষ বা সংগঠন তাদের এই কৃত্রিম কর্মসুচী গ্রহণ তো করবেনা বরং সকলের নিকট ঘৃনিত ও ধিকৃত হবে। এ কথাটাই কুরআন পাকে আলোচনা করা হয়েছে। এর পরই রাসুলকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেছেন ادْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ- যা ভালো বা যা গ্রহণ যোগ্য, যা ইতিবাচক তা দিয়ে অন্যায় ও মিথ্যার মোকাবিলা করুন। যার ফলশ্রুতিতে আপনি দেখবেন তাদের এবং আপনার পরস্পরের যে সম্পর্ক অর্থাৎ শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ, জিঘাংসা, মারমুখী মনোভাব, আক্রমনাত্মক আচার-আচরন ইত্যাদি وَلِىٌّ حَمِيْمٌ -একান্ত অন্তরংঙ্গ, বন্ধুন্ত, আপন, নিকটতম সম্পর্কে পরিণত হবে।

সর্বশেষ আয়াতে উপরোল্লেখিত গুনাবলী অর্জন করে সৌভাগ্যবান আল্লাহর নিকটতম ও একান্ত প্রিয় হওয়ার জন্য মৌলিকভাবে একটা গুন অর্জন করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে-وَمَايُلَقَّاهَا اِلَّاالَّذِيْنَ صَبَرُوْا আর তা হচ্ছে সবর বা ধৈর্য্য ধারণ করার ক্ষমতা। আল্লাহ বলেন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا - .

'হে মু'মিনগন ধৈর্য্য ধরো এবং ধৈর্য্যের ব্যাপারে প্রতিযোগীতা করো।' (আল ইমরান)

www.icsbook.info

دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ আল্লাহর দিকে আহবান দুই ধরণের লোকের কাছে জানাতে হবে।

(১) সাধারণ মানুষ যারা এখনো ঈমান আনে নাই। যেমন রাসূল (সাঃ) সাফা পর্বতের ওপরে ওঠে বলেছিলেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلِحُوْا –

'হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা এক বাক্যে ঘোষণা দাও যে,আল্লাহ ছাড়া সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আর কেউই নয়, তাহলে তোমরা সফল হবে।' (আল-হাদীস)

(২) মু'মিনদের নিকট। যেমন– পরিপূর্ন রূপে ইসলামকে মেনে চলার আহবান জানিয়ে আল্লাহ বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ –

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো। আর শয়তানের আনুগত্য কর না, কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।' (বাক্বারা)

দাওয়াতের বিষয়বস্তু ঃ দাওয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষের হেদায়াত বা পথ নির্দেশনা।

আল্লাহর দিকে আহবানকারীর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকতে হবে ঃ

(১) তিনি সর্বাবস্থায় তাওহীদের বাণী পেশ করবেন। সকল নবী ও রাসূলগণ মানব জাতিকে তাওহীদ তথা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়ার দিকে আহবান জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কোরআনে পাকে বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِه فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰه غَيْرُه اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ –

"আর আমি নূহ (আঃ) কে তার জাতির নিকট পাঠিয়েছিলাম। তিনি তার জাতিকে ডাক দিয়ে বললেন, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।' (আল আরাফ-৫৯)

আর শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে সমগ্র মানবজাতির নিকট এ দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন, এ ব্যাপারে সূরা আহযাবের ৪৫ ও ৪৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

www.icsbook.info

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا –

"হে নবী! আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে আর আল্লাহর নির্দেশে তার প্রতি আহবানকারী এবং উজ্জল আলোক বর্তিকারূপে।" (আহযাব ৪৫-৪৬)

(২) দাওয়াত দানকারীর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি নিজে আমলে সালেহকারী তথা সৎ কর্মশীল হবেন।

اَ تَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ –

'তোমরা কি লোকদেরকে ভাল কাজের নির্দেশ দিয়ে নিজেদের কথা ভুলে যাও?' (বাকারা)

আল্লাহর দিকে আহবানকারী এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে না। কারণ, এতে আহবানকারীর কথার মূল্য থাকে না। বরং তার কথা ও কাজের সমতা থাকতে হবে।

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَاتَفْعَلُوْنَ –كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالَاتَفْعَلُوْنَ –

'তোমরা কেন এমন কথা বলো যা কর না। এটা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত রাগের ব্যাপার যে, তোমরা এমন কথা বলবে যা করবে না।' (আসসাফ-৩)

(৩) দাওয়াত দানকারীর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো সর্বাবস্থায় মুসলমানিত্বের ঘোষণা দানের ব্যাপারে অভ্যস্ত হওয়া। যেমন সূরা হা-মীম আসসিজদার ৩৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ – 'আর সে ঘোষণা দেয় যে, আমি মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত (পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পনকারী)

(৪) সূরায়ে মুদ্দাসসিরের প্রথম থেকে সপ্তম আয়াত পর্যন্ত বর্ণিত গুণাবলী অর্জন করতে হবে।

দাওয়াতে দ্বীন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দায়ী-ইলাল্লাহ, ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন, ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি, আদর্শ কিভাবে প্রচার করতে হবে, সিরাতে সরওয়ারে আলম বইগুলো পড়ে নিতে হবে।

www.icsbook.info

শিক্ষাঃ– উল্লেখিত আয়াতগুলোর শিক্ষা নীচে দেয়া হলোঃ

(১) আল্লাহকে রব বা ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করার পর সর্বাবস্থায় তার প্রতি অটল থাকা। অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত এই ঘোষণার উপর অবিচল থাকতে পারলেই সকল প্রকার সাহায্য সহযোগীতা, প্রশান্তি ও জান্নাত লাভ হবে।

(২) দুনিয়াতে কোন প্রকার ভয়ভীতি ও চিন্তা ভাবনা নেই আর পরকালে রাব্বুল আ'লামীন এমন জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন সেখানে যা চাইবে তাই পাবে।

(৩) যারা দুনিয়ার মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান করে (অর্থাৎ ইকামাতে দ্বীনের কাজ করে) তারাই সর্বোত্তম মানুষ। তাদের আরো দুটি কাজ হলো নেক আমল করা এবং সর্বাবস্থায় মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়া।

(৪) যারা ভাল কাজ করে আর মন্দ কাজ করে উভয়ের কর্মনীতি ও চরিত্র এক হতে পারে না।

(৫) পরম শত্রুকেও আপন করতে হলে মন্দ ও অন্যায়ের প্রতিবাদে উত্তম ও ভালো কাজ বা চরিত্র দেখাতে হবে।

(৬) সৌভাগ্যবান সেই ব্যাক্তি যে ধৈর্য্যধারণ করতে পারবে এবং আল্লাহর সাহায্য লাভ করতে পারবে।

বাস্তবায়ন ঃ– ইসলামী আন্দোলনের চিরন্তন নীতি হলো সংঘর্ষ, সংঘাত, অপপ্রচার, হুমকি ইত্যাদি। সকল পরিস্থিতি এককভাবে বা দলবদ্ধভাবে শুধু মাত্র মানবীয় দৃষ্টিভংঙ্গিতে মুকাবিলা করা সম্ভব নয়। আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যের শপথ নেয়ার পরে তার উপর আমরন টিকে থাকাটাও সম্ভব হবে তখন, যখন আমরা জামায়াত বদ্ধ হয়ে জীবনের সকল কাজ কর্ম একমাত্র আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী পরিচালিত করবো এবং সব সময় এপথে টিকে থাকার জন্য আল্লাহর দরবারে সাহায্য চাইবো।

দ্বিতীয়ত ঃ যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের দাবীদার, তাহলো ভালো মন্দ কখনো সমান হতে পারে না, একথা মনে প্রাণে সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। আমরা অনেক সময় বলে থাকি আমাকে গালি দিলে বা আঘাত করলে বা অস্ত্র ব্যবহার করলে আমি বা আমরাও করতে হবে। এ চিন্তা সম্পূর্ণ ভাবে অবৈধ। পক্ষান্তরে মন্দ ও অন্যায়ের প্রতি উত্তর ভালো ও ন্যায় দিয়ে দিতে না পারলে আমাদেরকে ইকামাতের দ্বীনের কাজ হতে সরে দাঁড়াতে হবে। আমরা শক্তি বলে বা গায়ের জোরে এই নির্দেশ অমান্য করলে আল্লাহর সাহায্য হতে বঞ্চিত হবো। অতএব বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে এই নীতি অবলম্বন করে আমাদেরকে দায়ীর ভূমিকা পালন করতে হবে।

www.icsbook.info

যে কোন অবস্থায় জিহাদ না করার শাস্তি বা পরিণতি

(আত তাওবা ঃ ৩৮-৪১)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ط اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ۝ اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ط وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ انْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

www.icsbook.info

অনুবাদঃ

(১) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হয়েছে? যখন তোমাদেরকে বলা হয় বেরিয়ে পড়ো আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য, তখন তোমরা জমিনকে আঁকড়ে ধরে থাকো। তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট? (দুনিয়ার জীবনকে কি তোমরা উত্তম মনে করছো?) অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন অতি সামান্য ও ক্ষনস্থায়ী।

(২) আর তোমরা যদি (আল্লাহর পথে) বের না হও তোমাদেরকে অত্যন্ত কষ্টদায়ক শাস্তি দেয়া হবে এবং অন্য কোন জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করা হবে, তোমরা তার সামান্যতম ক্ষতিও করতে পারবেনা এবং আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে মহাশক্তিশালী।

(৩) যদি তোমরা তাঁকে সাহায্য না করো (রাসুল (সঃ) কে) তবে মনে রেখো আল্লাহ তাকে তখন সাহায্য করেছিলেন, যখন কাফিরগন তাকে বহিস্কার করেছিলো, তিনি ছিলেন দুজনের একজন। যখন তারা গুহার মধ্যে, তিনি আপন সাথীকে বললেন, 'চিন্তিত, পেরেশান হইওনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।' অতপর আল্লাহ তার প্রতি প্রশান্তি বর্ষন করলেন এবং তার সাহায্যে এমন সৈন্য প্রেরণ করে দিলেন যা তোমরা দেখোনি এবং আল্লাহ কাফিরদের কথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাকে উন্নত মহিয়ান করলেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

(৪) তোমরা বেরিয়ে পড় হাল্কা ও ভারী সরঞ্জামসহ (যে কোন অবস্থায়) এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে ইহা তোমাদের জন্য অতি উত্তম যদি তোমরা বুঝতে পারো।

নামকরণ ঃ এ সুরাটি দু'নামে পরিচিতিঃ–

(১) তাওবা- এজন্য রাখা হয়েছে যে, এ সুরার এক স্থানে কোন কোন ঈমানদার লোকদের অপরাধ ও পাপের কারণে আল্লাহর দরবারে যথাযথ তাওবা করলে আল্লাহ তা মাফ করে দেয়ার কথা উল্লেখ করেন।

(২) বারায়াত– এ সুরার প্রথমেই بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ বলে মুশরিকদের সহিত সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

www.icsbook.info

বিঃ দ্রঃ– 'বিসমিল্লাহ না লেখার কারণঃ– তাফসীরকারকগণ বিসমিল্লাহ না লিখার অনেকগুলো কারণ উল্লেখ করেছেন। এসব বর্ণনার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং এখানে ঈমাম রাজীর বর্ণনাটাকেই শুধু তুলে ধরা হচ্ছে। তিনি লিখেছেন, রাসুল করীম (সঃ) এ সুরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' লিখেন নাই, যার কারণে সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী কালের লোকেরা ইহাই অনুসরণ করেছেন।

শানে নুযুলঃ– নবম হিজরীতে আরবের খৃষ্টানরা রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে মিথ্যা সংবাদ দিল যে, মুহাম্মদ (সঃ) এর মৃত্যু ঘটেছে এবং তার সংগীসাথীগন চরম অভাব অনটন ও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিপতিত। এ মিথ্যা সংবাদ পেয়ে আরব ভূ-খন্ড জয় করার জন্য রোম সম্রাটের মনে বাসনা জাগলো। সে তার বিশেষ উপদেষ্টার নেতৃত্বে চল্লিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী সিরিয়ার সীমান্তবর্তী 'তাবুক' নামক স্থানে সমবেত করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মদীনায় অতর্কিত হামলা চালিয়ে সব কিছু তছনছ করে দেবে। নবী করিম (সঃ) সবেমাত্র 'তায়েফ' হতে যুদ্ধ শেষ করে ফিরে এসেছেন। সময়টা ছিল প্রচন্ড গরম ও ফসল কাটার মৌসুম। নবী করিম (সঃ) মুসলমানদের প্রতি সাধারণভাবে জিহাদে যাওয়ার জন্য নির্দেশ জারী করেন। তিনি হযরত আলী (রাঃ) কে আহলে বাইয়াতের তত্ত্বাবধায়ক এবং ইবনে উম্মে মাকতুমকে নামাজের ঈমাম নিযুক্ত করে অন্যান্য সাহাবীদিগকে জিহাদে যাওয়ার জন্য আহবান জানালেন। পথ ছিল খুব দীর্ঘ। সাহাবাগণ মক্কা ও হোনায়েন বিজয় করে কেবলমাত্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছিলেন, এমতাবস্থায় জিহাদের নির্দেশ জারী করায় কতিপয় সাহাবা (রাঃ) এর মনে একটু দূর্বলতা দেখা দিলো এবং মুনাফিকগন নানাভাবে তালবাহানা শুরু করে যুদ্ধ হতে পিছু হটার চেষ্টা করতে লাগলো। এই সময়ে আল্লাহতায়ালা আয়াতগুলো অবতীর্ণ করে সত্যিকার মু'মিনদের ঈমানকে মজবুত করে দিলেন এবং দুর্বলচিত্ত মু'মীন ও মুনাফিকদের ভৎসনা করা হল।

এ সুরাটিতে ৩টি ভাষণ সন্নিবেশিত হয়েছে–

১ম ভাষণ ঃ সূরার ১ম হতে ৫ম রুকুর শেষ পর্যন্ত। এ অংশটি নবম হিজরীর 'যুলকাদ' মাসে নাজিল হয়।

২য় ভাষণ ঃ ইহা ৬ষ্ঠ রুকু হতে ৯ম রুকুর শেষ পর্যন্ত। নবম হিজরীর রযব মাসে নাজিল হয়।

৩য় ভাষণঃ ১০ম রুকু হতে সূরার শেষ পর্যন্ত। এটা তাবুক যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনকালে অবতীর্ণ হয়।

www.icsbook.info

আলোচ্য বিষয় ঃ (১) তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি। যুদ্ধে না যাওয়ার পরিণতি।

(২) আল্লাহর রাসূলকে সঠিক সহযোগিতার নির্দেশ, অন্যথায় আল্লাহই তাঁর সাহায্যের জন্য যথেষ্ট।

(৩) যে কোন অবস্থায় জানমাল দিয়ে জিহাদ করার সুফল।

ব্যাখ্যা ঃ

مَالَكُمْ তোমাদের কি হল? কেন বের হওনা তোমরা?

আলোচ্য অংশে مَالَكُمْ বলে আল্লাহতায়ালা জিহাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে দুনিয়ার কাজে জড়িত থাকার প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। এ ধরণের একটি হৃদয়গ্রাহী আবেদন কোরআনে পাকের অন্য আয়াতে জানানো হয়েছে–

وَمَالَكُمْ لَاتُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَااَخْرِجْنَامِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّاوَاجْعَلْ لَّنَامِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ০

"আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা কেন সংগ্রাম করছো না আল্লাহর রাস্তায়? ঐ সকল নির্যাতিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের জন্য, যারা ফরিয়াদ করে বলছে, হে আমাদের রব, তুমি আমাদেরকে এই জালেম অধ্যুষিত এলাকা হতে বের করে দাও আর আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হতে একজন অভিভাবক পাঠাও এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হতে একজন সাহায্যকারী পাঠাও।" (আননিসা-৭৫)

انْفِرُوْا তোমরা বেরিয়ে পড়ো, দলভুক্ত হও, দলে দলে বেরিয়ে পড়ো, তোমরা যুদ্ধযাত্রা কর।

اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ তোমরা মাটি জড়িয়ে ধরো, মাটিকে আঁকড়িয়ে ধরো। মাটিকে অবলম্বন করে রাখো। এখানে দুনিয়ার লোভ-লালসা, সন্তান-সন্ততির ভালোবাসা, দুনিয়ার চাকচিক্য ইত্যাদির প্রতি ঝুঁকে পড়ে জিহাদে যাওয়া থেকে বিরত থাকা, রাসূল (সাঃ) হাদীসে অন্যত্র বলেছেন, حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ 'দুনিয়ার মোহ সকল গুনাহের মূল।

www.icsbook.info

اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনের প্রতি সন্তুষ্ট অর্থাৎ আখেরাতের কল্যাণের চাইতে দুনিয়ার বৈষয়িক লোভ-লালসার প্রতি তোমাদের মনোযোগ বেশী? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন যেমনটি মহাসমুদ্রের তুলনায় এক ফোটা পানি। জীবন মৃত্যু দিয়ে আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষা করতে চান পরকালের প্রতি বিশ্বাসী কারা। কোরআনে পাকে বলা হয়েছে–

اَلَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا –

"যিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন যাতে করে তিনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কার আমল (কাজকর্ম) সর্বোৎকৃষ্ট।" (আল মুলক)

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা যারা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে জেহাদে আত্মনিয়োগ করেছেন তাদের জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন–

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ০

"আল্লাহর পথে লড়াই করা কর্তব্য তাদেরই যারা দুনিয়ার জীবনকে পরকালের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে লড়াই করবে অতঃপর নিহত হবে অথবা বিজয় লাভ করবে, অচিরেই আমি তাকে মহান (বিজয়) প্রতিদান দেব।' (আননিসা-৭৪)

مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا দুনিয়ার জীবনের ভোগ-বিলাস, দুনিয়ার জীবনের আরাম আয়েশ আখেরাতের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য।

وَ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ তোমাদেরকে বাদ দিয়ে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করা হবে, তোমাদের স্থলে অন্য জাতির উত্থান ঘটাবেন। এখানে আল্লাহ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে যে কথাটি বলতে চাচ্ছেন সেটা হল, দুনিয়ার ভোগবিলাসে আকৃষ্ট হয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের নির্দেশ অমান্য করে ইসলাম ও জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর কাজে

www.icsbook.info

দুর্বলতা প্রদর্শন করলে আল্লাহ অন্য জাতিকে দিয়ে তাঁর এ দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ আনজাম দেবেন। আর তোমরা লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও অপমানিত হয়ে আখেরাতে কষ্টদায়ক শাস্তিতে নিমজ্জিত থাকবে।

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ - যদি তোমরা তাঁর সাহায্য সহযোগীতা না কর, যদি তোমরা তাঁর ডাকে সাঁড়া না দাও, তাঁর সাহায্যে এগিয়ে না আস, তাঁকে দায়িত্ব পালনে সহযোগীতা না কর অবশ্যই আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করবেন। অতীতে রাসূলের কঠিন সময় এবং একাকিত্বে আল্লাহ কিভাবে তাকে সাহায্য করেছিলেন সে সম্পর্কে একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

রাসূল (সাঃ) আল্লাহর নির্দেশে যে রাত্রিতে হযরত আবু বকর (রাঃ) কে সাথে নিয়ে হিজরত করছিলেন সেটাই এখানে বলা হচ্ছে যে, যখন কাফেররা তাঁকে (রাসূল) বের করে দিয়েছিলো আর হিজরতের এই সফরে ثَانِىَ اثْنَيْنِ আল্লাহর রাসূল দু'জনের একজন। খবর পেয়ে শত্রুবাহিনী তাদের পিছু ধাওয়া করেছিলো তখন

اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ তারা দু'জন সত্তর পর্বত গুহায় অবস্থান করছিলেন। দুশমনের পদধ্বনি শুর্নে রাসূলের জীবননাশের আশংকায় তিনি বলে উঠলেন, 'আমরা তো মাত্র দু'জন ব্যক্তি।' রাসূল (সাঃ) তখন বললেন, 'হে সাথী! আপনি বিচলিত হবেন না। অবশ্যই আল্লাহও আমাদের সাথী।' এ অবস্থায় আল্লাহতায়ালা তার প্রতি প্রশান্তি বর্ষণ করলেন এবং তাকে সৈন্যবাহিনী দিয়ে সাহায্য করলেন যাদেরকে তোমরা দেখনি। আর এ সাহায্যের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বাণীকে সমুন্নত এবং উচ্চ মর্যাদা দান করলেন আর কাফেরদের কথাও কৌশলকে নীচু পদানত করলেন।

وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا السُّفْلٰى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا ০

انْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا – তোমরা যুদ্ধে বের হও হালকা কিংবা ভারী অবস্থায়। خِفَافًا ও ثِقَالًا শব্দ দু'টির ব্যাপক অর্থ মোফাছছেরীন উল্লেখ করেছেন। যেমন হালকা-ভারী, সশস্ত্র-নিরস্ত্র, অনুকূল-প্রতিকূল, স্বচ্ছলাবস্থায় আর অস্বচ্ছলাবস্থায়, দুঃখে-সুখে সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি, অর্থাৎ সর্বাবস্থায় মাল এবং জান দিয়ে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ করতেই হবে।

আল্লাহর এই সুস্পষ্ট নির্দেশ মুসলিম মিল্লাতের জন্য জিহাদ ফরজ হয়ে গেল। আল্লাহ বলেছেন এতেই তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে।

www.icsbook.info

শিক্ষা ঃ উল্লেখিত অংশের শিক্ষাগুলো নীচে দেয়া হলোঃ–

(১) ঈমানদারদের মধ্যে যারা পরকালের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনকে ভালবাসে শুধু তারাই আল্লাহর পথে জিহাদের ডাকে বেরিয়ে পড়ে না অর্থাৎ জিহাদে অংশগ্রহণ করে না।

(২) আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর ভাষায় জিহাদে অংশগ্রহণ যারা করেনা তাদেরকে কঠিন শাস্তিদানের কথা ও তাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে এনে এ দায়িত্ব পালন করানোর ঘোষণা দিচ্ছেন।

(৩) ইসলামী আন্দেলনে তোমরা সবাই সাহায্য না করলেও আল্লাহ অবশ্যই সাহায্য করবেন তার কথাকে বুলন্দ ও প্রতিষ্ঠিত করতে। কেননা তিনিই একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক ও সর্বশক্তিমান।

(৪) আল্লাহ তাঁর রাসূল (সাঃ) কে এমন বাহিনী প্রেরণ করে সাহায্য করেছিলেন যা কেউ দেখেনি (এখানে বিশেষভাবে মদিনায় হিজরতের সময় সাওর পর্বতের মধ্যে আবুবকর সহ যে ঘটনা এর প্রতি ইঙ্গিত)

(৫) যে কোন অবস্থায় (হালকা ও ভারী) জানমাল দিয়ে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজ অবশ্যই করতে হবে কেননা একমাত্র এতেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

বাস্তবায়ন ঃ এই দারসের শিক্ষা সর্বাবস্থায় বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদেরকে অত্যন্ত সতকর্তা সহকারে চলতে হবে। যারা পরকালীন জীবনে বিশ্বাসী তারা অবশ্যই জিহাদে অংশগ্রহন করতেই হবে। একমাত্র দুনিয়ার ভোগ বিলাসে যারা বিশ্বাসী শুধু তারাই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজে অংশ গ্রহণ করেনা।

আমাদেরকে নিজেদের অস্তিত্ব, মান-সম্মান, আত্মমর্যাদা, পরকালীন কল্যাণ ও আল্লাহর শাস্তি হতে বাঁচতে হলে যে কোন অবস্থায় জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজে অংশ নিতেই হবে।

যারা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজে অংশ নিয়েছেন তাদের সার্বিক দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালার। রাব্বুল আ'লামীনের প্রতি এই আত্মপ্রত্যয় আমাদের অবশ্যই থাকতে হবে।

www.icsbook.info

গণিমতের হুকুম ও প্রকৃত মু'মিনের পরিচয়

(আল-আনফাল ঃ১-৪)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ
وَالرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ
وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ۝
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ
قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا
وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ
وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ
حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝

www.icsbook.info

অনুবাদঃ-

(১) (হে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) আপনার নিকট লোকেরা আনফাল (গণিমতের মাল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলুন গণিমতের সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সংশোধন করে নাও তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে এবং আনুগত্য করো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো।

(২) নিশ্চয়ই প্রকৃত মু'মিন তারা যাদের সামনে যখন আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় তখন তাদের অন্তকরণ (আল্লাহর ভয়ে) প্রকম্পিত হয়, (কাঁপে) আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করা হয় (তখন) উহা তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের রবের উপর নির্ভরশীল।

(৩) যারা সালাত কায়েম করে আর আমি যে রিজিক দিয়েছি তা হতে খরচ করে।

(৪) ঐ সকল লোকেরাই সঠিক ঈমানদার, তাদের জন্য উচ্চ মর্যাদা রয়েছে তাদের রবের নিকট এবং মাগফিরাত ও সম্মান জনক রিজক। (জীবিকা)

নামকরণ ঃ- এ সূরার প্রথমে 'আনফাল' শব্দ ব্যবহার করে রাসূল (সাঃ) কে গণীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জবাব দেয়া হয়েছে। এ শব্দকে কেন্দ্র করে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরা আনফাল।

শানে নুযুলঃ- এ আয়াতগুলো মাদানী যুগের দ্বিতীয় হিজরিতে বদর যুদ্ধের পরে নাযিল হয়। এ যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনী তিনটিভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। সেনাবাহিনীর মধ্য হতে কিছুসংখ্যক শত্রু সৈন্য পশ্চাদ্ধাবনের কাজে নিয়োজিত থাকে। কিছু লোক কাফেরদের পরিত্যক্ত গণীমতের মালামাল সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। আর কিছুসংখ্যক লোক রাসূলের (সাঃ) হিফাজতের উদ্দেশ্যে তাঁর পাশে সমবেত হন, যাতে গোপনে লুকিয়ে থাকা কোন শত্রু সৈন্য রাসূলে করীম (সাঃ) এর উপর আক্রমন করতে না পারে। যুদ্ধ শেষে সবাই যখন নিজেদের অবস্থানে এসে উপস্থিত হন, তখন যারা গণীমতের মালামাল সংগ্রহ করেছিলেন তারা বলতে লাগলেন যে, এ সমস্ত মালামাল যেহেতু আমরা সংগ্রহ করেছি, কাজেই এতে আর কারো অধিকার নেই। যারা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করেছেন তারা বললেন

www.icsbook.info

যে, এতে আমাদের অধিকার তোমাদের চেয়ে কম নয়। কারণ আমরাইতো শত্রুকে হটিয়ে তোমাদের জন্য সুযোগ করে দিয়েছি। তৃতীয় দল বললেন যে, আমরাও ইচ্ছা করলে তোমাদের সাথে গণীমতের মাল সংগ্রহের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারতাম। কিন্তু আমরা জেহাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর হেফাজতের কাজে নিয়োজিত ছিলাম। অতএব আমরাও এর অধিকারী। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এর এ সকল কথাবার্তা রাসূল (সাঃ) এর কাছে পৌঁছার পরে এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

এতে পরিস্কারভাবে বলে দেয়া হয় যে, এসব মালামালের অধিকার বা মালিক একমাত্র আল্লাহতায়ালা। আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে রাসূল (সাঃ) যাকে তা দান করবেন শুধু সেই এর মালিক হবে। এক কথায় বলতে গেলে ইসলাম ও কুফুরের মাঝে সর্ব প্রথম অনুষ্ঠিত বদর যুদ্ধের বিস্তারিত পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যেই সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

আলোচ্য বিষয় ঃ–

এতে প্রথমতঃ গণীমতের মালের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, ইহার মালিক বা অধিকারী একমাত্র আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ), এবং এই মালে গণীমতের বন্টনের ব্যাপারে তাকওয়া, পরহেজগারী এবং আল্লাহ ও রাসূলের (সাঃ) পূর্ণ আনুগত্য করার বিষয় আলোচিত হয়েছে। অতঃপর মু''মীনের কতিপয় গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে যাতে তারা নিজেদের সংশোধন করার প্রয়াস পায়।

ব্যাখ্যাঃ–

اَلْاَنْفَالُ ইহা 'নফল' শব্দের বহুবচন, অর্থ মূল প্রতিদানের অতিরিক্ত বস্তু, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় গনীমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে আনফাল বলে। (আনফাল) আরবীতে নফল বলা হয় আবশ্যকীয় ও মূল পাওনার অতিরিক্ত জিনিসকে। যেমনটি ইবাদতের ক্ষেত্রে বলা হয় ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতের অতিরিক্তকে নয়ল। যুদ্ধের পর্যালোচনাতে আনফালের নিয়ম-নীতি বর্ণনা করার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, জাহেলী যুগে যুদ্ধের রীতি ছিলো যুদ্ধের ময়দানে যে মাল যার হস্তগত হতো- সে উহার মালিক হতো। অথবা স্বয়ং সেনাপতি বা বাদশাহ নিজেই দখল করে বসতো। ইসলামের দৃষ্টিতে উভয়

www.icsbook.info

অবস্থাই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, চরিত্রবিধ্বংসী ও স্বার্থপরতার শামিল। তাই উল্লিখিত অংশে ইসলাম চিরন্তন এবং সার্বজনীন নীতিমালা ঘোষণা করেছে। যাতে করে গনিমতের সম্পদ আল্লাহ ও তার রাসূলের ঘোষনা দেয়ার পরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা রাসূলের হাতে পৌছে দেয়া এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পায় এবং সম্পদ সুষ্ঠুভাবে বন্টনের ব্যাপারে নির্ভরশীলতা অর্জিত হয়।

গনীমতের সম্পদ বন্টন ঃ

এই সূরার ৪১ নং আয়াতে গনিমতের মাল বন্টনের নীতিমালা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে–

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ –

'আর তোমরা জেনে রেখো যে, তোমরা যে গনিমতের মাল লাভ করেছ এর এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিমগণ, মিসকিন এবং মুসাফীরদের জন্য নিদিষ্ট।'

উল্লেখিত নীতিমালার আলোকে শুধুমাত্র পাঁচ ভাগের এক অংশ আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট। বন্টনে আল্লাহ ও তার রাসূলের অংশ মাত্র একটি। আর এর উদ্দেশ্যে হচ্ছে এর একটি অংশ আল্লাহর দ্বীন ও কালেমার প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করা। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের বাইতুল মালে জমা হবে।

আর আত্মীয় স্বজন বলতে আহলে বাইয়াতকে বুঝানো হয়েছে, কিন্তু নবীর ইন্তেকালের পর এক শ্রেণীর ফিকাহবিদ এ অংশ রহিত হয়ে গিয়েছে মনে করেন। আর একশ্রেণী নবীর স্থলাভিষিক্ত খলীফার আত্মীয়-স্বজন পাবেন বলে মনে করেন। তৃতীয় একদলের মতে নবী পরিবারের গরীব লোকদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। অধিকাংশের মতে তৃতীয় মতটি খোলাফায়ে রাশেদার আমলে কার্যকরী হয়েছে।

وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে সংশোধন করে নাও, ইসলাহ করে নাও, ঠিক করে নাও, তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ভাল করে নাও। এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে সে ঘটনার প্রতি, যা বদর যুদ্ধে গনীমতের মালামালের বিলি বন্টন সংক্রান্ত ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে

www.icsbook.info

ঘটে গিয়েছিল। এতে পারস্পরিক তিক্ততা ও গনঅসন্তোষ সৃষ্টির আশংকা বিদ্যমান ছিল। এ আয়াত দ্বারা গনীমতের মাল বন্টনের বিষয়টি মীমাংসা করা হয়েছে। তারপর তাদের আভ্যন্তরীণ ও পারস্পরিক সম্পর্ককে সুন্দর ও কলুষমুক্ত করার উপায় বলে দেয়া হয়েছে। আর এর কেন্দ্রবিন্দু হলো তাকওয়া বা খোদাভীতি।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর আনুগত্য করা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মেনে চলা। আর وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হলে ইতায়াত বা আনুগত্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে। আনুগত্য সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানলাভ করতে হলে আনুগত্যের পরিচয়, আনুগত্য ও ইসলাম, আনুগত্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, আনুগত্যহীনতার পরিণাম, আনুগত্যের মান, আনুগত্যের শর্ত, আনুগত্যের বাঁধা এবং আনুগত্যের রূহানী উপকরণ ইত্যাদিসহ জানতে হবে। এখানে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হচ্ছে। বিস্তারিত জানার জন্য মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী লিখিত 'আন্দোলন ও সংগঠন' বইটি পড়ুন।

আনুগত্যের পরিচয়ঃ- আরবী শব্দ اطَاعَتْ , হতে আনুগত্য। এর বিপরীত শব্দ হলো مَعْصِيَةٌ -বা عصْيَانٌ. আনুর্গত্য হলো মান্য করা, মেনে চলা, আদেশ পালন করা। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুযায়ী কাজ করা। আর 'মায়সিয়াত' مَعْصِيَةٌ হলো না মানা, নাফরমানী করা, অমান্য করা। ইসলামী শরীয়তে আনুগর্ত্য শুধুমাত্র আল্লাহর তাঁর রাসূল ও উলূল আমার, যেমন- সূরা নিসায় ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন।

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُواالرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِمِنْكُمْ -

অর্থ ঃ 'তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো এবং উলুল আমর (দায়িত্বশীলদের) এর আনুগত্য করো।' এর বাইরে কোন আনুগত্য ইসলামে অনুমোদন নেই।

এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ-

مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ يُطِعِ الْاَمِيْرَفَقَدْاَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَعْصِى الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ-

www.icsbook.info

"যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে যেনো আল্লাহর আনুগত্য করলো, আর যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য পরিহার করলো সে আল্লাহর নাফরমানী করলো, যে ব্যক্তি আমার নিযুক্ত আমীরের আনুগত্য করে চলবে, সে যেন আমারই আনুগত্য করলো , আর যে আমার নিযুক্ত আমীরের আনুগত্য ছেড়ে দেবে সে যেন আমারই নাফরমানী করলো।" (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য মু'মীন হওয়ার জন্য শর্ত। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য তখন সম্ভব হবে যখন জামায়াতবদ্ধ জীবন-যাপন করা হবে। অর্থাৎ সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন ছাড়া আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে হযরত ওমরের উক্তিটি বিশেষ প্রনিধানযোগ্য ঃ-

لَااِسْلَامَ اِلَّابِجَمَاعَةٍ وَلَاجَمَاعَةَ اِلَّابِاِمَارَةٍ وَلَااِمَارَةَ اِلَّابِطَاعَةٍ-

"সংগঠন ছাড়া ইসলাম নেই, নেতৃত্ব ছাড়া সংগঠন নেই, আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব নেই। (অর্থহীন)

وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ তাদের অন্তর ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে উঠে, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে প্রকম্পিত হয়ে উঠে। এখানে মু'মীনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, ঈমান বৃদ্ধির অর্থ হলো, ঈমানের শক্তি, অবস্থা এবং ঈমানী জ্যোতির উন্নতি। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, সৎ কাজের দ্বারা ঈমানী শক্তি এবং এমন আত্মিক প্রশান্তি সৃষ্টি হয় তাতে সৎকর্ম মানুষের অভ্যাসে পরিনত হয়ে যায়। তখন এ কাজ পরিহার করা কষ্টকর এবং অসৎ কাজের প্রতি ঘৃণার উদ্ভব হয়। যার ফলে সে খারাপ কাজের কাছেও যেতে রাজী হয় না। এ অবস্থাটিকেই হাদীসে ঈমানের মাধুর্য বলা হয়েছে। এটা হলো মু'মীনের দ্বিতীয় গুণ বা বৈশিষ্ট্য।

وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ আর মু'মীনের তৃতীয় গুণ বা বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহর প্রতি তাওয়াককুল বা ভরসা করা। অর্থাৎ নিজের যাবতীয় কাজ-কর্ম ও অবস্থায় তার পরিপূর্ণ আস্থা ও ভরসা থাকবে শুধু মাত্র একক সত্বা আল্লাহর উপর। এ ক্ষেত্রে সে আর কারো উপর নির্ভরশীল হবে না। দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে সে কোন কাজ করবে না।

يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ -মু'মীনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য নামায প্রতিষ্ঠা করা। এখানে নামায প্রতিষ্ঠা মানে নামায পড়ার কথা নয় বরং নামাযের যাবতীয় আদব-কায়দা, রীতিনীতি ও শর্তসমূহ যথাযথভাবে জামায়াতের সাথে সময় মত আদায় করা।

www.icsbook.info

وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ আর মু'মীনের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় বা যাবতীয় সহায় সম্পদ ব্যয় করা। আল্লাহর নির্দেশিত পথে খরচ করা।

শিক্ষাঃ-

(১) আনফাল বা গনীমতের মাল সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে সমাধান দেবেন তাই আমাদের মানতে অর্থাৎ গনীমতের মাল বন্টনে ইসলামী নীতিমালা বা নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

(২) যুদ্ধের পর গনীমতের মালামাল নিয়ে মু'মিনদের পারস্পরিক সম্পর্ককে (যা সাময়িকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলো) আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের ভিত্তিতে সংশোধন করে নিতে হবে। আল্লাহর ভয় ও তাকওয়া অর্জন করতে পারলে এ সকল বিষয়ের সমাধান সম্ভব।

(৩) মু'মিনদের কয়েকটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো আমাদের অর্জন করতে হবে- (ক) আল্লাহর নাম স্মরণ করলে অন্তর ভযে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে (খ) তাদের সামনে আয়াত তেলাওয়াত করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়। (গ) সর্বদা রবের উপর নির্ভরশীল থাকে। (ঘ) নামায কায়েম করে। (ঙ) আল্লাহর দেয়া রিজক হতে খরচ বা ব্যয় করে।

(৪) উপরোল্লিখিত গুণাবলী সম্পন্ন মু'মিনগণ প্রকৃত মু'মিন, যারা তাদের রবের পক্ষ থেকে উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের রিজকপ্রাপ্ত হবে।

বাস্তবায়ন ঃ আলোচ্য দারসের শিক্ষা আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে অতীব গুরুত্বের দাবীদার। যে কোন ধরণের অভিযান, বাতিলের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, পরিকল্পিত মোকাবেলা ইত্যাদি যা হচ্ছে আরো অধিক পরিমাণে এ ধরণের অবস্থা ভবিষ্যতে আসবে। এমনি অবস্থায় যিনি দায়িত্বশীল একমাত্র তাঁর নির্দেশ মানা অর্থাৎ কাউকে কোথাও কোন কাজে দেয়া হলে শুধুমাত্র সেটাই পালন করা।

আল্লাহ ও তার রাসূলের পর দায়িত্বশীল বা আমীর বা পরিচালক যে নির্দেশ দেবেন তা কোন অবস্থাতেই অমান্য করা যাবে না। ওহুদ যুদ্ধে পরিচালকের নির্দেশ অমান্য করায় পুরো বাহিনী তথা মুসলিম জাতির ইতিহাস কলংকিত করা হয়েছে। অতএব উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের রিজিক পেতে হলে ও আল্লাহর শাস্তি হতে বাঁচতে হলে যে কোন অবস্থায় উল্লেখিত নীতিমালা মানতেই হবে।

সমাপ্ত

www.icsbook.info

দারসুল কুরআন দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়সমূহঃ

১. আল্লাহর নিকট আবেদনের নমুনা (সূরা আল ফাতিহা)
২. খিলাফত, পটভূমি, মর্যাদা ও দায়িত্ব (সূরা বাক্বারা : ৩০-৩৫)
৩. সাওম (রোজা)'র গুরুত্ব ও নিয়মাবলী (সূরা বাক্বারা : ১৮৩-১৮৫)
৪. যাকাতের ইসলামী বিধান (সূরা তাওবা: ৩৪-৩৫)
৫. শরয়ী পর্দার বিধান (সূরা আন নিসা : ২৩)
৬. ইসলামে আনুগত্যের নীতিমালা (সূরা আলে ইমরান : ১৪২-১৪৫)
৭. মুনাফিকদের চরম পরিণতির বিবরণ (সূরা আন নিসা : ১৪২-১৪৬)
৮. মুসলমানদের পারস্পরিক ও সামাজিক সম্পর্ক (আল হুযরাত : ১০-১২)
৯. চিরন্তন প্রেমের মহামিলন (জান্নাতের পরিচয়)
১০. ঈমান গ্রহণের পর বর্জন করার প্রতি সতর্কতা
১১. ঈমানী পরীক্ষা চিরন্তন

দারসুল কুরআন তৃতীয় খণ্ডের বিষয়সমূহঃ

প্রথম অধ্যায় (ঈমানিয়াত)

১. তাওহীদের মূলভিত্তি (আল্লাহর জাতের পরিচয়)
২. মানব সৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক ধারায় আল্লাহর একাত্মবাদের পরিচয়
৩. শিরক বর্জন ও একমাত্র আল্লাহর গোলামী করা।
৪. রিসালাতের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ (সূরা নিসা)
৫. আখিরাত বা কিয়ামতের দৃশ্য
৬. মুমিনের ব্যক্তিগত গুণাবলী (সূরা আল ফুরকান)
৭. পারিবারিক গুণাবলী (সূরা আহযাব)
৮. হিজবুল্লাহ ও হিযবুশ শয়তান এর পরিচয় (সূরা আল মুজাদালা)

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭, ফোন: ০১৫৫২-৩৫৪৫১৯, ০১৭১১-১২৮৫৮৬